পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 264 Monday, 25 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা ❋ ৮ ভাদ্র ১৪৩২, সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘কলকাতা থেকে মমতার নির্দেশেই বিশৃঙ্খলা’, তৃণমূলের বিরুদ্ধে দায় ঠেললেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্টঃ সংসদে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ হওয়ার দিন সন্ধ্যায় তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেছিলেন, ‘প্রতিবাদে এগিয়ে তৃণমূলই’। এগিয়ে না পিছিয়ে, তা বিতর্কিত। তবে সেদিনের প্রতিবাদের জেরে আপাতত জেপিসি কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে ওই বিলকে। আর সেই আবহেই বড় কথা বলে দিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। কংগ্রেস নয়, সংসদে ‘বিশৃঙ্খলা’ তৈরির কান্ডারি হিসাবে তৃণমূলের দিকে দায় ঠেলে দিয়েছেন তিনি। সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, ‘‘কথা হয়েছিল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিল পেশ করবেন ওই সময় কেউ কিছু বলবেন না। সবাই বিল সম্পর্কে শুনবেন। তারপর নিজেদের মতামত রাখবেন।

কিন্তু অধিবেশন যাই শুরু হল, তখনই তৃণমূলের সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কাগজ ছুড়তে শুরু করল। ওদের দেখে কংগ্রেস নেতা ভেনুগোপালও চিৎকার করতে শুরু করলেন, বিলের কাগজ ছিঁড়ে দিলেন।’’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, এই ‘বিশৃঙ্খলা’ আসলে হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্দেশেই’। তাঁর কথায়, ‘‘আমি কংগ্রেস সাংসদদের কোনও দোষ দেব না। নেত্রী যেমন, সাংসদরাও তেমন। কলকাতা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিলেন আর এখানে সাংসদরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিলেন। আমরা তো প্রধানমন্ত্রীর থেকে পরামর্শ নিয়ে সুষ্ঠ ভাবে সংসদ পরিচালনার জন্য রণনীতি নির্ধারণ করি। কিন্তু এদের তো ওরকম নয়। নেত্রীর থেকে একটা মেসেজ ঢোকে আর রণনীতি বদলে যায়।’’ অবশ্য, রিজিজুর দাবিতে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল শিবির। প্রতিবাদে যে তারা এগিয়ে, দলীয় লাইনেই সেটা বুঝিয়ে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, ‘‘প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদের রয়েছে। করেছি, করব। কিন্তু কিরেণ রিজিজুর একজন মহিলাকে মারতে আসার অধিকার নেই। একজন পরিষদীয় মন্ত্রী একজন তফসিলি জাতির সাংসদকে মারতে আসছেন, এই নিদর্শন কোথাও নেই।’’

নন্দীগ্রামে মহিলা সংঘের ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

নন্দীগ্রামের আরেকটি সমবায়ে পদ্মের দাপট

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৪ আগস্টঃ নন্দীগ্রামে ফের একবার পদ্ম ফুলের দাপট। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিরুলিয়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিপুল জয় লাভ করেছে। এই সমবায় সমিতির মোট ১২টি আসনের প্রত্যেকটিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএম-কে পিছনে ফেলে। এই জয়ের পর নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা গেরুয়া আবির উড়িয়ে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছেন। আজ, রবিবার সকাল থেকে বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোরাচিরা হাইস্কুলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয় দলই ১২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, যেখানে সিপিআইএম মাত্র একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, ১২টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও আসনে জয়লাভ করতে পারেনি, এবং সিপিআইএম-এর একমাত্র প্রার্থীও পরাজিত হয়েছেন। এই জয় নন্দীগ্রামে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আরেকটি প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিনিধিত্ব করা এলাকা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল

কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন, যা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এবারের সমবায় নির্বাচনের ফলাফল শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির জনপ্রিয়তা এবং সাংগঠনিক শক্তির প্রতিফলন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মেঘনাথ পাল বলেন, ‘‘এই জয় শুভেন্দু অধিকারীর উন্নয়নের জয়। নন্দীগ্রামের মানুষ শান্তি চায়, অশান্তি নয়। তারা শাসক দলের নীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বিজেপির প্রার্থীদের সমর্থন করেছে।’’ তিনি আরও জানান, এই জয় নন্দীগ্রামের মানুষের আস্থা এবং বিজেপির প্রতি তাদের ভরসার প্রতীক। এই এলাকায় ২০০৭ সালের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, নন্দীগ্রাম সবসময় রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিরুলিয়া সমবায় সমিতির এই নির্বাচনের ফলাফল আগামী দিনে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই জয়ের পর বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, তারা নন্দীগ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবে এবং এলাকার মানুষের আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই পরাজয়ের পর তাদের কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে পারে। নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মাটিতে পদ্ম ফুলের এই দাপট আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে আরও আলোচনার জন্ম দেবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। অন্যদিকে নন্দীগ্রামের মহিলা সংঘের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল। উড়ল সবুজ আবির। রবিবার মহিষাদলের নাটশাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাটশাল-১ রূপনারায়ণ বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেডের ভোটে এই সাফল্যে খুশির হাওয়া স্থানীয় ঘাসফুল শিবিরে। সমবায়ের মোট আসন ১১টি। যার মধ্যে ৯টি তৃণমূল, ১টি বিজেপি এবং ১টি আসনে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। জানা যাচ্ছে, ভোটের আগের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪টি আসনে তৃণমূল এবং একটিতে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। রবিবার ৬টি আসনে ভোট হয়। এদিন ১২২ জন ভোটারের মধ্যে ১১৮ জন ভোটার ভোটদান করেন। বিকেলে ফলপ্রকাশ হলে দেখা যায়, ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে। বাকি একটি আসন দখল করেছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত নাটশাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান শিবপ্রসাদ বেরা বলেন, ‘‘এই জয় বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উন্নয়নের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মহিলাদের কথা ভাবেন, তা মাথায় রেখে মহিলারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করিয়েছেন।’’

২০২২ সালের দেড় লক্ষ টেট পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীদের তথ্য ফাঁস। একযোগে দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থীদের তথ্য ফাঁস ভিন্ন ওয়েবসাইটে। আর এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই জালিয়াতির অভিযোগ তুলছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে কি ফের নতুন করে জালিয়াতি হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন। তবে ঘটনাটি জানার সঙ্গে-সঙ্গেই বিষয়টি খতিয়ে

দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। বস্তুত, কয়েকদিন আগেও টেট উত্তীর্ণরা চাকরির দাবিতে পর্ষদ অভিযান করেছিল। নিয়োগ কবে হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন তাঁরা। এই আবহের মধ্যে তথ্য ফাঁস হওয়ায় উঠছে প্রশ্ন। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ওই ওয়েবসাইটের কোনও তথ্য সরকারি ভাবে নেই। অথচ সেই ওয়েবসাইটে একসঙ্গে প্রায় দেড় লক্ষ পড়ুয়ার তথ্য চলে এসেছে এই ওয়েবসাইটে। সেখানে আবার অপশনও দেওয়া হয়েছে। সেই অপশন থেকে ‘ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইমারি টেট’ ২০২২ সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে হবে। তারপর রেজিস্ট্রেশন নম্বর কোথায় দিতে হবে, সব একেবারে ঝকঝকে করে লেখা রয়েছে। শুধু পরীক্ষা নয়, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে আরও একাধিক সার্ভিস পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভোটার কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও রয়েছে সেখানে। যদিও, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। চাকরিপ্রার্থী বলেন, ‘‘এক ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০৬ জনের তথ্য আমরা কপি করতে পেরেছি। দেখতে পেয়েছি এটা সঠিক তথ্য। এই তথ্য বাইরে এল কীভাবে আমাদের প্রশ্ন থাকছে। আমরা যেটা জানি, পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করেছিল ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৩২ জন। পরীক্ষায় বসেছিল ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১০২ জন। পর্ষদ জানিয়েছিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৯১ জন। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০৬ জনের তথ্য আমরা ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে গেলাম। কীভাবে সম্ভব হল?’’ পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল বলেন, ‘‘এটা সত্য কি না আমায় দেখতে হবে। আমি দেখে নিচ্ছি। আগে সার্চ করে নিন। এমন চক্র থাকলে তো ব্যবস্থা নেব। আমাদের ওয়েবসাইট থেকে এমনটা সম্ভব নয়।’’

জেপিসিতে থাকা মানে ‘সময় নষ্ট’ তৃণমূলের অবস্থান বুঝিয়ে দিলেন কুণাল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্টঃ জেপিসি বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবে তৃণমূল? সেই নিয়ে এখন টালবাহানা। তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কুণাল ঘোষ, আবার গোটা প্রক্রিয়াটাকেই ‘সময় নষ্ট’ বলে দাগিয়ে দিলেন। একই সুর শোনা গিয়েছিল দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও। বুধবার লোকসভায় ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই বিলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সংসদের নিম্ন কক্ষকে জানান, কোনও মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধে ৩০ দিন পুলিশি হেফাজতে থাকেন। তা হলে ৩১ দিনের মাথায় তাঁকে সেই নির্দিষ্ট পদ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। ঠিক মিনিট খানেকের ব্যবধান। উত্তাল হয় সংসদ। ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় তৃণমূল সাংসদদের। এরপরই সেই বিল বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেপিসি কমিটির কাছে। কিন্তু সেই কমিটি থেকে কার্যত সরে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল শিবির। এখনও পর্যন্ত কারওর নামই পাঠায়নি তারা। অবশ্য তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের দাবি, ‘‘এটা দিল্লির শীর্ষ নেতাদের সিদ্ধান্ত। তারাই এই নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবেন।’’ পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, ‘‘ওই কমিটিতে থাকা মানে সময় নষ্ট। যে বিল জীবনে আসবে না, সেই নিয়ে আলোচনার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। আমরা বলছি, যদি আপনাদের সদিচ্ছা থাকে, মণিপুর, অসম এসব রাজ্যে এমন কিছু নেতা রয়েছে, যাদের দিকে বিজেপি আঙুল তুলে বলত, এদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই নেতারাই পরে বিজেপিতে যোগ দিয়ে বড় বড় পদ পেয়েছেন। কেউ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কেউ বা বিরোধী দলনেতা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার ইচ্ছা থাকলে, আগে তাঁদের বহিষ্কার করুন।’’ শুক্রবার তিনটি নয়া রুটের মেট্রো উদ্বোধনে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সভায় ওঠা স্লোগান এখন বাংলার রাজনীতির মুচমুচে চর্চার বিষয়। এদিন সেই স্লোগানকে সামান্য কটাক্ষের সুরে পরিবর্তন করে কুণাল বলেন, ‘‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপিতে যাই, এটা আসলে দুর্নীতিগ্রস্থদের বাঁচার প্যাকেজ।’’

‘গরিবদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র!’ বিজেপি-কমিশন যোগসাজশের অভিযোগে গর্জে উঠলেন রাহুল

আরারিয়া, ২৪ আগস্টঃ ’বিহারে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর মাধ্যমে গরিবদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ‘বিহার যাত্রা’ কর্মসূচিতে রবিবার অন্যভাবে ধরা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। ভোটার অধিকার যাত্রায় কংগ্রেস সাংসদকে বুলেট বাইকে চড়ে আরারিয়া যেতে দেখা গেল। সঙ্গে ছিলেন আরজেডি সাংসদ তেজস্বী যাদবও। লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীকে একসঙ্গে বাইকে করে আরারিয়া যেতে দেখে রাস্তায় ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ। এই যাত্রা ১৭ আগস্ট সাসারাম থেকে শুরু হয়েছে। প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১৬ দিনে ২০টি জেলারও বেশি জায়গায় পৌঁছবেন দুই নেতা। ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই কর্মসূচি। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল ভোটাধিকার রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এসআইআর-এর বিরোধিতা করা। তার আগে রবিবার আরারিয়ায় ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’-র জনসভায় রাহুল গান্ধি, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, ‘‘সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণের পর এবার গরিবদের ভোটও চুরি করতে চাইছে। এই কাজ তারা নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে করছে।’’ এরপরেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘এটা এখন আর নির্বাচন কমিশন নয়, এটা ‘ইলেকশন

ওমিশন’। এসআইআর আসলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গরিবদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।’’ তিনি এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে জানান, ‘‘সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া সেই অধিকারের বিরুদ্ধে।’’ কংগ্রেস নেতার কথায়, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা জনগণের কাছ থেকে কঠিন জবাব পাবে। ‘‘ইন্ডিয়া জোট বিহারে এই ভোট চুরির ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না,’’ জানিয়ে তিনি কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলেন। নির্বাচনী ইস্যু ছাড়াও রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক নীতিরও সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি সরকার গরিব ও যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘বেসরকারিকরণের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ ধ্বংস করে এবার তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।’’

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন পরীক্ষা হবে না বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের, জানাল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টো পথে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন স্থগিত স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা। আর এই বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই ফের একবার উস্কে গেল বিতর্ক। পড়ুয়াদের অনুরোধেই পিছনো হয়েছে পরীক্ষা দাবি বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ২৮শে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ফেলা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পরীক্ষা কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এর পরপরই পরীক্ষার দিন বদল করতে বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেয় শিক্ষা দফতর। যদিও, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত পরিষ্কার জানিয়েছিলেন পরীক্ষার তারিখ তিনি পিছবেন না। তবে সেই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু খোদ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ রাখা উচিত ছিল ভারপ্রাপ্ত ভিসির। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে যখন তর্ক-বিতর্ক চলছে, সেই সময় বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় জানাল পরীক্ষা ওই দিন হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, ২৮ আগস্টের পরীক্ষা হবে আগামী ৩০ আগস্ট। পড়ুয়াদের অনুরোধেই এই পরীক্ষা পিছনো হয়েছে। বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ‘‘বাংলাকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে গিয়েছে। এটা তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর বিশ্ব বাংলার নামে কলেজ মানে সেটা তৃণমূলের আশ্রিত।’’ সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, ‘‘তৃণমূল তো শিক্ষার বারোটা বাজাতে চাইছে।’’ টিএমসিপি নেতা অভিরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘২৮ তারিখ তো ঘোষিত অনুষ্ঠান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেআইনি ভিসি তাঁর প্রভুকে খুশি করতে পরীক্ষা ফেলেছিল একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা সকলের কথাই মাথায় রেখেছেন।’’

এসেছিলেন স্বাধীনতার পর পরই, বিহারের ভোটার তালিকায় এবার পাকিস্তানি ২ মহিলা!

পাটনা, ২৪ আগস্টঃ স্বাধীনতার ঠিক তিন বছর পরে ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুই মহিলা। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ল, লিস্টে জ্বলজ্বল করছে তাঁদের নাম। ঘটনার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে, আর নির্বাচন কমিশন তাঁদের নাম মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিহারে যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন চলছে, সেখানে এই ঘটনা সামনে আসে। ভুয়ো ভোটার ও মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয় জুলাইয়ে। তার মধ্যেই ভেসে ওঠে, ভাগলপুরের বাসিন্দা বলে পরিচিত দুই মহিলা আসলে পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁদের মধ্যে এক জন, ইমরানা খানম, ১৯৫৬ সালে ভারতে আসেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ভিসা পান। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া ইমরানা এখন অসুস্থ। বুথ লেভেল অফিসার ফারজানা খানম জানালেন, ‘‘ওঁর অবস্থার কারণে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। কিন্তু নথি যাচাই করে দেখি, পাসপোর্ট ১৯৫৬ সালের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ১১ আগস্ট একটি নোটিস পাই। তার ভিত্তিতেই নাম বাদ দেওয়ার

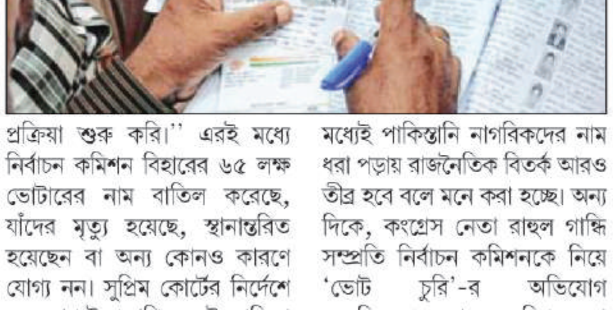

প্রক্রিয়া শুরু করি।’’ এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন বিহারের ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল করেছে, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, স্থানান্তরিত হয়েছেন বা অন্য কোনও কারণে যোগ্য নন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৪ আগস্ট প্রকাশিত সেই তালিকা এখন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে। জেলা অফিস, পঞ্চায়েত অফিস এবং সামাজিক মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে জানাতে বলা হয়েছে। বিহারে ২০২৫ সালের বিধানসভা ভোটের আগে চলছে এই ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযান। বিরোধীরা আগেই অভিযোগ তুলেছিল, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিশানা করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যেই পাকিস্তানি নাগরিকদের নাম ধরা পড়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য দিকে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে ‘ভোট চুরি’-র অভিযোগ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে কমিশন কড়া অবস্থান নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাহুলকে সাত দিনের মধ্যে হলফনামা বা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

দুর্গাপুজোয় চাঁদার জুলুম! পুলিশি হুঁশিয়ারিতে কাঁপছে বিভিন্ন ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ শহরে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হতেই ফের সামনে আসছে পুরনো সমস্যা-চাঁদা তোলার অভিযোগ। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জনবহুল রাস্তা কিংবা গলিতে পুজো প্যান্ডেল তৈরির নামে গাড়ি আটকে কিংবা ব্যবসায়ীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা আদায়ের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে পুলিশের কাছে। পাইকপাড়া, চিড়িয়ামোড়, কসবা, শিয়ালদহ ও বড়বাজার-এই সব ব্যস্ততম অঞ্চলে অভিযোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে লালবাজার। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেও রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে বা ভয় দেখিয়ে জোর করে টাকা দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে খবর। কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তারা জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই সমস্ত থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রতিটি থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এলাকায় পুজো মণ্ডপ তৈরির নামে বা রাস্তা দখল করে যদি কেউ চাঁদা তোলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করতেও পিছপা হওয়া যাবে না। এক কর্তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, শহরের স্বাভাবিক জনজীবন ও যান চলাচল ব্যাহত করে কোনওভাবে চাঁদা তোলা বরদাস্ত করা

হবে না। লালবাজার জানিয়েছে, দুর্গাপুজোর মণ্ডপ নির্মাণের জন্য যদি রাস্তা ব্যবহার করতে হয়, তবে তার জন্য অবশ্যই কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কেউ রাস্তা দখল করে কোনও কাঠামো গড়লে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-পুজোর আবেগকে পুঁজি করে কেউ আইন ভাঙতে পারবে না। ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের অন্যতম কর্তা শাশ্বত বসু এ বিষয়ে বলেন, দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উসবকে ঘিরে কোনও রকমের জবরদস্তি বা চাঁদা তোলা হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এতে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে এবং পুজোর ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হবে। তাই প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। প্রতি বছরই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নানা অভিযোগ সামনে আসে। কোথাও ট্র্যাফিক সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধা, কোথাও আবার চাঁদা তোলার জন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ। তবে এ বছর থেকেই প্রশাসন আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। একদিকে পুজো মণ্ডপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা হচ্ছে, অন্যদিকে কোনও বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে তক্ষণা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের মতে, দুর্গাপুজো মানেই আনন্দ, আলো আর উৎসবের আবহ। এই উৎসবকে ঘিরে যদি জোর করে চাঁদা তোলার মতো ঘটনা ঘটে, তবে তা উৎসবের আনন্দ নষ্ট করে দেয়। তাই পুলিশের এই পদক্ষেপে অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। ব্যবসায়ীরাও জানিয়েছেন, প্রশাসন যদি সত্যিই কড়া হাতে নজরদারি চালায়, তবে অন্তত এবারের মতো তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ, কচ্ছে পাকড়াও ১৫ জন পাকিস্তানি মৎস্যজীবী

কচ্ছ, ২৪ আগস্ট ঃ অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ায় ১৫ জন পাকিস্তানি মৎস্যজীবীকে পাকড়াও করলো সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মাছ ধরার নৌকাও। রবিবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে ১৫ জন পাকিস্তানি মৎস্যজীবীকে পাকড়াও করা হয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রম করায় শনিবার সকালে তাদের পাকড়াও করা হয়।বিএসএফ আরও জানিয়েছে, একটি ইঞ্জিনযুক্ত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং মৎস্যজীবীদের স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রয়াণ দিবসে অরুণ জেটলিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ প্রয়াণ দিবসে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা শোকবার্তায় জানিয়েছেন, অরুণ জেটলি ছিলেন বিজেপির একজন পথপ্রদর্শক শক্তি।নাড্ডা টুইট করে জানিয়েছেন, অরুণ জেটলিজিকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছি এবং দিল্লিতে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। তিনি বিজেপিতে একজন পথপ্রদর্শক শক্তি ছিলেন, প্রজ্ঞা ও স্বচ্ছতার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল মানুষ, যাঁর অবদান দেশের জন্য সর্বদা স্মরণ করা হবে।

অসুস্থ বৃদ্ধাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

বাঁকুড়া, ২৪ আগস্ট ঃ অসুস্থ এক বৃদ্ধাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে বাঁকুড়া জেলার ঘটনা।বৃদ্ধার পুত্রবধূ জানান, রাতে অসুস্থ শাশুড়িকে দেখতে বেশ কয়েকবার তাঁর ঘরে যান তিনি। ওই দিন গিয়ে দেখেন বিছানায় নগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর শাশুড়ি। পাশেই এক যুবক। তাকে দেখে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত।

আন্তর্জাতিক থেকে ঘরোয়া, সব ক্রিকেটেই অবসর পূজারার

মুম্বই, ২৪ আগস্ট ঃ রবিবার ভারতের ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পূজারা আন্তর্জাতিক থেকে ঘরোয়া সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। পূজারা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে অবসর ঘোষণা দিয়েছেন।পূজারা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, ' জার্সি গায়ে চাপানো, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, আর মাঠে নামলেই সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করা-এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তবে যেমনটা বলা হয়, সবকিছুরই একদিন শেষ আসে। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার।'পূজারা তাঁর দৃঢ়তা এবং রক্ষণাত্মক কৌশল দিয়ে বোলিং আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করার ক্ষমতার জন্য পরিচিত। তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের ৩ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ১০৩টি টেস্ট এবং পাঁচটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। ভারতের হয়ে তাঁর শেষ খেলা ছিল ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ফাইনাল।পূজারা টেস্টে ৭,১৯৫ রান করেছেন, যার মধ্যে ১৯টি শতরান এবং ৩৫টি অর্ধশতরান রয়েছে।এবং ২১,০০০-এরও বেশি প্রথম-শ্রেণীর রান করেছেন।

৪-দিনের সফরে ভারতে এলেন ফিজির প্রধানমন্ত্রী, দিল্লি বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করতে ভারতে এসে পৌঁছালেন ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকা। চার দিনের জন্য নির্ধারিত এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট উসাহ দেখা দিয়েছে। রবিবারই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বিদেশি অতিথির এই আগমন যে শুধু প্রটোকল মেনে আনুষ্ঠানিক এক সফর নয়, বরং দুই দেশের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার এক সেতুবন্ধন-তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিটি বক্তব্যে।ভারত-ফিজি সম্পর্ক বহুদিন ধরেই উষ্ণতা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র ফিজি, যার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে হলেও, ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় প্রবাসীদের অবদান ফিজির সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথার মাধ্যমে বহু ভারতীয় শ্রমিক সেখানে পাড়ি দিয়েছিলেন। আজ ফিজির জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রই ভারত-ফিজি সম্পর্ককে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। তাই ফিজির প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর নিছক কূটনৈতিক ভ্রমণ নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের নতুন এক অধ্যায় সূচনার সম্ভাবনা তৈরি করছে।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল রবিবার এক টুইটবার্তায় লিখেছেন, ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকা প্রথমবার ভারতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যেকার অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী এবং নিবি। হবে। এই বার্তাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভারত সরকার ফিজির সঙ্গে বহুমুখী সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছে।সফরের দ্বিতীয় দিন অর্থা ২৫ আগস্ট প্রধান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক। সেদিন প্রধানমন্ত্রী রাবুকা বৈঠকে বসবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। ভারতীয় কূটনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভারত দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। ফিজির প্রধানমন্ত্রী রাবুকার সফর সেই কূটনৈতিক কৌশলেরই অংশ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সমুদ্র নিরাপত্তা, এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে রাবুকার সম্মানে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কূটনৈতিক প্রোটোকলের বাইরে এই ভোজসভা নিছক সৌজন্যমূলক আয়োজন নয়, বরং ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার একটি মাধ্যম। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ফিজির প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই সাক্ষা কেবল প্রথাগত শিষ্টাচার নয়, বরং দুই দেশের সংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতীক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।ভারতের দিক থেকে ফিজি কেবল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীই নয়, বরং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলেরও অপরিহার্য অংশ। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভারত কেবলমাত্র প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেই নয়, দূরবর্তী কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক দৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি ভারতের জন্য একটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। তাই ফিজির মতো দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার মাধ্যমে ভারত সেই অঞ্চলে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চাইছে। রাবুকার এই সফর সেই বৃহত্তর কৌশলগত প্রেক্ষাপটের সঙ্গেও সম্পর্কিত।অন্যদিকে, ফিজির ক্ষেত্রেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত কেবল একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, বরং প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা ফিজির মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারত ইতিমধ্যেই ফিজিকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিশেষত, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ফিজির জনগণের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই রাবুকার সফর ফিজির ভবিষ্য উন্নয়নে একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে।ভারত-ফিজি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রবাসীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ ফিজির সমাজে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সাংস্কৃতিক প্রভাব সুস্পষ্ট। হিন্দি ভাষা ফিজির অন্যতম প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। দীপাবলি, হোলি বা ঈদের মতো উৎসবগুলি আজ ফিজির জাতীয় উদযাপনের অংশ হয়ে উঠেছে। এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে একটি দৃঢ় ভিত্তি দেয়। তাই রাবুকার সফরে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।কূটনৈতিক দিক থেকে এই সফরের তাৎপর্য বহুমাত্রিক। ফিজি ভারতের আন্তর্জাতিক ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ বা অন্যান্য বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে ভারত এবং ফিজি বহু ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে ফিজি বরাবরই সোচ্চার। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ফিজিকে প্রবলভাবে আঘাত করছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রযুক্তি এবং আর্থিক সহযোগিতা ফিজির জন্য অমূল্য হতে পারে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকার এই সফর শুধুমাত্র কূটনৈতিক সৌজন্যমূলক সফর নয়, বরং আগামী দিনের কৌশলগত সম্পর্কের জন্য এক মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। চার দিনের এই সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, চুক্তি এবং আলোচনার মাধ্যমে ভারত-ফিজি সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।সুতরাং বলা যায়, দিল্লি বিমানবন্দরে রবিবার ফিজির প্রধানমন্ত্রীর আগমন এবং সুকান্ত মজুমদারের উষ্ণ অভ্যর্থনা নিছক প্রোটোকল পূরণ নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং কূটনীতির সংমিশ্রণে দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার সূচনা। ২৬ আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকা এই সফর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করবে-এমনটাই আশা করছে নয়াদিল্লি।

প্রবল বৃষ্টি উধমপুরে, কাঠুয়ায় জলের স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু

জম্মু, ২৪ আগস্ট ঃ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতো প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের। রবিবার সকালে জম্মুর পাশাপাশি কিশতওয়ার, উধমপুর ও কাঠুয়ায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। কিশতওয়ারের বেশ কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ভারী বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে প।ছে।উধমপুর জেলার কিছু অংশেও বৃষ্টিপাত হয়ে ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এই জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় জলের স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি সেতু।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৪আগস্টঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক

মাদক-মুক্ত হরিয়ানা গড়ার অঙ্গীকার, সিরসা থেকে যুব ম্যারাথনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি

সরসা, ২৪ আগস্ট ঃ আজকের সকাল কোনও সাধারণ সকাল নয়, বরং এক নতুন হরিয়ানার সূচনা-এই দৃঢ় বিশ্বাসকে সামনে রেখেই সিরসার মাটিতে রোববার শুরু হল যুব ম্যারাথন। মাদকমুক্ত হরিয়ানার লক্ষ্যে রাজ্যের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে এই ম্যারাথনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। সরকারি উদ্যোগ ' উদয়'-এর অংশ হিসেবেই এই আয়োজন।হরিয়ানায় মাদক সমস্যাকে ঘিরে উদ্বেগের শেষ নেই। বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় মাদকের ছোবল সমাজকে ভিতর থেকে নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রশাসনের নানা পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও যুবসমাজের এক বড় অংশ ধীরে ধীরে অন্ধকারের পথে চলে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ' উদয়' কর্মসূচি শুরু হয়েছিল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। তারই ধারাবাহিকতায় সিরসায় আজকের এই যুব ম্যারাথনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী সাইনি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাদকের অন্ধকার থেকে যুবসমাজকে বের করে খেলাধুলার আলোয় আনা আমাদের অঙ্গীকার। হরিয়ানার নতুন ভোরের প্রতীক এই যুব ম্যারাথন। তাঁর কথায়, একমাত্র খেলাধুলা, শিক্ষা এবং ইতিবাচক সামাজিক কর্মকাণ্ডই পারে যুবকদের জীবনে নতুন দিশা আনতে। সেই কারণে খেলাধুলার মাধ্যমে সচেতনতার পথ বেছে নিয়েছে সরকার।সাইনি আরও জানান, আমরা ' উদয়' কর্মসূচির আওতায় এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ২৪৮৩টি কর্মসূচি আয়োজন করেছি। আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, ১৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচির অংশ হয়েছেন। গর্বের সঙ্গে বলছি, ' উদয়' আজ হরিয়ানার সবচেয়ে বড় জনসচেতনতা প্রচারাভিযানে পরিণত হয়েছে।তাঁর মতে, এই বিশাল সাড়া প্রমাণ করছে হরিয়ানার মানুষ নিজেরাই পরিবর্তন চাইছেন। শুধু সরকার নয়, গোটা সমাজ এগিয়ে এলে মাদকের বিরুদ্ধে এই লড়াই সফল হবেই।মাদক সমস্যার সমাধানে সরকারের এই উদ্যোগে যুবকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারাই আগামী দিনের হরিয়ানা। আজকের এই ম্যারাথনে হাজার হাজার যুবক-যুবতী অংশ নেন। তাঁদের চোখেমুখে ছিল উদ্দীপনা, ছিল পরিবর্তনের প্রত্যয়। মাদকবিরোধী স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল সিরসার রাস্তা। যেন এক নতুন জাগরণের স্রোত বয়ে যায়।এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্য সরকার একদিকে যেমন ক্রীড়া সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিচ্ছে, অন্যদিকে সমাজে দাযিত্ববোধ জাগ্রত করারও চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদকবিরোধী লড়াই কেবল প্রশাসনিক অভিযান দিয়ে সম্ভব নয়। প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন, প্রয়োজন যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সাইনি সরকারের এই ম্যারাথন সেই দিকেই এক বড় পদক্ষেপ।সুতরাং, বলা যায় সিরসা থেকে আজ শুরু হওয়া এই যুব ম্যারাথন শুধু একটি প্রতীকী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক নতুন হরিয়ানার পথে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। মাদকমুক্ত, সুস্থ, প্রাণবন্ত এক হরিয়ানা গড়ার যাত্রা এখান থেকেই নতুন মাত্রা পেল।

চম্পাই সোরেন গৃহবন্দি, সামাজিক মাধ্যমে জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই

রাঁচি, ২৪ আগস্টঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা চম্পাই সোরেনকে রবিবার গৃহবন্দি করা হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এমনটা জানিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা চম্পাই সোরেন তাঁর গৃহবন্দি সম্পর্কে বলেছেন, যখন ডিএসপি সাহেব এখানে এসে বললেন, আমাকে আজ যেতে দেওয়া হবে না, মানে আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি আমাকে কোথাও যেতে দেবেন না। তাই আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে যদি প্রশাসন এবং সরকার একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে আমরা তা লঙ্ঘন করব না।রাঁচিতে রিমস-২-এর জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা চম্পাই সোরেনকে গৃহবন্দি করা হয়েছে, ডিএসপি কেভি রমন বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে এবং তিনি আপাতত বাড়িতে থাকবেন। তাকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপ অপরিহার্য।

অনুপ্রবেশে ধৃত বাংলাদেশের পুলিশ আধিকারিককে আদালতে পেশ

বসিরহাট, ২৪ আগস্ট ঃঅনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশের এক পুলিশ আধিকারিককে আটক করে বিএসএফ। শনিবার বিকালে তাঁকে স্বরূপনগরের বিথারী গ্রাম থেকে আটক করে স্বরূপনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয় বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁর নাম আর ই জুম্মান, বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরায়। দেশের অশান্ত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে হামলার আশঙ্কায় এ দেশে পালিয়ে এসেছেন বলে তাঁর দাবি। রবিবার তাঁকে বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয় বলে জানা গেছে।

পূর্ণিয়ায় পৌঁছল ভোটার অধিকার যাত্রা, বাইক র‍্যালিতে অংশ নিলেন রাহুল ও তেজস্বী

পূর্ণিয়া, ২৪ আগস্ট ঃ এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিহারে চলছে ভোটার অধিকার যাত্রা। রবিবার পূর্ণিয়ায় পৌঁছল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন এই যাত্রা। অংশ নেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। রাহুল ও তেজস্বী বাইক র‍্যালিতেও অংশ নেন। যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চলছে ভোটার অধিকার যাত্রা।রবিবার অষ্টম দিনে প।ছে ভোটার অধিকার যাত্রা। এই যাত্রার মাধ্যমে বিহারের ভোটারদের তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে কংগ্রেস ও আরজেডি। বহু কংগ্রেস ও আরজেডি নেতা-কর্মীরা

ভোটার অধিকার যাত্রায় অংশ নেন।

রাশিফল

মেষঃজাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রস্তুত হবেন। এটি আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। যদি আপনি কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আলোচনা করলে সমাধানের পথ বার হতে পারে।

বৃষঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগে করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের সংযোগ গড়ে তোলার দক্ষতা এই সময়ে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটালে কেবল পারস্পরিক বোঝাপড়াই বৃদ্ধি করবে না। বরং আপনি কিছুটা হলেও সতেজ বোধ করবেন। এই সময়ে আপনার সৃজনশীলতাও বেশি। তাই আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা বা প্রকল্পে কাজ করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে।

কর্কটঃ তাঁদের আনন্দ এবং দুঃখ ভাগ করে নিতে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে আপনি তাঁদের জন্য পরোয়া ।

সিংহঃব্যস্ত সময়সূচি সামলাতে গিয়ে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। শুভ দিন হতে পারে আজ।

কন্যাঃ আজ আর একঘেঁয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না। তবে কোনকিছুই আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না। সংসারে শান্তি হবে।

তুলাঃআপনি আপনার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটি আপনার মতো নয়, তবে আপনার গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে,

বৃশ্চিকঃরক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন। আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন।

ধনুঃআজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে। রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে।

মকরঃ যেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায় আপনি এই ঘোর দৈত্যের নিষ্ক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত

কুম্ভঃ এই দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আত্ম-বিশ্লেষণের সময়। আপনার লক্ষ্যগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের সাহস সঞ্চয় করতে হবে। করতে পারবেন।

মীনঃ অবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। ডাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। উসাহময় দিন, যেহেতু

আবহাওয়া

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়া জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে শুধু হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়।রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল, তা পশ্চিম দিকে সরেছে। পশ্চিমবঙ্গের উপর সরাসরি কোনও প্রভাব আর পড়ছে না। আবার মৌসুমি অক্ষরেখা এখনও সক্রিয়। ফলে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তাই বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭২সর্বনিম্ম শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

ধর্মীয় শংসাপত্রের ভাগাভাগি নিয়ে কোন্দল, মুখোমুখি শান্তনু-সুব্রত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ধর্মীয় শংসাপত্র বিতরণকে ঘিরে বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে ফের সংঘাত ছড়াল দুই ভাইয়ের মধ্যে। বিজেপি সাংসদ বনাম বিধায়কের এই দ্বন্দ্বে গেরুয়া শিবিরে ফাটল আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বচসায় জড়িয়ে পড়েছেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘাধিপতি তথা বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এবং মহাসংঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিকে, সুব্রত ও রানি ঠাকুর (শান্তনু ও সুব্রতের মা) বৈঠকে বসেন মতুয়া মহাসংঘের আর এক সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই বৈঠক ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। শান্তনুর দাবি, তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন তাঁর দাদা সুব্রত ঠাকুর। বিজেপি বিধায়ক সুব্রত অবশ্য শান্তনুর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। সুব্রতর দাবি, 'ওটা শান্তনুর মনের কথা। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট না পেলে ও (শান্তনু) নিজেই তৃণমূলে যেত। আমার যোগ দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।' পাশাপাশি জানান, ঠাকুরবাড়ি ও মতুয়াদের স্বার্থে তিনি তাঁর জেঠিমা মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁর কাছে আগে পরিবার, পরে রাজনীতি। ঠাকুরবাড়িতে ধর্মীয় শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। সুব্রত ঠাকুর ও শান্তনু ঠাকুর দু'জনই আলাদা করে সেই শংসাপত্র দিচ্ছেন। শনিবার শান্তনু শিবিরের পক্ষ থেকে নাটমন্দিরে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। তাতেই আপত্তি জানান সুব্রত। শান্তনুর অভিযোগ, শনিবার সেই ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত মতুয়া ভক্তদের হুমকি দেন বিজেপি বিধায়ক। সেই অভিযোগের পালটা দিয়ে সুব্রত বলেন, 'নাটমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ক্যাম্প করলে অসুবিধা হবে। তাই ওদের সরে যেতে বলি।' সুব্রত অভিযোগ তোলেন ঠাকুরবাড়ির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দালালরাজ চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু। তিনি বলেন, 'শান্তনু নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে দালালরাজ চালাচ্ছে। আমি দলমত নির্বিশেষে সকল মতুয়াদের কাছে এর বিচার চাইছি।' তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে বলেন, 'আমার কাছে আগে পরিবার। তারপরে রাজনীতি। মাকে নিয়ে আমি জেঠিমা ও বোনের সঙ্গে বৈঠক করেছি।' শান্তনু ঠাকুরের মা ছবিরানি ঠাকুরের অভিযোগ, 'শান্তনুর নেতৃত্বে কিছু লোক ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ নষ্ট করছে। সুব্রত ঠাকুর মতুয়া মহা সংঘাধিপতি হিসাবে ন্যায্য অধিকারের দাবি নিয়ে বড়দি মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেছে।' আবার শান্তনুর দাবি, 'আমি কারও অধিকার কাড়ছি না। কে মমতাবালা ঠাকুর? সুব্রত তৃণমূলে যোগ দেবে। শুধু পতাকা ধরতে বাকি আছে। আমি মন্ত্রী হয়ে গিয়েছি তাই হিংসা হচ্ছে সুব্রতর। তাই তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে। সবটাই অভিনয়।' বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই মমতাবালা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'সুব্রতরাই আমার কাছে এসেছিল। সুব্রত ও শান্তনু দু'জনই আমার সন্তানের মতো। তাই গণ্ডগোল মেটাতে আমার সেখানে যাওয়া উচিত বলে মনে করেছিলাম, সেই কারণেই গিয়েছিলাম।' তবে তৃণমূলে যোগদানের প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সুব্রতের কোনও আলোচনা হয়নি বলেই তিনি স্পষ্ট করেছেন। ঠাকুরবাড়ির এই দ্বন্দ্ব আবারও বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে টেনে এনেছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ঘটনাই নতুন করে রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

স্বপন বাউলের সচেতনতার জেরে কাটোয়া বর্ধমান রুটে নতুন ট্রেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর কাটোয়া বর্ধমান রুটে নতুন একজোড়া ট্রেন চালু হলো। স্বপন দত্ত বাউল গানে সচেতন ও রেল দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে হাজির ছিলেন কাটোয়া স্টেশনে ও বর্ধমান স্টেশনে নতুন ট্রেন উদ্বোধনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে ২০১৮ তে কাটোয়া বর্ধমান রুটে রেল যাত্রীরা ট্রেনের টিকিট না কাটায় ট্রেন বন্ধ হতে বসে ছিলো। সেই সময় রাজ্যের একমাএ নিঃস্বার্থ প্রতিবাদী বাউল শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল গানে যাত্রীদের টিকিট কাটার জন্য সচেতন করেন টানা একমাস নিঃস্বার্থ ভাবে। তারপর ট্রেনের টিকিট বিক্রি বাড়িয়ে কাটোয়া বর্ধমান রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন । তারপর জনগণের অনুরোধে একজোড়া নতুন ট্রেনের দাবিতে, আবার বাউল গানে গানে সচেতন করে সচেতনতার বার্তা রেল দপ্তরের কানে তোলেন তার কর্ম কান্ড নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের করা খবরের পেপার কাটিং জমা দিয়ে। অবশেষে ২৩ আগস্ট রেল দপ্তর একজোড়া নতুন ট্রেন উপহার দিলো। বর্ধমান কাটোয়ার মানুষ খুবই খুশি স্বপন দত্ত বাউল রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান তার বাউলগানের মাধ্যমে। স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলছেন কাটোয়া স্টেশনে ও বর্ধমান রেল স্টেশনে উপস্থিত হয়ে। তার গানের কাটোয়া বর্ধমান বাসী মুগ্ধ। নিজের লেখা সুরে স্বপন বাউল গাইলেন গান, ১) একজোড়া নতুন ট্রেন উপহার দিলো রেল দপ্তর গো, বর্ধমান কাটোয়া রুটের যাত্রীরা আনন্দে মাতোয়ারা গো। কাটোয়া থেকে ছাড়বে ১ টা ৫০ দুপুরে, বর্ধমান থেকে ছাড়বে বিকাল চারটে। ২৩ আগস্ট থেকে কাটোয়া বর্ধমানে,একজোড়া নতুন ট্রেন চালু হলো গো।। রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গো।। ২) ২০১৮ যাত্রীরা টিকিট কাটতো না বলে, ট্রেন বন্ধ হতে বসেছিল গো। বাউল গানে সচেতনে টিকিট বিক্রি বাড়িয়ে ট্রেন চালু করেছিলাম গো। আবার, ট্রেন বাড়ানোর সচেতন করে, রেল দপ্তরের কানে তুলে। একজোড়া নতুন ট্রেন চলে এলো গো। রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গো।। ৩) বিনা টিকিটে আর কেউ ট্রেনে চড়বে নাগো, টিকিট কাটো, টিকিট কাটো সবাই টিকিট কাটবে গো। জাতীয় সম্পদ রেল আমাদের, রেলকে রক্ষা জনগণকে করতে হবে। বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ গো।। একজোড়া নতুন ট্রেন উপহার দিলো রেল দপ্তর গো, রেল দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গো।

মীরাট ধর্ষণ মামালার রায়ে ধর্ষকের যাবজ্জীবন সাজা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মীরাটঃ ২৪ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের মীরাটে মর্মান্তিক এক ঘটনায় নৃশংস ধর্ষণের শিকার হয় ১১ বছরের মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, মূক-বধির এক নাবালিকা। আদালতে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হলেও ক্ষতবিক্ষত মেয়েটির পরিবার বলছে, এর চেয়ে বড় অবিচার আর কিছু হতে পারে না। তারা অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানালেও সেই রায় আসেনি। চিকিৎসার ভার বহন করতে না পেরে অসহায় পরিবার এখন দিন গুনছে সরকারি সাহায্যের আশায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ এপ্রিল। সন্ধেবেলা শৌচকর্মের জন্য মাঠে বের হয়েছিল ছোট্ট মেয়েটি। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের উদ্বেগে শুরু হয় মরিয়া খোঁজাখুঁজি। কয়েক ঘণ্টা পরে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামের শস্যক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন, আর নৃশংসতার ছাপ সবচেয়ে ভয়াবহভাবে ছিল গোপনাঙ্গে। মেডিক্যাল পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে সে নৃশংস ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনার পর তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে স্থানীয় যুবক দান সিং যাদবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। চার মাসের মধ্যেই মামলার শুনানি সম্পূর্ণ হয় এবং ১১ আগস্ট রামপুর পকসো আদালতের বিচারক রামগোপাল সিং এই ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা ঘোষণা করেন। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও; যেখানে বিচারক ঘটনাকে অকল্পনীয় নির্মম বলে মন্তব্য করেছিলেন; ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন সাজাতে হতাশ ভিকটিম পরিবার। আদালতে উপস্থিত থাকা মেয়েটির মা কান্নারত অবস্থায় বলেন, তও হয়তো নির্ভয়া নয়, কিন্তু ক্ষত তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।দকিন্তু আদালতের রায়ের বাইরে আরও বড় লড়াই এখন তাদের জন্য চিকিৎসা। মীরাটের লালা লাজপত রায় মেমোরিয়াল মেডিকেলে টানা ১৪ দিন চিকিৎসার পর তাকে জরুরি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অন্ত্র বাইরে এনে বিকল্প পথে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়। এখনো অন্তত দুটি বড় সার্জারির প্রয়োজন, ডাক্তারদের ভাষ্য মতে মেয়েটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগবে। নিয়মিত কোলস্টোমি ব্যাগ কিনতে হচ্ছে, যার খরচই সামান্য আয়ের পরিবারের পক্ষে প্রতি মাসে বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। নির্যাতিতার বাবা নিজেও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। মা দিনমজুরি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করতেন। একমাত্র বড়ভাই ছিলেন রোজগেরে, তিনি হিমাচলের কাজ ছেড়ে বোনের পাশে দাঁড়াতে ফিরে এসেছেন। ফলে পরিবার কার্যত আয়ের উৎস হারিয়েছে। এদিকে আইনি প্রক্রিয়া, কোর্ট-কাছারি এবং চিকিৎসার খরচ মিলিয়ে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে, দুই কামরার কাঁচা ঘরে আতঙ্ক আর অভাবের মধ্যেই দিন কাটছে তাদের। সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক; এমন গুরুতর অপরাধের পরও রাজ্য সরকার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। পরিবার বলছে, তারা এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য পায়নি। অথচ আইন অনুযায়ী পকসো ভিকটিমদের জন্য রাজ্য ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিম রয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মানবাধিকার কর্মী এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, 'এই ঘটনায় শুধু আদালতের রায় নয়, প্রশাসনের দায়িত্বহীনতাও প্রশ্নের মুখে। নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থা এমন যে অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ছাড়া পরিবারের চিকিৎসা চালানো অসম্ভব।' সমাজের দুর্বলতম, প্রতিবন্ধী কন্যার উপর পশুত্বের এই ক্রুর আঘাত দেখিয়ে দিল যে দেশে নৃশংস ধর্ষণ এখনো থামছে না, বরং ভুক্তভোগী পরিবারগুলো লড়াইয়ের ময়দানে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু রায়ে নয়, বাস্তব সাহায্যেই প্রকৃত ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে;এমনটাই মনে করছে সাধারণ মানুষ।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতি স্বামী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং ঃ সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে নিজের স্ত্রীকেই সন্দেহ করতেন বছর চব্বিশের যুবক। বছর তিনেক আগে নিজেদের বিয়ে হলেও বিগত এক বছর ধরে এই ঘটনায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছিল। প্রতিদিনই বাড়িতে অশান্তি হত এ নিয়ে।আর এই অশান্তির জেরেই কার্যত স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে নিজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের তালদির বয়ারসিং গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করেন। নাজির মোল্লাকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী রিঙ্কি মোল্লার দেহ পড়েছিল বিছানার উপর। দুজনকেই উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ দুটি দেহই উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কি কারণে এই মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

লিভ ইন পাটনারের চোখে ছুরি মহিলার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সোনারপুর লিভ-ইন পার্টনারের চোখে ছুরি চালালেন মহিলা সোনারপুরে। দীর্ঘদিন লিভ ইন করার পরেও অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক। আর এই সন্দেহেই লিভ ইন পার্টনারের চোখে ছুরি চালানোর অভিযোগ উঠলো এক মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত প্রতিমা দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১২ বছর ধরে প্রতিমা দাস এবং শ্যামল দাস একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। যদিও এলাকায় তাঁরা দম্পতি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্যামল অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর তা জানতে পারেন প্রতিমা। আর তা নিয়েই দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। শনিবার তাঁদের মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। সেই সময়ে আচমকাই রান্নাঘর থেকে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তেড়ে আসেন প্রতিমা এবং সঙ্গী শ্যামল দাসের চোখে আঘাত করেন। গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁর চিৎকার শুনে সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। আর ইতিমধ্যেই সঙ্গীর বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শ্যামল দাস। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রতিমা দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শান্তিপুরে দিব্য ডাঙ্গা থেকে গাঁজা উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশের এসডিপিও সবিতা গোটেয়াল , সার্কেল ইন্সপেক্টর কাজল ব্যানার্জি শান্তিপুর থানার ওসি অনুপম ঢালী সহ শান্তিপুর থানার বিভিন্ন আধিকারিকরা আজ হানা দেয় বেলঘড়িয়া দু'নম্বর পঞ্চায়েতের দিব্যডাঙ্গা গ্রামের বিশ্বনাথ দাসের বাড়িতে। আর সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় আশি কেজি গাঁজা। পরিবারের গৃহিণী ঝর্ণাদাস অবশ্য জানাচ্ছেন তারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নয় এমনকি এর মধ্যে কি আছে তাও জানা নেই তবে তাদের ভগ্নিপতি হারাধন সরকার কুচবিহার থেকে কালীপুরে এসে বসবাস শুরু করে। তিনি মাঝেমধ্যেই বস্তায় করে কিছু একটা রেখে যান তার বদলে সামান্য কিছু ভাড়াও দেন আর এই লোভেই আজ তাদের বিপদ! তবে আজকের বাজেয়াপ্ত হওয়া এই গাঁজার বস্তা গতকাল রাতে এসে রেখে গেছে হারাধন সরকার। ঝরনা দেবী জানাচ্ছেন দুই ছেলে সহ স্বামী তাঁত শ্রমিক লোভের জন্যই আজ এই সর্বনাশ! যদিও এই মুহূর্তে পরিবার প্রধান বিশ্বনাথ দাস এবং তাদের ভগ্নিপতি হারাধন সরকার কাউকেই পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত তবে সে ব্যাপারে পুলিশ খোঁজ তল্লাশি চালাচ্ছে অন্যদিকে বাজেয়াপ্ত করা এই গাঁজা মাপার কাজ চলছে। তবে সরকারি আবাস যোজনার বসবাসের এই ঘরের মধ্যে এতকিছু আছে তা জানেন না প্রতিবেশীরাও তাই ঘটনা শুনতেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকা জুড়ে উৎসাহী মানুষের ভিড় রয়েছে সেখানে।

অত্যাচারের প্রতিবাদে কর্মসূচি তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিরা অত্যাচারিত হচ্ছে, এই দাবিকে সামনে রেখে আগেই সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তার নির্দেশমতো রাজ্যজুড়ে চলছে বিভিন্ন কর্মসূচি। রবিবার হাবরায় বাঙ্গালীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে তারই প্রতিবাদে কর্মসূচি নেওয়া হয়। হাবরা পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে লাগানো হবে মনীষীদের বাণী এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছবি দিয়ে বাঙ্গালীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেই কথা তুলে ধরেই মূলত মনীষীদের বাণী লেখা থাকবে।

কলকাতার পাবলিক টয়লেট দেশের সেরা, পুরসভাকে সার্টিফিকেট কেন্দ্রের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর আওতায় কলকাতার পাবলিক টয়লেটকে দেশের সেরা হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেই স্বীকৃতির সার্টিফিকেট পৌঁছেছে এখন পুরসভার হাতে। মহানগর জুড়ে রয়েছে মোট ৪৭৮টি গণশৌচালয়, যার মধ্যে প্রায় ১৭টি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। এই সমস্ত শৌচালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। কয়েক মাস আগে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্তারা শহরের বিভিন্ন গণশৌচালয়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কলকাতায় আসেন। তারা নিজেদের মতো করে একাধিক শৌচালয় পরিদর্শন করেন। সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক পুরসভাকে পাঠিয়েছে 'ওডিএফ (ওপেন ডিফেকেশন ফ্রি) প্লাস' সার্টিফিকেট। এর অর্থ, কলকাতার কোনও ওয়ার্ডেই আর খোলা জায়গায় শৌচকর্ম হয় না। শুধু তাই নয়, শংসাপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরসভার প্রতিটি গণশৌচালয় স্বাস্থ্যকর এবং সেখ ানে রোগ সংক্রমণের কোনও ঝুঁকি নেই। পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে পুরসভা গণ শৌচালয় তৈরি করবে। পাশাপাশি ইএম বাইপাস থেকে কামালগাজি পর্যন্ত গোটা রাস্তায় ৯টি নতুন শৌচালয় তৈরি করা হবে। এ ছাড়াও কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মহিলাদের জন্য শৌচালয়ের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এর জন্য সরকারি জমি খোঁজা হচ্ছে।

রাজ্যপালের নিষ্ক্রিয়তায় প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নিয়েও অভিমত শীর্ষ আদালতের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল রাজ্যপাল দিনের পর দিন আটকে রাখলে এবং কোনও সিদ্ধান্ত না নিলে, আদালত কি তখনও নীরব থাকবে;এই প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি ছিল, রাজ্যপালকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলে সাংবিধানিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তবে শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সেই যুক্তিকে সরাসরি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। যদিও রাষ্ট্রপতির 'বাধ্যবাধকতা' প্রসঙ্গে কেন্দ্রের অবস্থানকে সমর্থন করেছে আদালত।রাজ্যপাল কোনও বিল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে না-পারলে তিনি তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে বিলের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করতে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া উচিত রাষ্ট্রপতির; এই মর্মে এর আগে নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। গত বৃহস্পতিবার সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করতে গিয়ে কেন্দ্র যে যুক্তি দেখিয়েছে, তা মেনে নিয়েছে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সে রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হওয়া ১০টি বিল আটকে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ রাজ্যপালের আচরণকে 'বেআইনি' বলে উল্লেখ করে বিল ছাড়ার বিষয়ে সময় বেঁধে দিয়েছিল। গত এপ্রিল মাসের সেই নির্দেশে রাজ্যপালকে এক মাস এবং রাষ্ট্রপতিকেও তিন মাসের মধ্যে পদক্ষেপ করতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে একাধিক বিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলে আসছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তোলে কেন্দ্র। তাদের প্রশ্ন হল, শীর্ষ আদালত কি এ ভাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে পারে? রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও গত ১৩ মে ওই বিষয়ে ১৪টি সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চান। তার পরেই বিষয়টির মীমাংসা করতে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয় শীর্ষ আদালতে। এই বেঞ্চে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি বিআর গবই, বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস চান্দুরকর।গত বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানিতেই রাজ্যপালের 'কর্তব্য' নিয়ে শীর্ষ আদালতের আগের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করে কেন্দ্র। তাদের বক্তব্য, রাজ্যপাল কোনও বিলে সই করবেন না কি করবেন না, ফিরিয়ে দেবেন না কি রাষ্ট্রপতিকে পাঠানোর জন্য ফেলে রাখবেন, সে বিষয়ে আদালত প্রশ্ন করতে পারে না। এ সব একান্তই রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত। বিচারব্যবস্থা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এ-ও বলেন, রাজ্যপাল এবং রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হলে, তার সমাধান রাজনৈতিক ভাবে হওয়া উচিত। আর যদি বিল ছাড়ার বিষয়ে রাজ্যপালকে সময় বেঁধে দিতেই হয়, সে ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংসদ নেবে। জবাবে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, সংবিধান অনুযায়ী এক রাজ্যপালের যা করা উচিত, তিনি যদি তা না করেন, বছরের পর বছর যদি তিনি বিল আটকে রাখেন, সে ক্ষেত্রে কি আদালত এই 'নিষ্ক্রিয়তা' খতিয়ে দেখবে না? গণতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালে কিছুই বলবে না আদালত? রাজ্যপাল বিল ফেলে রাখলে সে ক্ষেত্রে কী করণীয় হবে একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের? সেখানকার মানুষেরই বা কী হবে? সলিসিটর জেনারেল মেহতার মত, রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার অর্থ, ভারতীয় সংবিধানে আইনসভা (সংসদ), সরকার ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে যে সুদ ভারসাম্য রয়েছে, তা হারানো। শাসন পরিচালনার একটি অঙ্গকে এমন ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া, যার অধিকার তাদের নেই। মেহতা এ-ও বলেন, "দেশের সব সমস্যা সুপ্রিম কোর্টে মেটানোর প্রয়োজন নেই। ঠিক যে ভাবে সংসদ কোনও মামলার বিচারের জন্য আদালতকে সময় বেঁধে দিতে পারে না, একই ভাবে আদালতও কোনও রাজ্যপালকে সময় বেঁধে দিতে পারে না।"কিন্তু প্রধান বিচারপতিও মনে করিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক। তাই কোনও রাজ্যপাল যদি রাজ্য সরকারের কাজকর্ম অচল করে দেন, তা সুপ্রিম কোর্ট হতে দিতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের সক্রিয়তা যাতে কখনওই অতিসক্রিয়তা ('জুডিশিয়াল টেরোরিজম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন প্রধান বিচারপতি)-য় পরিণত না হয়, তা-ও মাথায় রাখতে বলেছে সাংবিধানিক বেঞ্চ। এপ্রিল মাসে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বিল ছাড়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়ে যা বলেছিল, সেই বিষয়টিও উত্থাপিত হয় বৃহস্পতিবারের শুনানিতে। আগের নির্দেশকে 'অসাংবিধানিক' বলে মন্তব্য করেছেন মেহতা। তা মেনে নিয়েছে সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট যদি সমস্ত বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েই রাষ্ট্রপতিকে নিজেদের মতামত দিতে থাকে, বিচারবিভাগের বাকি কাজকর্ম কারা করবে? কারণ প্রতিটি বিল নিয়ে আলোচনাতেই তো পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করতে হবে। আর তা ছাড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেবেন কি না, তা একেবারেই তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।"

নতুন রুটের উদ্বোধনেই ভাড়ার ধাক্কা, দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হবে যাত্রীদের

দুরন্তবার্তা, সমীর দাস, কলকাতাঃ শুক্রবার যাত্রী পরিষেবায় যুক্ত হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তিনটি নতুন সম্প্রসারিত পথ। বহু প্রতীক্ষার পর হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর চালু হওয়ায় যাত্রীদের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। উৎসবের আবহে শুভ সূচনা হলেও ভাড়া তালিকা প্রকাশ হতেই ভ্রু কুঁচকেছেন সাধারণ মানুষ। অভিযোগ উঠছে, এক ধাক্কায় দ্বিগুণ ভাড়া চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নয়া লাইনে। কলকাতা মেট্রোর পুরনো ব্লু লাইনদ-এ যে রকম সাশ্রয়ী ভাড়া কাঠামো রয়েছে, নতুন তিনটি মেট্রোপথে সেই রকম কোনও সুবিধা নেই। বরং মাঝের দু'টি স্ল্যাব;১৫ টাকা ও ২৫ টাকার দিকটি পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে একই দূরত্বে পুরনো রুটে যেখানে যাত্রীরা ১৫ বা ২৫ টাকায় গন্তব্যে পৌঁছে যেতেন, সেখানে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা পর্যন্ত। উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি পরিষ্কার। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনের দূরত্ব প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এতখানি পথের ভাড়া এখনো ২৫ টাকা নির্ধারিত। অথচ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় মাত্র ১৬.৫ কিলোমিটার;হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ যেতে গুনতে হচ্ছে ৩০ টাকা। অর্থাৎ অর্ধেক দূরত্বে পড়ছে প্রায় দেড়গুণ ভাড়া। নতুন ভাড়া কাঠামোয় প্রথম ২ কিলোমিটার ৫ টাকা, ২ থেকে ৫ কিলোমিটার ১০ টাকা, ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার ২০ টাকা এবং ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার ৩০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে ১৫ ও ২৫ টাকার স্ল্যাব পুরোপুরিই বাদ পড়েছে। যেমন বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া দূরত্ব মাত্র সাত কিলোমিটার হলেও ভাড়া ২০ টাকা। আবার বরানগর যেতে ১০ কিলোমিটার ছুঁতেই ভাড়া হয়ে যাচ্ছে ৩০ টাকা। অন্যদিকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ ভাড়া সংশোধন হয়েছিল ব্লু লাইনে। তখন থেকে এখনও অবধি পুরনো কাঠামোই চলছে। তাতে ০-২ কিমি ৫ টাকা, ২-৫ কিমি ১০ টাকা, ৫-১০ কিমি ১৫ টাকা, ১০-২০ কিমি ২০ টাকা এবং ২০ কিমির বেশি ২৫ টাকা। ফলে কলকাতা মেট্রোর পুরনো কাঠামোয় দীর্ঘযাত্রার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ভাড়া ২৫ টাকা ধরেই যাত্রীদের ভরসা ছিল। হঠাৎ নতুন লাইনে সর্বোচ্চ ভাড়া ৭০ টাকা নির্ধারিত হওয়ায় বিস্মিত বহু মানুষ। প্রশ্ন উঠছে; একই সংস্থার অধীনে পরিচালিত মেট্রোর বিভিন্ন রুটে ভাড়ার এতখানি তারতম্য কেন? যাত্রীদের বক্তব্য, 'এটা আসলে নতুন লাইনের উদ্বোধনের নামে ভাড়া বৃদ্ধির কৌশল। এখন শুধু ইস্ট-ওয়েস্ট বা বিমানবন্দর লাইনেই বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। কাল-পরশু ব্লু লাইনও হয়তো এই কাঠামোয় নিয়ে আসা হবে।' যাত্রীদের আঙুল উঠলেও মেট্রো কর্তৃপক্ষের বক্তব্য স্পষ্ট। তাঁদের দাবি, বর্তমানে কলকাতা মেট্রোতে ১০০ টাকা আয় করতে প্রায় ২৫০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এই অপারেশন রেশিও স্বাভাবিক মাত্রায় না নামালে উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। নতুন রুটের ব্যয় সামলাতে হলে আলাদা ভাড়া কাঠামো ছাড়া আর উপায় ছিল না বলেই তাঁরা জানিয়েছে। তবে অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, হঠাৎ করে দ্বিগুণ ভাড়া চাপানো হলে দৈনন্দিন যাত্রীচলাচলে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। বহু যাত্রী অন্য পরিবহণের দিকে মুখ ফেরাতে পারেন। এতে যাত্রীসংখ্যা না বাড়লে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যও ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। কলকাতার যাতায়াত ব্যবস্থায় মেট্রো রেল দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের অন্যতম ভরসা। দ্রুত এবং সস্তা ভ্রমণের জন্যই এর জনপ্রিয়তা বেড়েছিল। কিন্তু নতুন রুট চালুর সঙ্গেই যদি 'সাশ্রয়ী' তকমার বদলে 'দুর্মূল্য' তকমা গেঁথে যায়, তাহলে যাত্রীদের আস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞ মহল। যাত্রীদের কথায়, তমেট্রো তো সবার জন্য। কিন্তু এই ভাড়া কাঠামোয় প্রতিদিন নিত্যযাত্রীদেরই সবচেয়ে বেশি পকেট ফাঁকা হবে।দ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে; সুবিধা বাড়ল বটে, কিন্তু সেই সুবিধার মূল্য কি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ঠেলে দিল মেট্রো রেল?

নারকেল কুড়োতে গিয়ে দুর্ঘটনা, পুকুর থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নারকেল কুড়োতে গিয়ে দুর্ঘটনা! হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার মধ্যবয়সী মহিলার দেহ। শনিবার রাতে ওই মহিলাকে স্থানীয় একটি পুকুরে ভেসে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম জয়ন্তী সাঁতরা (৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় কমলাপুর সাঁতরাপাড়া এলাকায়। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা শনিবার বিকাল ৫টা নাগাদ বাড়ির পাশেরই পুকুরে গিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ সময় কেটে গেলেও তিনি আর ঘরে ফেরেননি। ঘরে না ফেরায় চিন্তিত পরিবারের লোকেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেশ কয়েক ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পুকুরে ভাসতে দেখেন সকলে। ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। দেহ উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মৃত মহিলা নারকেল কুড়োতে গিয়েছিলেন। তখনই কোনওভাবে তিনি জালে জড়িয়ে জলে পড়ে যান। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাঘমুন্ডি গ্রামে মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাগল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়াঃ এ যেন সেই করোনা কাল। আমাদের স্মরণে আছে কি ভয়াবহ ছিল সেই দিনগুলো। ঠিক তেমনই এবার দেখা গেলো বাঘমুন্ডিতে। তবে মানুষ নয় ছাগলের মুখে মাস্ক। সারি সারি ছাগল চলেছে বিচরণ করতে। কমবেশি সকলের মুখেই রয়েছে মাস্ক। এই অবাক কাণ্ড দেখে হতবাক সকলে। এই বিষয়ে ওই ছাগলের মালিক অতিকা কুইরি বলেন, চরাতে নিয়ে গেলে অনেক সময়ই লোকের জমিতে সবজি-ফসল খেয়ে নেয় ছাগল। তাতে চাষিদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, তৈরি হয় সমস্যা। যাতে লোকের জমির কোনও ক্ষতি না হয় সেই কারণেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। তার এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সকলেই। সকলেই মনে করেন এভাবেই সচেতনতা বাড়াতে পারলে আখেরে লাভ হবে সবার। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা আনন্দ মাহাতো বলেন, উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা খুবই ভাল। বাকিদেরও এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এর ফলে চাষিদের জমিতে ক্ষয়ক্ষতি হবে না। এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। করোনা রুখতে মাস্ক পরেছিল মানুষ। সেই ভাইরাসের প্রকোপ কমতেই মানুষের জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে মাস্ক। তবে এবার মানুষের বদলে রাস্তায় মাস্ক পরে নেমেছে ছাগল। এই দৃশ্য দেখে অনেকেই ভিড়মি খাচ্ছেন। অনেকে আবার কৌতূহলের সঙ্গে ছাগলগুলিকে দাঁড়িয়ে দেখছেনও। অদ্ভুত এই কাণ্ড ঘটিয়ে রীতিমত শোরগোল ফেলে দিয়েছেন ওই ছাগলের মালিক।

সালকিয়ার আবাসনে বৃদ্ধের রহস্য-মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বৃদ্ধের রহস্য-মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার শ্রীঅরবিন্দ রোডের আবাসনে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বহিরাগত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তেই স্পষ্ট হবে দাবি পুলিশের।গোলাবাড়ি থানা এলাকার সালকিয়া অরবিন্দ রোডের ইন্দিরা ভবনে গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। রহস্য-মৃত্যু হয় অসীম দে (৬২) নামের ওই বৃদ্ধের। পরদিন শুক্রবার সকালে তাঁর ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় দেহ। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। সিসিটিভিতে এক বহিরাগত ব্যক্তিকে ঘটনার দিন ফ্ল্যাটে ঢুকতে ও বেরতে দেখা যায়। সেখানে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে বহিরাগত ওই ব্যক্তি ফ্ল্যাটে ঢোকেন। সেখানে প্রায় ২ ঘন্টা ছিলেন তিনি। ঢোকার সময় তাঁর হাতে লাল ব্যাগ ছিল। বের হবার সময় হাতে ছিল একটি কালো ব্যাগ। ওই ব্যক্তি লিফট ব্যাবহার করেননি। মৃতের পরিবারের দাবি, এটি খুনের ঘটনা। তাঁরা আরও দাবি করেছেন, হাতের সোনার চারটি মূল্যবান আংটি ও মোবাইল ফোন খোওয়া গিয়েছে। পরিবার এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আবাসনের তিনতলায় নিজের ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যেই রাতে বৃদ্ধ একাই থাকতেন। সেই ফ্ল্যাট থেকেই শুক্রবার সকালে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। বাড়ির লোকেরা তাঁর ফোন সুইচড অফ পেয়ে বহুতলের অন্য এক বাসিন্দাকে খোঁজ নিতে বলেন। সেই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা জানিয়েছেন, শুক্রবার অসীম বাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা যায় দরজা ভেজানো রয়েছে। ঘরে তিনি পড়ে রয়েছেন। পরে জানা যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পরিবারের লোকজন ও গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।পরিবারের লোকজন মনে করছেন এটা খুনের ঘটনা। কারণ মূল্যবান সোনার চারটি আংটি ও মোবাইল পাওয়া যায়নি। সিসিটিভিতে যে ব্যক্তিকে দেখা গেছে তিনিও অচেনা। তিনি ফ্ল্যাটের ভিতরে প্রায় দু'ঘন্টা ছিলেন। সঠিক তদন্তের দাবি করেছে পরিবার।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশের দাবি, মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাওয়া ব্যক্তির সন্ধান করা হচ্ছে। এদিকে এই রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার সকালে তদন্তে আসে ফরেন্সিক দল। তাঁরা ফ্লাটের তালা খুলে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। সঠিক তদন্তের দাবি করেছে পরিবার। এদিকে, বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন মৃতের মেয়ে সুনীতি দত্ত। তিনি বলেন, 'আমি এটাকে খুন বলে মনে করছি।' কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্য, যদি বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হতো তাহলে বাবার হাতের ৪টে আংটি, চেন খোয়া যেত না। তিনি বলেন, 'আমার বাবা ধুমপান করতেন না। কিন্তু ঘরের মধ্যে সিগারেটের ছাই, দেশলাই বাক্স দেখতে পেয়েছি। সিসিটিভিতে যে ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে কখনও দেখিনি। সিসি ক্যামেরাতে সেই ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে ঘরে ছিলেন। মনে হচ্ছে এই ব্যক্তিই কিছু করেছেন। আমি চাইছি এই ঘটনায় যুক্ত যে বা যারা তাঁদের শাস্তি। সেই সঙ্গে কেন এমন ঘটনা ঘটানো হলো তা দেখতে চাইছি।' প্রতিবেশী শিবকুমার শর্মা বলেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারিনি। শুধু দেখেছি অজ্ঞান অবস্থায় উনি পড়ে আছেন। ওনাকে দেখতে গিয়ে দেখি বাড়ির কোলাপসেবল গেটে, মেন গেটে তালা ছিলনা। ঘরে বেল বাজানোর পরে কোনও সাড়া না পেয়ে দরজায় আওয়াজ করতে গিয়ে গেট খুলে যায়। এরপর ঘরে ঢুকে ডাকার পর কোন সাড়া শব্দ পাইনি। ঘরের ভেতর শোবার ঘরে গিয়ে দেখি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন উনি। পরে পুলিশ আসে। সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা যায় রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ একজন ওনার ফ্লাট থকে বেরচ্ছে। যিনি এসেছেন তিনি অপরিচিত। এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কে রয়েছি। শুনেছি অনার আংটি, মাদুলি, মোবাইল ফোন প্রভৃতি নিয়ে গিয়েছে।' এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাওয়া ব্যক্তির সন্ধান চলছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৪, সোমবার, ৮ ভাদ্র ১৪৩২

কলকাতার ঐতিহ্য কুমোরটুলি

কলকাতার কুমারটুলি এখন উচ্চারণে কুমোরটুলি নামে পরিচিত। উত্তর কলকাতায় এটি অবস্থিত। এই অঞ্চলে পটুয়ারা এসে বসবাস করার ফলেই এলাকাটিতে প্রতিমা শিল্পের স্থান হিসাবে চিহ্নিত। এটার অন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে। এখান থেকে প্রতিমা সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। এমনকী চিন দেশও এই অঞ্চলের শিল্পীদের নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিন দেশ থেকে ঘুরে এসেছিলেন প্রতিমা শিল্পী চায়না পাল। মহিলা প্রতিমা শিল্পী হিসাবে খুব নাম করেছেন। পাশাপাশি রয়েছেন ছায়া পাল। তিনিও আন্তর্জাতিক মহলে নাম করেছেন। তাঁর প্রতিমা জার্মান, ইংল্যাণ্ডে যায়। এখনকার বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পী ছিলেন রমেশ পাল এবং রাখাল পাল। তারা এখন জীবিত না থাকলেও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিমা তৈরি করছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় তাদের ব্যবসা প্রচার করতে শুরু করলে সেই সময়ে মজুরদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান গড়ে তোলার জন্য আদেশ দেওয়া হল জন জেফানিয়া হলওয়েলকে। তিনি কোম্পানির আদেশানুসারে মজুরদের জন্য পৃথক পৃথক অঞ্চল গড়ে তোলেন। যেমন ছুতোর পাড়া, মুচি পাড়া, কলুটোলা, আহিরীটোলা এবং কুমোরটুলি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বড়বাজার অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কুমোররা এই স্থানে তাদের কাজকর্ম করতে শুরু করে। এক সময়ে গঙ্গা থেকে নৌকা করে বাঁশ, খড় এবং মাটি নিয়ে আসা হতো প্রতিমা তৈরি করার জন্য। ১৭০০ সালে কুমারটুলির নন্দ রাম সেন প্রথম কলকাতার কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাকে ব্লক ডেপুটি বলা হতো। শোনা যায় বনমালি সরকারের বাড়ি ছিল কুমোরটুলিতে। জনপ্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন কেটেছে এই কুমোরটুলিতে। প্রতি বছর কুড়ি হাজারের মতো দুর্গা প্রতিমা এই কুমোরটুলি থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় ৯৩ টি রাষ্ট্রে কলকাতার এই পটুয়াপাড়া থেকে প্রতিমা যায়। অনাবাসী ভারতীয়রা এখান থেকে প্রতিমা ক্রয় করে থাকে। এখানে বর্তমান বিখ্যাত কয়েকজন প্রতিমা শিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রুদ্র পাল, গোরা চাঁদ পাল, প্রদ্যোৎ পাল, রাখাল পাল, গণেশ পাল, অলোক সেন, কার্তিক পাল, কেনা পাল প্রমুখ। আর মহিলা মৃৎশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন মিনতি পাল, কাঞ্চি পাল, চম্পারানি পাল ইত্যাদি। প্রায় তিরিশ জন মহিলা প্রতিমা শিল্পী এখানে প্রতিমা তৈরি করেন। এখন আবার থিমের প্রতিমা তৈরি শুরু হয়েছে কুমোরটুলিতে। তবে কলকাতার বনেদি বাড়িতে আট চালার ঠাকুর প্রতিমা তৈরি হয়ে থাকে এখানে। বহু বনেদি বাড়ি কুমোর পাড়া থেকে শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ির ঠাকুর দালানে প্রতিমা তৈরি করে থাকে। ইউনেস্কো এই এলাকাটিকে হেরেটিজ বলে ঘোষণা দিক তার দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কলাকাতর দুর্গা পুজো যে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে কুমোরটুলির অবদান। এখনকার শিল্পীরা যেভাবে নিপুন হাতে প্রতিমা তৈরি করে তা আর সারা বিশ্বে কোথাও হয় না। জার্মান, ইতালি এবং ব্রিটিশ থেকে এখানকার প্রতিমা শিল্পীদের নিমন্ত্রণ আসে। বহু শিল্পীরা বিদেশে গিয়ে প্রতিমা তৈরির কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করে সেখানকার নাগরিকদের মৃৎ শিল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে আসে। এবারে রাশিয়া থেকে দূর্গা প্রতিমা তৈরি করার অর্ডার এসেছে।

পদ্মশ্রী রেবা রক্ষিত

বুকের উপর পেতে রাখা কাঠের তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেত পূর্ণ বয়স্ক হাতি। সকাল বিকালে বুকের উপর হাতি চাগানো অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বীরাঙ্গনা এই বাঙালি কন্যার তিনি একদম নির্বিকার,যেন কিছু হয় নি। কাঠের তক্তা সরিয়ে নিলে উঠে আসতেন একদম সুস্থ সবল শরীরে। নির্ভীক এই বাঙালি কন্যার দুঃসাহস দেখে দর্শকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। এক দিন, দুদিন নয়,টানা আট বছর সার্কাসে বুকের উপর হাতি ওঠানোর খেলা দেখিয়েছেন বাঙালি বীরাঙ্গনা পদ্মশ্রী, রেবা রক্ষিত। প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস একসময় প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়েই জাপান-সফর করেছে। আর বুকের উপরে হাতি তুলতে চৌকস রেবা রক্ষিত নামের বীরঙ্গানা ছিলেন। বুকের উপর হাতি তোলার আগে রেবা গড়ে ফেলেছিলেন আর এক দুঃসাহিক কাণ্ড বুকের উপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে নজির গড়ে ফেলেছেন।তখন তিনি সদ্য কিশোরী। কিছুদিনের মধ্যেই এই রেবা রক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন সার্কাসে বাঙালির আইকন। ১৯৩০ সালে অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রেবা রক্ষিত। ছোটবেলা থেকেই বাঙালি কন্যার খেলাধুলো, শরীরচর্চা, দৌড়, সাঁতার কাটা, গাছে চড়ায় চোখে পড়ার মত উৎসাহ ছিল । কুমিল্লা থেকে রেবার পরিবার কলকাতায় এলে বাড়ির অমতেই একপ্রকার জেদ করে কলকাতার জাতীয় 'ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ' যোগচর্চা কেন্দ্রে ভর্তি হন। পরে বিষ্টু ঘোষের কুস্তির আখড়ায় সেখানে যোগাভ্যাসের পাঠ নেন রেবা। একই সময়ে বিষ্ণুচরণ ঘোষের কাছে পেশি ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের খেলা শিখে নেন তিনি। যোগাভ্যাসের পাশাপাশি প্রাণায়ামের পাঠও রপ্ত করেছিলেন। ছাতিতে হাতি তোলার কেরামতির কারখানা ছিল এই বিষ্টু ঘোষের আখড়া বা ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষের কৃতিত্ব। প্রথমে কয়েকদিন গিয়েই পালিয়ে এসেছিলেন। ভয়ে পেয়েছিলেন মেয়ে হয়ে তাঁর চেহারা ষণ্ডামার্কা হয়ে যাওয়ার ভয়ে। পড়ে দাদুর হার ধরে ফিরে যাওয়া আখড়ায়। বিষ্টুবাবু অভয় দিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন মেয়েকে ষণ্ডা নয় কিন্তু এমন 'তন্দরুস্ত' বানিয়ে দেবেন যে হাতির সমান হবে তাঁর শক্তি। চেহারা থাকবে একেবারেই সাধারণ। বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। একসময় খ্যাতি চলে গেলেও রেবা রক্ষিত মহিলাদের যোগ ব্যায়াম শিখিয়েছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

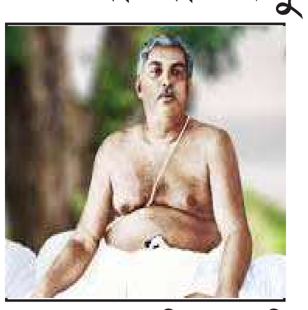

বহু ভক্তরা প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এত শক্তি কোথা থেকে পেলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে সেই শক্তি দিয়েছেন। তিনি মুর্খ ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি সব কিছুকে উপলব্ধি করতে পারতেন তাঁর দৃব্যদৃষ্টি দিয়ে। তিনি ভবিষ্যতে কী হবে সেটা পর্যন্ত বলতে পারতেন। তিনি বুঝতে পারতেন কাকে শক্তি দিলে কাজ হবে। কতখানি কাজ হবে। ঠাকুরের শক্তির সঙ্গে মা সারদার শক্তি মিলেই পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি। মা না থাকলে সংসার একেবারে অচল। সংসার চলে না। তখন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ভগিনী নিবেদিতা

ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

বিশেষ প্রতিবেদক

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে শক্তিশালী বাহিনী ছিল রানি ঝাঁসি বাহিনী। এই বাহিনীতে মহিলা সেনারা অংশ গ্রহণ করে। সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কালে অনুভব করলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলা যদি অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ না করতে পারে

তাহলে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হবে না। ভারতের স্বাধীনতা পূর্ণ লাভ করার পর মহিলাদের বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। সেটা হচ্ছে দেশ গঠন করার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে একেবারে মায়ের মতো। দেশকে এবং দেশের জনগণকে একেবারে আপন সন্তানের মতো লালন পালন করতে হবে। তবেই ভারত আগামি দিনে মাতৃস্নেহের মধ্যে দিয়ে মহান ভারতে পরিণত হতে পারবে। সুভাষের এই মতকে সমর্থন করেছিলেন বিপ্লবী রাস বিহারী বসুও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে একটি মহিলা দলের প্রয়োজন রয়েছে। সেই মহিলা দলের নামকরণ হবে ভারতীয় সংগ্রামী বীরাঙ্গিনীর নাম দিয়ে। সেই কারণে রানী ঝাঁসি নামকে পচ্ছন্দ করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা সেনা দলের নামকরণ করা হয়েছিল ঝাঁসি ব্রিগেড। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে মা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিলেন সুভাষ। তিনি মনে করতেন বাসন্তী দেবী তাঁর পাশে থাকলে তিনি সঠিক পথ ধরে স্বদেশি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে থাকবেন। সুভাষের গর্ভধারিনী মা প্রভাবতী দেবী বাসন্তী দেবীকে বলেছিলেন, "আমি তো জন্ম দিয়েছি। আপনিতো আসল মা।" দেশবন্ধু চিত্তররঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর বাসন্তী দেবী স্বদেশি কাজে অংশ গ্রহণ করছিলে না। তখন প্রভাবতী দেবী তাঁকে তিরস্কার করেন। পরে বাসন্তী দেবী বিদেশি পণ্য বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। নেতাজি বাসন্তী দেবীকে চিঠি লেখার শুরুতে 'মা গো' বলে সম্বোধন করতেন এবং চিঠির শেষে 'ইতি অনেক স্নেহভাজন সেবক সুভাষ' বলে শেষ করতেন। নেতাজি মহিলাদের ব্যাপারে আড়ষ্ট থাকলে তা কিন্তু পরবর্তীকালে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পারলেন যে মহিলাদেরও দেশের কাজে অংশ গ্রহণ করানোর প্রয়োজন রয়েছে। তারা যদি দেশের কাজে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু দেশ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। পুরুষদের শক্তি জোগাবে মহিলারা। পুরুষদের সাহস দেবে মহিলারা। মহিলা সাহস দিয়ে পুরুষ শক্তিকে জাগরিত করবে। তবেই স্বাধীনতা লাভ করতে বেশি দেরি হবে না। মহিলাদের বিপ্লবী কাজেও অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর মত ছিল ইতিবাচক।

১৯৩৩ সালে ইংরেজ সরকার সুভাষ চন্দ্রকে বন্দি করে। তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। বিদেশে যাত্রা করার সময়ে তাঁর বন্ধু দিলীপ কুমার (নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর পুত্র) তাঁর বান্ধবী হেডি ফুলন মিলানকে একটি চিঠি লিখে সুভাষের হাতে দিয়েছিলেন। বিদেশে চিকিৎসা কালে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্যই এই চিঠিটা লিখে দিয়েছিলেন দিলীপ কুমার রায়। তিনি সুভাষের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং সহপাঠী ছিলেন। হেডি ফুলন মিলার তাঁর স্বামীকে নিয়ে ভিয়েনায় থাকতেন। তাঁর রাজনৈতিক মহলে পরিচয় ছিল। তিনি সুভাষকে নিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বহু আলোচনা করেছিলেন সুভাষ। বর্তমান ভারতবাসীরা স্বাধীনতা আন্দোলন বলতে কী বোঝায় এবং স্বাধীনতা কোন পথ ধরে আসবে তা নিয়ে বিস্তারিত আদোলনা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস বিদেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে। সেই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটি মত প্রকাশ পেতে শুরু করে ছিল ইংরেজদের ভারত থেকে সরিয়ে দিতে গেলে শুধু অহিংসা আন্দোলন করে হবে না তার সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামও করতে হবে। ইংরেজ জাত যুদ্ধবাজ জাত। তারা যুদ্ধ করতে পারে। তাদের অসীম সাহস রয়েছে। তার কাছে অহিংসা আন্দোলন একেবারে ছেলেখেলা মতো। সেই কারণে ভারত থেকে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করতে গেলে তাদের সমতুল্য শক্তির সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। সুভাষের চোখ খুলে গিয়েছিল বিদেশি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা কালে। তিনি সেখান থেকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন ইরেজ তাড়ানোর একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে তা হল সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রবল শক্তি সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাতহানতে হবে। তবেই ব্রিটিশ সিংহাসন নড়েচড়ে উঠবে।

সেই সময়ে একজন মহিলার সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘটে। তাঁর নাম হল শ্রীমতি নাওমি ফেটার। শ্রীমতি নাওমি ফেটার এবং তাঁর স্বামী সুভাষের খুবই ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন। নাওমি ফেটার দোভাষীর কাজ করতেন। আমরা দেখতে পাই নাওমি ফেটার অস্ট্রিয়া কাগজে ভারতবর্ষকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন সুভাষের কাছ থেকে। তিনি ফেটারকে ভারতবর্ষ কী রকম দেশ এবং তার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। সেই সব আলোচনার ওপরে ভিত্তি করে আরও বহু বই নিয়ে পড়াশুনা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অমূল্য প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছিলেন। সেই সব প্রবন্ধ পড়ে অস্ট্রিয়াবাসীরা ভারতভর্ষ সম্পর্কে জানতে পারে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়েছিল বিদেশিরা। ১৯৩৩ সালে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে কিটিকুটি ও তাঁর ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। কিটি তখন ভিয়েনাতে সঙ্গীত এবং মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতেন। সেই সময়ে সুভাষ ভাবতে শুরু করে ছিলেন যে জার্মান দেশের নাৎসী বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করবেন। কিন্তু কিটি নাৎসীদের সহযোগিতা নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করাটা ভালো নজরে দেখতে সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু সেখানে সুভাষ চন্দ্র তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন কীভাবে নাৎসীদের সহযোগিতা নিয়ে ভারতরে স্বাধীন করতে হবে। পরে তারা সুভাষের কৌশলকে স্বীকার করে নিয়ে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিতে থাকেন। সুভাষ চন্দ্র বোস তখন তঁদেরকে বার্লিন ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন। তারা চেকোশ্লাভাকিয়াতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সুভাষ তাদেরকে আমেরিকাতে যাওয়ার কথা বলেন। আমেরিকাতে গিয়ে সেখানকার প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় হতে বলেন। আমেরিকার প্রযুক্তি স্বাধীন ভারতের খুব প্রয়োজন সেই কথা বলতে থাকেন সুভাষ। কিটির স্বামী ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ফলে কিচির ইঞ্জিনিয়ার স্বামী সুভাষরে পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে আগামি দিনে প্রযুক্তি নির্ভর ভারত গড়ে তোলার ছবি আঁকতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আজকে যে ডিজিটাল ভারত দেখার স্বপ্ন সবাই দেখতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে ১৯৩৩ সালেই সুভাষ বোস স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। সুভাষের জীবনে মায়ের প্রভাব খুবই বেশি করে বিস্তার করেছিল। সুভাষ প্রায় সময়ে সামাজিক কাজে মেতে থাকতেন তা নিয়ে মা চিন্তা করতেন। দেশপ্রেমিক সুভাষ একটি সময়ে মাকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কোন সুভাষকে দেখলে খুশি হবেন। ছেলে ব্যরিস্টার এবং ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে দেশের পুজনীয় প্রকৃত গুণী ব্যক্তি হন তাহলে মা খুশি হবে কিনা তা নিয়ে একটি প্রশ্ন রাখা ছিল।

সুভাষের সঙ্গে মেজবৌদির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একেবারে মধুর। মেজবৌদি বিভাবতী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা বহু চিঠিতে সুভাষ হাস্যরসের উপস্থাপনা করেছেন। বর্মার মান্দালয়ে যখন নেতাজি রাজবন্দি ছিলেন তখন বিভাবতী দেবীকে লেখা বহু চিঠিতে ইয়ার্কি মশকড়া করেছেন। সেই সময়ে জেলে আটক একজন রাজবন্দি তাঁকে জিলিপি ভেজে খাইয়েছিলেন। "আমরা দুইহাত তুলে উনাকে আশীবাদ করলাম তিনি যেন চিরকালই জেলে থাকেন।" এই সব চিঠি পাঠ করলে সুভাষ এবং বৌদির পরম সুসম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। দেশকে স্বাধীনতা করার ক্ষেত্রে এই সুসম্পর্ক তৈরি হওয়াটা খুবই জরুরী ছিল সেটা এখন সবাই অনুভব করতে পারছে। মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশীদার।

শব্দ এবং ভাষা হচ্ছে মানব সমাজের মূল আত্মাশক্তি

শব্দের শক্তি এবং বলার ভঙ্গি মানবসম্পর্কের অদৃশ্য অথচ দৃঢ় ভিত্তি। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে শব্দের প্রভাব গভীর। মানুষ যখন জন্মায়, তখনও সে প্রথমে শব্দের সঙ্গেই পরিচিত হয়;মায়ের কণ্ঠস্বর, পরিবারের আদর-ভরা আহ্বান বা স্নেহময় ডাক। ধীরে ধীরে বড় হতে হতে সেই শব্দ তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। কিন্তু শব্দ শুধু যোগাযোগের একটি মাধ্যম নয়, এটি এক অদৃশ্য শক্তি, যা মানুষের মনোভাব, সম্পর্ক, সমাজ, এমনকি ইতিহাসকেও প্রভাবিত করতে পারে। শব্দের শক্তি কেবল তার অর্থে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার বলার ভঙ্গিই তাকে নতুন মাত্রা দেয়। একই শব্দ কখনও সান্ত্বনার প্রতীক, আবার কখনও তা আঘাত হানতে পারে তলোয়ারের থেকেও বেশি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই বলি;তকথা দিয়ে মানুষকে জয় করা যায়।দ এ উক্তি কেবল প্রবাদ নয়, বরং মানুষের মনের গঠনগত সত্য। শব্দের মাধ্যমে আমরা ভালবাসা প্রকাশ করি, কৃতজ্ঞতা জানাই, আবার কখনও ক্রোধ বা ঘৃণাও প্রকাশ করি। তবে শব্দের শক্তি কেবল তখনই প্রকৃত অর্থে প্রভাব বিস্তার করে যখন তা উপযুক্ত ভঙ্গিতে বলা হয়। কারণ শব্দের ধ্বনি, ছন্দ, স্বর, উচ্চারণ এবং শরীরী ভাষা একসঙ্গে মিলে একে সম্পূর্ণ করে। একটি সাধারণ বাক্যও কখনও উদ্দীপনা জাগাতে পারে, আবার একই বাক্য নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললে শুষ্ক শোনাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের উদাহরণ টানা যেতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, নেতাদের কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দ লাখো মানুষের মন জয় করেছে, আবার কখনও তা আন্দোলন কিংবা বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আহ্বান কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দীপনাময় ভাষণ শুধু শব্দ ছিল না, তা ছিল মানুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালানোর উপাদান। একইভাবে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের তআই হ্যাভ এ ড্রিমদ ভাষণ বিশ্বকে ন্যায় ও সমতার নতুন দিশা দেখিয়েছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তাদের কথার শক্তি শুধু শব্দচয়নে নয়, বরং বলার ভঙ্গি, দৃঢ়তা এবং আবেগে নিহিত ছিল।

শব্দের শক্তি শুধুমাত্র বড় মঞ্চে বা রাজনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এর প্রভাব বিদ্যমান। একটি স্নেহময় শব্দ ক্লান্ত মনে স্বস্তি এনে দিতে পারে, আবার একটি কঠোর বাক্য গভীর আঘাত হানতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। একটি শিশুকে যদি ক্রমাগত কঠোর বা অবহেলাপূর্ণ ভাষায় সম্বোধন করা হয়, তবে তার মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে ভালোবাসা, উৎসাহ এবং ইতি বাচক শব্দ তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, তাকে নতুন পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অর্থাৎ শব্দ কেবল আবেগ নয়, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনেরও শক্তি বহন করে।

কিন্তু শব্দকে কার্যকর করার মূল চাবিকাঠি হলো বলার ভঙ্গি। একে কটি শব্দ বিভিন্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন;তুমি পারবেদ বাক্যটি যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা হয়, তবে তা শ্রোতাকে সাহস যোগাবে। কিন্তু একই বাক্য যদি অবহেলা বা বিদ্রূপের সুরে বলা হয়, তবে তা বিপরীত প্রভাব ফেলবে। সুতরাং বলার ভঙ্গিই আসল শক্তি, যা শব্দকে জীবন্ত করে তোলে।

আমাদের সমাজে সম্পর্কের টানা পোড়েনে শব্দের ভূমিকা প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। দাম্পত্য সম্পর্ক, বন্ধুত্ব কিংবা পারিবারিক সম্পর্ক; সবক্ষেত্রেই কথা বলার ধরন একে অপরের অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একটি অনাবশ্যক কঠোর বাক্য বহু বছরের সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে পারে, আবার একটি স্নিগ্ধ বাক্য ভুল বোঝাবুঝির পর্দা সরিয়ে দিতে সক্ষম। এ কারণে বলা হয়, শব্দকে বেছে ব্যবহার করা উচিত এবং বলার ভঙ্গিকে সর্বদা সংযমে রাখা জরুরি।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শব্দের শক্তি নতুন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে লেখা শব্দও সমান প্রভাব ফেলছে। তবে এখানে মুখের ভঙ্গি বা কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত থাকায় অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি হয়। একটি সরল মন্তব্যও কখনও কঠোর বলে মনে হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, বলার ভঙ্গির গুরুত্ব কতটা। যখন কণ্ঠ বা অভিব্যক্তি অনুপস্থিত, তখন শব্দকে আরও যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হয়, যাতে তার ইতিবাচক দিক প্রকাশ পায়।

কর্মক্ষেত্রেও শব্দ এবং বলার ভঙ্গি নির্ধারণ করে সাফল্য। একজন নেতা বা ম্যানেজারের নির্দেশ যদি প্রেরণাদায়ক ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, তবে কর্মীরা আগ্রহী হয়। কিন্তু একই নির্দেশ যদি অবহেলাপূর্ণ বা কড়া ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, তবে কর্মীদের উৎসাহ কমে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষকের বলার ধরন ছাত্রদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষক যদি উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় পাঠদান করেন, তবে ছাত্ররা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়। অন্যদিকে যদি কঠোরতা বা ভয় দেখিয়ে শেখানো হয়, তবে ছাত্ররা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শব্দের শক্তি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

বাঙালি সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বারাণসী ঘরানার মধ্যে বড় হয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

'বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ, আমি যাই দিনপঞ্জিকা লিখে, বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ।' বিপ্লবী মন নিয়ে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করে ছিলেন বাংলার সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সারা জীবন ধরে তিনি খেটে খাওয়া মানুষদের হয়ে গান গেয়েছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শিল্পী কলাকুশলী সংসদের সদস্য ছিলেন। কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পথকে পরিহার করে কবি হিসাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলার কবিরা একেবারে উল্টো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। তাতে কবিগুরু কোনও রকমভাবে দুঃখ প্রকাশ করেননি। বরং তিনি নতুন কবিদের উৎসাহিত করেছিলেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরম বন্ধু ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে কবির চিকিৎসার জন্য অর্থ

সংগ্রহ করতেন। সুকান্তর আধিকাংশ কবিতাকে তিনি নিজে সুর দিয়ে গান গেয়েছেন। এখানে উত্তর কুমার এবং তনুজা অভিনীত 'দেয়া নেয়া' ছবিটির কথাটি মনে করিয়ে দেয়। আসলে অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কবি সুকান্তর। কবি সুকান্ত এর জীবন রক্ষা করতে পারেন নি। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত। সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ের শিল্পী প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি একেবারে অতি সাধারণ মানুষের বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কবিতা গল্প রচনা করতে ব্যস্ত হলেন তখন থেকেই সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। রাশিয়ার বিপ্লব বাংলার সংস্কৃতিকে বেশি করে গ্রাস করে নিয়েছিল। তার ফলে রবীন্দ্র পরবর্তী কবি সাহিত্যিকেরা সবাই রুশ বিপ্লবকে সমনে রেখে শ্রমজীবীদের পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করলেন। কবিগুরুও করেছিলেন তাঁর রচিত 'দুই বিঘা জমিতে'। কিন্তু কবিগুরুকে অভিজাত সম্প্রদায় প্রতিনিধি হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর প্রতি গানের মধ্যে দিয়ে সহজ সরল একটি সুরের ভাষার প্রকাশ পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গীত পরিবেশন করার সময়ে বেশি বাদ্যযন্ত্র তিনি ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সঙ্গীতের আসর আসল রেশটা নষ্ট হয়ে যায় অতিরিক্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলে। বিপ্লবী চিন্তাধারা তাঁর মনে মধ্যে সময়ে প্রবাহিত হতো। সঙ্গীত শিল্পী বব ডিলন যেভাবে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে জনগণকে মুগ্ধ করে গিয়ে ছিলেন। ঠিক সেই রকম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একেবারে মাটির কাছাকাছি শিল্পী ছিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতবার তিনি গান গেয়েছেন সেটা হাতে গুণে শেষ করা যাবে না। তাঁর অসাধারণ সুর সবাইকে মুগ্ধ করে দিত। সাধারণ হারমোনিয়াম এবং তবলাকে সঙ্গে তিনি তিনি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারতেন। এতখানি সাহস সেই যুগে বহু শিল্পীর ছিল না। আবার তিনি সাধারণ গলায় গান গাইতেন মঞ্চ থেকে। সেই গান শুনে শ্রেতারা বহুবার হাততালি দিয়েছে। আসলে তাঁর নিজস্ব একটি শিল্প সত্ত্বা ছিল। সেই শিল্প সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে তিনি বড় হয়ে পেরেছিলেন। তিনি একাই ছিলেন সঙ্গীত জগতের বড় যোদ্ধা। যে কোনও ঘরনার সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করতে সক্ষম ছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরম বন্ধু হয়েও তিনি কবিগুরুকে ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত হচ্ছে সর্বকালের এবং সারা জীবনের সম্পদ। একে ত্যাগ করে থাকা যায় না। বহু সাধনা লাভ করলে তবেই রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া সম্ভব। একেবারে কবিগুরুর গানের প্রতিটি মাপকাঠি মেনে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আসল কথা থেকে প্রায় সরে এসেছি। বিপ্লবী সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে হেমন্ত মুখো পাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করাটা আমার আলোনচার বিষয়বস্তু। কবি সুকান্ত ভট্টাচর্যের 'রানার' কবিতাকে হেমন্তবাবু নিজে স্বয়ং সুর দিয়ে পরিবেশন করলেন। 'রানার রানার কী হবে এ বোঝা বয়ে, কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?' রানার কবিতাটি একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের গান। অভিজাত সম্প্রদায়কে তোল্লা দিয়ে গান নয়। কবি সুকান্ত সময় থেকে বাংলার কবিতা একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কবিগুরুর পথকে পরিহার করে শ্রমজীবী মানুষের সমর্থনে বাংলার কবি এবং সঙ্গীত শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক নতুন বিপ্লবী চেতনাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে সংস্কৃতিতে। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কবি বিষ্ণু দে, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তার মধ্যে একজন ছিলেন। আসলে বিপ্লব চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের জীবনের উত্থানকে প্রাধান্য দিয়ে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের কথা তাঁর গানে স্থান পেল। কিন্তু তৎকালীন এই নব্য কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী সাহিত্যিকেরা শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গাইতে শুরু করলেন। বাংলা শিল্প জগতে এসে গেল একটি নব্য চিন্তা এবং চেতনা। সারা জীবন ধরে বিপ্লবী ধ্যান ধারনাকে পোষন করে গিয়েছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

লেখকের কলমে কলকাতার হেরিটেজ

সনাতন দাস, কলকাতা

কলকাতার মেট্রোপলিটান বিল্ডিংটি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবন হিসাবে গণ্য হয়েছে। এখনও এসপ্লানেড কাছে কলকাতা ময়দানের দিকে মুখ করে তাকিয়ে রয়েছে এই ভবনটি। এই ভবনটি হোয়াইটওয়ে লেইডল ডির্পামেন্ট স্টোর হিসাবে পরিচিত। এটি বিখ্যাত হয়েছিল যখন ভারতের ব্রিটিশ শক্তি শাসন চালাচ্ছিল। এখানে একটি ক্লক টাওয়ার রয়েছে যা এক সময়ে কলকাতাবাসীদের সময় নির্দ্ধারণ করে দিত। এই ভবনটির ঠিকানা হচ্ছে সাত নম্বর চৌরঙ্গী রোড। ১৯০৫ সালে এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এটা আগে মেট্রোপলিটান লাইফ ইন্সিউরেন্স বিল্ডিং নামে খ্যাত ছিল। ১৯৯১ সালে এখানে আগুন লাগে। বার্ন অ্যাণ্ড সেফার্ড ফোটোগ্রাফির কাছে প্রায় একশোর বেশি এই ভবনের ছবি রয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। এই বাড়িটিকে নিয়ে কলকাতার গর্বের শেষ নেই। কলকাতার আর একটি ভবন বিখ্যাত তার নাম হচ্ছে এসপ্লানেড ম্যানসন। ১৯১০ সালে মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি এই ভবনটি নির্মাণ করেছিল। এই ভবনটি ইলিয়াস এজরা নামে পরিচিত ছিল। ইলিয়াস এজরা ১৮১৮ সালে কলকাতার পুরসভার কমিশনার নিযুক্ত হন। এই ভবনটি রয়েছে একেবারে রাজভবনের ঠিক উল্টো দিকে। ইহুদিরা এই ভবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বলতে গেলে তারাই এই ভবনের মালিক ছিল। ইলিয়াস এজরা আগে স্কট থমসন দোকানের মালিক ছিলেন। এই ভবনটি শৈল্পশৈলী আর্ট নিওভিউ ধাঁচের তৈরি করা। একেবারে ফরাসি শিল্পের ছোঁয়া এই ভবনটি তৈরি করার সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। চেক শিল্পী অ্যালফসে মুচা এই ভবনটির নকসা তৈরি করেন। ফরাসি দেশে এই রকম শিল্পী সমৃদ্ধ বহু বাড়ি রয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এসপ্লান্ডে ম্যানসন একটি মাত্র তৈরি হয়েছে যা কলকাতার গর্ব বলা যেতে পারে। স্থাপত্য শিল্পী মুচা কলকাতায় এই ভবনটি নকসা করতে উপস্থিত হয়েছিলেন ১৮৯৫ সালে ১ জানুয়ারি। এটি এখন কলকাতার সিটি অব জয়ের প্রধান অংশ বলা যেতে পারে।

ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি

ব্রহ্মদেশের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক বহুকাল থেকে। ইংরেজরা আসার পর থেকে সেই সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চাকরি করতে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি 'পথের দাবি' উপন্যাস রচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশে বহু বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতো। ব্রহ্ম সীমান্ত ধরেই আজাদ হিন্দ বাহিনী লড়াই করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ব্রহ্মদেশের বর্তমান নাম হল মায়ানমার। কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে একটি প্যাগোডা রয়েছে। সেটা ব্রহ্মদেশে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বুদ্ধ মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৮৫২ সালে। সেই সময়ে এই প্যাগোডাটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৫০০ টাকা। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি ব্রহ্মদেশ জয়লাভ করেন। সেই সময়ে এই প্যাগোডাটি দেখে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। বহু বছর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে পড়েছিল। তারপরে এটা ইডেনে স্থান লাভ করে। আবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ মেডিকেল কলেজে পাশে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সাদামাটা ধরনের বৌদ্ধ মন্দির এটি।

ফের ডুবছে ঘাটাল, বিঘের পর বিঘে ধান জমি চলে গেল জলের তলায়

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৪ আগস্টঃ কয়েকদিনের জন্য একটু হলেও স্বস্তি মিলেছিল। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে আবারও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়। আর এই বন্যার ফলেই চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের কৃষি প্রধান এলাকা ডুবেছে বিঘের পর বিঘে কৃষি জমির ধান। চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে কৃষকেরা। এদিকে এরইমধ্যে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। কৃষকদের দাবি চলতি বসরে ইতিমধ্যেই তারা পাঁচবার বন্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এবার ফের একই ছবি হলে রেহাই পাওয়া মুশকিল। শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জল ও ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল প্রবেশ করে ডুবেছে বিঘের পর বিঘে কৃষি জমির ধান। এমনিতেই কিছুদিন আগে বন্যায় নষ্ট হয়েছিল শাক-সবজি সহ অন্যান্য ফসলের। এবারে বন্যায় ডুবেছে ধান। তাতেই ফের মাথায় হাত কৃষকদের। বারবার ডুবে যাওয়ার ফলে জমিতেই নষ্ট হয়ে যাবে ধান গাছ। কৃষকদের দাবি, বছর বছর একই ছবি দেখা গেলেও কোনও বছরেই তারা ঠিকভাবে সরকারি ক্ষতিপূরণ পাননি। আবারও চলতি বছরে পরপর বন্যায় চরম ক্ষতির আশঙ্কা। পুজোর আগে বাড়ছে চিন্তা। এদিকে বিপদসীমা ছুঁইছুঁই শিলাবতী। প্রথম বন্যায় ভেঙে যাওয়া ভাঙা নদী বাঁধ মেরামত হয়নি। নদীর জল বাড়তেই ফের সেই ভাঙা বাঁধ দিয়ে হু হু করে জল ঢুকছে। ভোগান্তি চরমে চন্দ্রকোনার, যাদবপুর-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের। ভোগান্তি বাড়ছে হালদারবেড়, আটঘোরা, শ্রীরামপুর, পালংপুর-সহ একাধিক গ্রামের মানুষদের।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী কল্যান দে, পিতা- শৈলেন্দ্র নাথ দে, সাং- মাকড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া - ৭১১৪০৯। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৪৯/১২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- পূর্বান্নপাড়া, জে.এল.- ৩১, এল.আর. ৮০৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ও এল.আর. ৩৮৫ নং দাগে ০.৮৪ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮৭১/১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শিবারানী ঢ্যাং দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী জগৎ নারায়ণ শ্রীমানী -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

Gouri Ghosh (Advocate)
Howrah Judges Court

কোনওমতে থাকছিল ৭টা পরিবার

ভারী বৃষ্টিতে বাড়ি ভাঙতেই শুরু রাজনীতির দড়ি টানাটানি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ আগস্টঃ আবাস যোজনায় বাড়ির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তালিকায় নামও এসেছিল। কিন্তু এলাকার পাকা বাড়ির বাসিন্দারা বাড়ি পেলেও বাড়ি মেলেনি আগড়দা গ্রামের দিগর পরিবার। অগত্যা বহু পুরানো ভগ্নপ্রায় বাড়িতেই কোনওক্রমে মাথা গুঁজে চলছিল ৭টি পরিবারের দিনযাপন। ভারী বৃষ্টিতে সেই বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তেই অবশ্য গ্রামে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কার্যত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল শাসক-বিরোধী শিবিরের। বছর ঘুরলেই আবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে ঘটনায় কার্যত শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকার রাজনৈতিক মহলে। দুর্গত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দল তোপ দাগছে কেন্দ্রের দিকে। অন্যদিকে আবার বিজেপি নেতৃত্ব সব দায় চাপাচ্ছে রাজ্যের উপর। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের আগড়দা গ্রামে দিগরদের সাতটি পরিবারের মোট ২৫ জন সদস্য দীর্ঘদিন ধরেই বহু পুরানো ভগ্নপ্রায় মাটির একটি দোতলা বাড়িতে কোনওক্রমে থাকছিলেন। সরকারি আবাসের জন্য তাঁরা কখনও পঞ্চায়েত আবার কখনও ব্লকে ছুটে গিয়েছেন। আবেদন নিবেদনও করেছিলেন নিয়ম মেনে। সমীক্ষার পর আবাস তালিকায় নামও

আসে পরিবারগুলির। কিন্তু, তাঁরা বলছেন গত ৫ বছর ধরে শুধুই মিলেছে আশ্বাস। সকলেই বলছেন হচ্ছে হবে। সম্প্রতি নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টি শুরু হলে গোটা বাড়িতে তৈরি হয় একাধিক ফাটল। কিন্তু নিরুপায় পরিবারের বিকল্প মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় বাধ্য হয়েই দুর্যোগের মধ্যেও ওখানেই দিন কাটছিল ওই সাত পরিবারের। শনিবার দুর্যোগের মাঝেই হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বা।রি একাংশ। তবে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনার পর অবশ্য অতি তৎপরতা দেখা যায় রাজ্যের শাসক বিরোধী সব দলের মধ্যেই। তড়িঘড়ি দুই দলেরই স্থানীয় নেতারা হাজির হন ভেঙে পড়া বাড়ির সামনে। পরিবারের হাতে তুলে দিলেন ত্রাণ সামগ্রী। তবে এক শিবির আর এক শিবিরের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগলেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা বাবু সরখেল বলছেন, ''তৃণমূল কংগ্রেস এদের দীর্ঘদিন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। যাঁরা তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে ঘোরে, মিটিং মিছিল করে তাঁদের আবাস যোজনার লিস্টে রেখেছে। যোগ্যরা বঞ্চিত থেকেছে। শুধু এদের নয়, আশপাশের অনেক মানুষই এখনও মাটির বাড়িতে থাকেন। একই অবস্থা। আবাস লিস্টে গরিব মানুষদের নাম রাখেনি।'' অন্যদিকে তৃণমূল আবার পাল্টা তোপ দাগছে বিজেপির বিরুদ্ধে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা সজল নিয়োগী বলছেন, ''কেন্দ্র সরকার সহযোগিতা করলে আবাস টাকা বাড়ত। ঘরগুলো আরও ভাল হত। টাকা পেতে দেরি হল কেন ভাবতে হবে! এর জন্য বিজেপি দায়ী।''

রওনা দিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশে, পথেই এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকার সাক্ষী থাকলেন জাহাঙ্গীরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ আগস্টঃ সংসার চলছিল না এখানে থেকে। তাই দু'টো পয়সা রোজগারের জন্য যাচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশে। কিন্তু কপালে হয়ত সইল না। নতুন জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গিয়ে ঘটল বড় অঘটন। পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের দু'জনের মৃত্যু। তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। শোকের ছায়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বলাবলি করছেন, পেট চালানোর জন্য পুরো পরিবারটা বাইরে গিয়েছিল। তবে সংসারের দু'জনই আর থাকল না। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের চালতি গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর সাহা (৩৬)। রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ কাঁথি থেকে পরিবারের পাঁচজন রওনা দেন। শনিবার দুপুর প্রায় বারোটার সময় ট্রেন থেকে নামার পর আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে অটো করে যাচ্ছিলেন। আর সেই সময়ই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জাহাঙ্গীরের স্ত্রী ফরিদা বিবি (৩০) এবং বড় ছেলে জাহানসিম সাহা (১২)। বাকি তিনজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাহাঙ্গীর নিজে (৩৬)। ছোট ছেলে ফারজান সাহা (৭) এবং ভাগ্নি সাহারিনা খাতুন (১৫)। হঠাৎ এই মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা চালতি গ্রাম। জাহাঙ্গীরের পরিবারে দীর্ঘদিন ধরেই

দারিদ্রতার ছাপ। তাঁর মা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, আর বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন। সংসারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন জাহাঙ্গীর ও তাঁর স্ত্রী ফরিদা। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ পরিবার। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, অভাবের তাড়নায় জাহাঙ্গীর পরিবার নিয়ে উত্তরপ্রদেশে কাজ করতে গিয়েছিলেন। অথচ যাত্রাতেই মৃত্যু কেড়ে নিল স্ত্রীর ও সন্তানের জীবন। কাঁথি থানার পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই চারদিক থেকে গ্রামে ভিড় জমে যায়। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশী। সবার চোখে জল। মৃতদের পরিবারের এক আত্মীয় শেখ হাকিম বলেন, ''অভাবের সংসারে ভরসা ছিল জাহাঙ্গীর আর তাঁর স্ত্রী। কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। দুর্ঘটনায় স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুতে পরিবার কার্যত ভেঙে গেল। আমরা সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।''

বৃষ্টি মাথায়, রাতের অন্ধকারে কেন ভারতে ঢুকছিল বাংলাদেশ সেনার আধিকারিক?

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, স্বরূপনগর, ২৪ আগস্টঃ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এবার বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন হাসিনা সরকারের সেনা আধিকারিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতেই বিএসএফের হাতে পাকড়াও বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারের সেনাবাহিনীর সচিব। তাঁর নাম আফরুজ্জামান। বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের হাকিমপুর চেকপোস্টে এই ঘটনা ঘটে। আফরুজ্জামান নামক ওই বাংলাদেশি নাগরিককে অনুপ্রবেশ করার সময় হাতেনাতে ধরে বিএসএফ। জানা যায়, হাসিনা সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর সচিব ছিলেন আফরুজ্জামান। এসিপি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সাতক্ষীরা জেলায় আত্মগোপন করেছিলেন এই উচ্চ স্তরের আধিকারিক। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। ঝড়-বৃষ্টির সুযোগেই ভারত-বাংলাদেশের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন আফরুজ্জামান। তবে ভারতের মাটিতে পা রাখতেই ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে আটক করে। তারপর স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁকে। রাতেই এই ঘটনা বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে রাজ্যের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হয়। আফরুজ্জামানের কাছ থেকে বেশ কিছু নথিপত্র পাওয়া

আসলে কী বড় ছক?

গিয়েছে। সেই সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হয়েছে ভারতের উচ্চপদস্থ

আধিকারিকদের হাতে। পুরো বিষয়টি ভারতের হাই কমিশনারের তরফে বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের ওই প্রাক্তন সচিবকে স্বরূপনগর থানায় রাখা হয়েছে। রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, দুই দেশের হাই কমিশনারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ইউনূস সরকারের হাত থেকে জীবন রক্ষার করতেই বাংলাদেশে দীর্ঘ কয়েক মাস সীমান্তবর্তী এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর গতকাল, শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেই সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী কল্যান জানা, পিতা- ভূপেন্দ্র নাথ জানা, সাং- নারনা, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া - ৭১১৪০৫। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৯৯/০৯ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- দক্ষিন ঝাঁপড়দহ, জে.এল.- ১৫, এল.আর. ৫৩২০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২০৭৬/এল.আর. ২০৮৩ নং দাগে ২.৬৩ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮৬৮/১১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ঝর্ণা বাগ -এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর ঘোষ -এর নিকট হইতে চন্দ্রলেখা মন্ডল মহাশয়া খরিদ করিয়া এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৪৮৪/১২ নং দানপত্র দলিল দ্বারা কল্যান জানাকে দান করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

Gouri Ghosh (Advocate)
Howrah Judges Court

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমরা (১) মহঃ ফিরোজ, পিতা মহঃ কাইউম, সাং- ৬৫, মদন মোহন বুরমান স্ট্রীট, বরোবাজার সার্কাস ইভিনিড, কোলকাতা- ৭০০ ০০৭ (২) মহঃ নাদিম আলম, পিতা মহঃ নাসির, সাং- ৫ডি, সাপগাছি ১স্ট লেন, তিলজলা, পোঃ-তিলজলা, দঃ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৩৯ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি (১) শ্রীমতি রিতা ব্যানার্জী, স্বামী স্বর্গীয় দেবাশিষ মিশ্র ওরফে ব্যানার্জী (২) শ্রীমতি রাখি ব্যানার্জী স্বামী গৌরি শংকর ঘোষ উভয়ের সাং আন্দুল মৌড়ী হাওড়া, পিন- ৭১১৩০২ মহাশয়াগনেদের নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছি। যদি কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তির উপর কোন প্রকার দাবি আপত্তি লিয়েন, অথবা পূর্বচুক্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আমাদের সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় সকল আপত্তি বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

তপশীল

জেলা ও ডিস্ট্রিট রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়ার অন্তর্গত, এ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিট সাব রেজিষ্ট্রি অফিস ও থানা ডোমজুড়ের অধীন, বাঁকড়া মৌজায় (বাঁকড়া মিশ্রপাড়া নামক এলাকার), তথা বাঁকড়া ০৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জে.এল. নং ৫৫ ভুক্ত, সাবেক ৩৩৪৩ নং দাগ যাহা হাল ৩৩৬৫ নং দাগে হাল ৩২৮৯ নং খতিয়ানে কমবেশি ২.৭৫ শতক সম্পত্তি।

মহঃ নাদিম আলম, মোঃ- ৭০০৩৭০৫১৬৪
মহঃ ফিরোজ, মোঃ- ৭০০৩৪৫৭৬২১

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-Tender by Two Bid system for the following work:
NIT No.: LTG/98/61/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at different places in Ward No.-61.** Estimate Amount: ₹ **4,87,959.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of Bid: **03.09.2025 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals: **04.09.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/265/25-26
Name of Work: **Lighting arrangement on Make Shift basis at surrounding of Layelka Pond in Ward No.-96 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,48,500.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **5 days**. Last date and time of completion of Bid: **02.09.2025 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 from 2 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/183/25-26
Name of Work: **Installation of decorative lighting arrangement at Baghajatin D Block Park etc. in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,49,348.70**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/213/25-26
Name of Work: **Installation of lighting arrangement at Kamar Para west side surrounding in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,99,062.63**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 2 & 3). Last date and time of submission of Bid: **02.09.2025 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025, 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-V/Br.-XV/G.R.U., KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/HA/6/25-26/93
Name of Work: **Supply and delivery of LED light fitting at Ramnagar Lane, Maher Manjil Lane, Banerjee Bagan and its surrounding areas in Ward No.-134.** Estimated Amount: ₹ **1,96,996.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **7 days**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/HA/7/25-26/94
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Sahi Ashtabal, Shyam Lal Lane, Prince Dilawar Jha Lane and its surrounding areas in Ward No.-134.** Estimated Amount: ₹ **1,96,841.93**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(3) NIT No.: KMC/LTG/AA/28/25-26/96
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Bartalla Road, Bada Shaheb Hatt Road and others in Ward No.-138.** Estimated Amount: ₹ **1,98,810.32**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/AA/29/25-26/97
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Riverside Road, Nadial Village Road and others in Ward No.-141.** Estimated Amount: ₹ **1,98,824.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/AA/30/25-26/98
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Kashyab Para Lane and Bye Lane and others in Ward No.-138.** Estimated Amount: ₹ **4,99,085.44**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(6) NIT No.: KMC/LTG/AA/31/25-26/99
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Railway Line, 44 No. Gate and others in Ward No.-138.** Estimated Amount: ₹ **4,99,678.40**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **08.09.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **28.08.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen. (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/24/25-26
Name of Work: **Infrastructure development of Service Line for street light power supply system at Julpia Road and other surrounding areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **4,94,442.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/25/25-26
Name of Work: **Infrastructure development of Service Line for street light power supply system at Udayachal and other areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **4,75,593.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **30 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/30/25-26
Name of Work: **Painting and numbering of existing street lighting poles at Mal Para, Satbigha, Vivekananda Pally etc. areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **1,90,539.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(4) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/31/25-26
Name of Work: **Development of street lighting system by LED light fittings at Shyama Pally, Goalberia and other areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **2,44,888.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(5) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/32/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system by LED fittings at Ramjibanpur, Gopal Nagar and other areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **2,46,742.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(6) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/33/25-26
Name of Work: **Miscellaneous repairing work for street lighting at Krishnanagar Bangal Para and adjacent areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **2,48,501.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(7) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/142/34/25-26
Name of Work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Ramchandrapur and other areas in Ward No.-142.** Estimated Amount: ₹ **2,39,369.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(8) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/18/25-26
Name of Work: **Infrastructure development of Service Line for street light power supply system at Swamiji Abasan, Kayal Para and adjacent areas in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **4,94,672.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(9) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/19/25-26
Name of Work: **Infrastructure development of Service Line for street light power supply system at Yani Sarani and adjacent areas in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **4,79,609.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(10) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/24/25-26
Name of Work: **Repairing and replacement work of street lighting system at Pramanik Para, Panchanantala and Kasturi Goli etc. in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **2,48,476.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(11) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/25/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system by LED fittings on existing pole at Hansaraj Pally, Yani Sarani, Boro Bagan etc. in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **2,45,944.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(12) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/27/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Bakhrahat Road, Green View and other areas in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **2,49,378.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days**.
(13) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/28/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Diamond Park Road area in Ward No.-144.** Estimated Amount: ₹ **2,31,911.00**. Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of Completion: **25 days**. Last date and time of submission of Bid: **03.09.2025 – 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 13). Technical Bid open date and time: **06.09.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 13). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 13). **(929/25-26)**

পুরুলিয়ার মাটির ভিতর 'পোঁতা' ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটির সম্পত্তি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আধুনিক দুনিয়ায় এর চাহিদা একেবারে তুঙ্গে। মুখিয়ে থাকে গোটা বিশ্বের কমবেশি প্রায় সব দেশই। কিন্তু এর সিংহভাগই নাকি নিয়ে বসে আছে চিন। মানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছিই নাকি ওদের কাছে। সোজা কথায় এ এমন এক জিনিস যা ছাড়া আধুনিক বিশ্বে চলাই মুশকিল। কিন্তু, এই বাংলার বুকেই সেই বিরল রত্ন। তাও আবার লাল মাটির দেশ পুরুলিয়ায়। তা নিয়েই সাম্প্রতিককালে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও চলছে চাপানউতোর। শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনও। কী এই বিরল রত্ন? কেন এত টানাপোড়েন।

কোথাও পাওয়া গিয়েছে খোঁজ?

পুরুলিয়ার কালাপাথর-রঘুডিহি ব্লকে ৬.৭ লক্ষ মেট্রিক টন রেয়ার আর্থ এলিমেন্টের খোঁজ মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। যার আনুমানিক মূল ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। বহু বছর আগেই উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগরে গ্যাসের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছিল ওএনজিসি। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় লিজ বা ইজারা না দেওয়ায় গ্যাস উত্তোলন থমকে যায়। এ নিয়ে টানাপোড়েন কম হয়নি। অশোকনগরে মাটির নীচে খনিজ তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখান থেকে তেল উত্তোলন শুরু করার জন্য অনুমতি চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে তেল উত্তোলক সংস্থা ওএনজিসি। সে বছরের অক্টোবরেই রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে কেন্দ্র 'ইজারা' বা 'পিএমএল' দেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু রাজ্য সরকার 'পিএমএল দেয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আরও দু'টি চিঠি রাজ্যকে পাঠানো হয়। তাতেও কাজ হয়নি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে ফের রাজ্যকে এই অনুমতি বা 'ইজারা' দিয়ে দিতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত ওএনজিসি সেই 'ইজারা'র চিঠি পায় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। কেন্দ্রের তরফে সংসদেই এটা জানানো হয়। এদিকে প্রথম চার বছরে ওই খনি থেকে ১৮,২৭৪ কিউবিক মিটার খনিজ তেল তোলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রাজ্যের অনুমতি মিলতে দেরি হওয়ায় তা করা যায়নি। এবার তেল তোলা শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে।

এবার পুরুলিয়াতেও উঠেছে একই ধরনের অভিযোগ। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া যাক রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট কেন এত গুরুত্বপূর্ণ।

কেন এত গুরুত্বপূর্ণ রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট?

রেরার আর্থ এলিমেন্ট অর্থাৎ বিরল মৃত্তিকা মৌল, বিশ্বে যার বড় অংশের ভাণ্ডার রয়েছে চিনে। মার্কিন মুলুকে যেটুকু ভাণ্ডার রয়েছে তা আমেরিকার চলে না। অত্যাধুনিক বিশ্বে এই খনিজ ছাড়া এতটুকু এগোনোর উপায় নেই। এর মধ্যে রয়েছে ১৭টি বিশেষ মৌল, যার মধ্যে ১৫টিকে একসঙ্গে ল্যান্থানাউস বলা হয়। এই মৌলের খোঁজ পৃথিবীকে রঙিন টিভি দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। এখন মোবাইল থেকে ল্যাপটপ, যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিকে চলা গাড়ি, যুদ্ধবিমান, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, সাধারণ বিমানের ইঞ্জিন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী টারবাইন সবেতেই এই মৌল লাগে। তাই চিনের বাড়বাড়ন্ত। আমেরিকা শুল্কের ভয় দেখালেই চিন রেয়ার আর্থ এলিমেন্টের রফতানি বন্ধের জুজু দেখায়। এবার এমন দামি জিনিসের খোঁজ মিলেছে ভারতেও। কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জানিয়েছেন অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা তামিলনাড়ু, কেরল, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের সঙ্গে তালিকায় নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেরও। গোটা দেশে পরিমাণ প্রায় ৮.৫২ মিলিয়ন টন। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়াতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে জিএসআই।

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

হাইকোয়ালিটির ক্যামেরার লেন্স তৈরি থেকে শুরু করে আইফোনের ক্যামেরা তৈরি, সব কিছুতেই রেয়ার আর্থ এলিমেন্টের জুড়ি মেলা ভার। মোট ১৭টা এলিমেন্ট আছে। বিভিন্ন এলিমেন্টের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ, ভারতের মাটিতেই এর খোঁজ পাওয়া দেলে তা দেশের জন্য কতটা শুভ ফলদায়ক, তা নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর দিলীপ কুমার মাইতির সঙ্গে। তিনি বলছেন, এই বিশেষ মৌল মাটির নিচ থেকে তোলার ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ ঝুঁকি। এরসঙ্গে যে সমস্ত জিনিস উঠে আসে তা খুবই টক্সিস। তাই সাবধানে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে স্বাস্থ্য সমস্যা, শ্বাস নেওয়ার সমস্যার হতে পারে। তাই লোকবসতি সরিয়ে কাজ করার কথা বলছেন।

রাজনৈতিক টানাপোড়েন

কিন্তু পুরুলিয়াতেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঢিলেমির অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্র সরকার। রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক জানিয়েছে বাংলার রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কালাপাথর-রঘুডিহি ব্লকে নিলামের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়নি। ফলে গোটা নিলাম প্রক্রিয়ায়ই বন্ধ। তাহলে সম্পদ পেয়েও কি হাতছাড়া হবে বাংলার? প্রশ্ন ঘুরছে। মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম যদিও বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা কেন্দ্র সরকারকে সবদিক থেকে সাহায্য করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করে। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় সমীক্ষা হোক বা তেল খনন, কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। এক্ষেত্রে কিন্তু সরকারকে সবদিক থেকে সাহায্য করে থাকে রাজ্য। যেগুলি বলা হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে বলা হচ্ছে। যা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়লের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী বলছেন, দিনের শেষে কত পরিমাণ মাটির তলা থেকে তোলা যায় তার উপর নির্ভর করবে আগামীতে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতের হাত কতটা শক্ত হবে। তাঁর স্পষ্ট কথা, এটা জাতীয় সম্পদ, রাজ্য ও কেন্দ্রকে একসঙ্গে বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল, ডোনাল্ড ট্রাম্প বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করার পরই চীন সর্বাগ্রে রেয়ার আর্থ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সব দেশেই চীন নিয়ন্ত্রণ করেছে রেয়ার আর্থ পাঠানো। যা সামগ্রিকভাবে সঙ্কটে ফেলবে সবথেকে বেশি আমেরিকাকেই। এবার সেই রেয়ার আর্থ মিনারেলস রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তথা নিয়ন্ত্রণ ভারতের ক্ষেত্রে শিথিল করা হবে বলে জানিয়েছে চীন। অর্থাৎ, এ নিয়ে যে আন্তর্জাতিক মহলেও দড়ি টানাটানি চলে তা তো বুঝতেও পারছেন। আর এদিকে আবার কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েন চললেও এলাকার লোকজন কিন্তু আশায় বুক বাঁধছেন। তাঁরা যদিও বলছেন গ্রামের নিচে যে এত খনিজ আছে তা তাঁরা জানতেনই না। এখন নতুন সম্ভাবনা দেখছেন পুরুলিয়ার কালাপাথর-রঘুডিহি ব্লকের লোকজন। স্বপ্ন দেখছেন নতুন কর্মসংস্থানের।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী কল্যান দে, পিতা শৈলেন্দ্র নাথ দে, সাং- মাকড়দহ, থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া-৭১১৪০৯। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৪৯/১২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা পূর্বান্নপাড়া, জে.এল.-৩১, এল.আর. ৮০৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ও এল.আর. ৩৮৫ নং দাগে ০.৮৪ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮৭১/১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শিবারানী ঢ্যাং দিগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী জগৎ নারায়ণ শ্রীমানী-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

গৌরি ঘোষ (অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জাজেস কোর্ট

NOTICE

আগামী 24.11.2025 তারিখ হইতে আমাদের **শ্যামবাজার কোলকাতা, শাখা** (229/2, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, শ্যামবাজার, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের খান্না শাখার নিচে, কোলকাতা ডিটি., পিন - 700 004. ফোন - 6291202914 / 9895533587) নিম্নলিখিত নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবে **শ্যামবাজার কোলকাতা নিউ শাখা (54 বি, ভুপেন্দ্র বোস অ্যাভেনিউ, কোলকাতা ডিটি., পিন - 700 004. ফোন - 6291202914 / 9895533587)** গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে সমস্ত লেনদেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তাহারা যেন উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করেন।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন :

Call: 8456805339 / 8374548808

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN-L65910KL1992PLC006623
IV/470A (old) W638A(New), Manappuram House, Valapad, Thrissur, Kerala- 680 567

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

চাঁদের সঙ্গে গ্রহাণুর সংঘর্ষে উল্কাবৃষ্টি! মহাজাগতিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হতে মুখিয়ে মহাকাশপ্রেমীরা

উল্কাবৃষ্টি দেখতে অপেক্ষা করেন মহাকাশপ্রেমীরা। আকাশের শরীরে আলোর রেখা দেখে মুগ্ধ হন তাঁরা। কিন্তু আর বছর কয়েক পরে এমন এক উল্কাবৃষ্টি দেখতে চলেছে পৃথিবীবাসী, যা আগের মহাজাগতিক ঘটনাবলিকে ম্লান করে দিতে পারে। কেননা এবার উল্কাবৃষ্টি হবে চাঁদ থেকে!

আসলে কয়েক মাস আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শিউরে উঠেছিলেন এক অতিকায় গ্রহাণুর সন্ধান পেয়ে। ২০২৪ ওয়াইআর৪ নামের ওই গ্রহাণু আছড়ে পড়তে পারে পৃথিবীর বুকে- এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে পরে দেখা যায়, গ্রহাণুটি দিক বদলে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে এমনটাই দাবি বিজ্ঞানীদের। এবার জানা গেল ২০৩২ সালে সেটি চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়লে তার জেরে উল্কাবৃষ্টি হবে পৃথিবীর বুকে।সাধারণ ধূমকেতু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় তার শরীর থেকে টুকরো ঝরে পড়লে উল্কাবৃষ্টি হয়। কিন্তু এবার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। অতিকায় গ্রহাণুটি চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়লে চাঁদের টুকরো সংঘর্ষের পর

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসবে। তারপর আমাদের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘষা লেগে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই আলোর লাগাতার ঝলকানি এক অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করবে।এছাড়াও সামগ্রিক ভাবে ওই মহাজাগতিক ঘটনা বিজ্ঞানীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা বলে ফুটে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। দাবি, চাঁদের মাটিতে সেটি আছড়ে পড়লে ৪০০ মিটারের মতো ব্যাসের বড় গর্ত তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে কোনও গ্রহাণু আছড়ে পড়লে কী ধরনের প্রভাব পড়ে সেটা একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন বিজ্ঞানীরা। প্রস্তুত হতে পারবেন পৃথিবীর ক্ষেত্রে গ্রহাণুর আঘাতজনিত কোনও আশু বিপদের মোকাবিলার জন্য।

গবেষণাগারে তৈরি মানুষের ত্বক, শিরায় শিরায় বইবে রক্ত! দাবি অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানীদের

শিরা-উপশিরা-কোষ অবিকল এক। ত্বকের ভিতর প্রবহমান রক্ত। এমনকী ত্বকে রোমও দৃশ্যমান। একনজরে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এই ত্বক কৃত্রিম, গবেষণাগারে তৈরি। কিন্তু সেটাই ষোল আনা সত্যি। অস্ট্রেলিয়ার একদল বিজ্ঞানীর দাবি, গবেষণাগারে তাঁরা মানুষের ত্বক তৈরি করে ফেলেছেন সফলভাবে। আর এই কৃত্রিম ত্বক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের মতে, ত্বকের যে কোনও সমস্যার সমাধানে গবেষণাগারে তৈরি ত্বক সহজে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

এহেন কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। স্টেম সেল বা শাখা কোষ ব্যবহার করে এই কাজ হয়েছে। প্রথমে স্টেম সেল থেকে শিরা-উপশিরা, রক্তজালিকা, স্নায়ু, রোম - এসবের প্রতিলিপি বা রেপ্লিকা তৈরি করা হয়। তারপর স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে ত্বকের বিভিন্ন অংশ। থ্রি-ডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এভাবেই সম্পূর্ণ গবেষণাগারে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ত্বক। সময় লেগেছে কমবেশি ৬ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী আব্বাস

শাফি জানাচ্ছেন, বিশ্বের মধ্যে এই প্রথম আসল ত্বকের মতো কৃত্রিম একটা মডেল তৈরি করা হল। এতে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা সুবিধাজনক হবে। আরও ভালোভাবে হবে। এমনকী ত্বকের চিকিৎসায় নতুন থেরাপি প্রয়োগ করার বিষয়টিও সহজ হতে পারে। আসলে অগ্নিকাণ্ডে কোনও মানুষের ত্বকের ক্ষতি হলে তার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রাফটিং অতি পরিচিত চিকিৎসা ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে মানুষের শরীরেরই অন্য অংশ থেকে চামড়া কেটে তা ক্ষতস্থানে বসানো হয়। ফলে সেখানে ত্বকের অংশ কমে যায়। কৃত্রিম ত্বক ব্যবহার করে সেই সমস্যা সহজেই সমাধান সম্ভব। আসল ত্বকের সমকক্ষ হওয়ায় তা প্রতিস্থাপন করা হলে কোনও সমস্যাও হবে না। শুধু তাই নয়, যে কোনও ত্বকের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দরকারে কৃত্রিম ত্বক ব্যবহার করা যেতে পারে পরীক্ষামূলকভাবে। কৃত্রিম হলেও ত্বকে যে নিজেরই শরীরের রক্ত বইবে, সেটাই গবেষণাগারে তৈরি ত্বকের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। এ কম যুগান্তকারী নয়, বলছে গবেষকমহল।

মহাকাশে চিন-আমেরিকাকে টক্কর! অন্তরীক্ষে স্টেশন পাঠাবে ভারত

চাঁদের মাটিতে প্রথম ভারতীয়র পা পড়বে ২০৪০ সালের মধ্যে। তারও আগে ২০৩৫ সালের মধ্যেই

মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করবে ভারত। আগেই এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে ইসরো প্রকাশ করল সেই স্পেস স্টেশনের মডেল। যার নাম হবে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন তথা বিএএস।

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের পর মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেছে চিনও। সেই স্টেশনের নাম তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশন। এর মধ্যেই স্পেস রেসে এবার শামিল ভারত। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে মহাকাশে ভারতের জয়যাত্রা গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে। চন্দ্রযান ৩ গড়েছে ইতিহাস। সূর্য সম্পর্কে আরও জানতে পাড়ি দিয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আদিত্য এল১। সামনেই রয়েছে 'মিশন গগনযান'ও। কিন্তু এখানেই না থেমে ইসরোর নয়া টার্গেটের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমেরিকা, ও চিনের সঙ্গে মহাকাশেও টক্কর নিতে প্রস্তুত নয়াদিল্লি।

বলে রাখা ভালো, সম্প্রতি নাসা ও ইসরোর উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ' শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে। জানা যাচ্ছে, ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র, বরফ এবং অরণ্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করবে ১.৫ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) খরচে তৈরি নিসার। তবে এর নির্মাণ খরচের মধ্যে ৭৮৮ কোটি টাকা দিয়েছে ইসরো। আপাত ভাবে এই বিনিয়োগ বিপুল অঙ্কের হলেও তা শেষপর্যন্ত ' হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আগামিদিনে অনেক বড় আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে পারে নিসার অন্বেষণ। অসমে প্রতি বছরই হওয়া বন্যার আগাম হদিশ কিংবা হিমালয়ের হিমাবাহের গলন কত দ্রুত হচ্ছে সবই বের করা সম্ভব হবে। ফলে এই পদক্ষেপেও বিশ্বকে চমকে দিয়েছে ইসরো।

দু'দিন বয়সে মাতৃহারা সুইটি এখন বেঙ্গল সাফারির নয়নমণি

রাখে হরি তো মারে কে? বেঙ্গল সাফারির সুইটি যেন প্রবাদটির জ্বলন্ত উদাহরণ। চা বাগানে মৃত মায়ের পাশে পড়ে তিন সদ্যোজাত শাবক। একটি মৃত। অন্য দু'টি মৃতবৎ তাদেরই একটি হল সুইটি। তাকে উদ্ধার করে ৪৪ কিলোমিটার পথ উজিয়ে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির পশু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। দু'দিনের সেই অনাথ চিতাবাঘের ছানাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে নজির গড়েছে বেঙ্গল সাফারি। যমের সঙ্গে পশু চিকিৎসকদের টানাহ্যাঁচড়ার সে আখ্যান প্রকাশিত হয়েছে ইন্ট্যারন্যাশনাল জার্নাল অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রিতে।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ১৬ মে কার্শিয়াংয়ে ঘোষপুকুর রেঞ্জের চা বাগানে সুইটির মা তিন শাবকের জন্ম দেয়। দু'দিন বাদে চিতাবাঘিনির মৃত্যু হয়, অনুমান সর্পাঘাতে। সাপের কামড়ে তার শরীরে বিষক্রিয়া হয়েছিল। সদ্যোজাতরা মায়ের দুধ পান করে, তাতে একটির মৃত্যু হয়। বাকি দু'টি মায়ের মৃতদেহর পাশে চা বাগানের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পড়ে থাকে। তাদের জলশূন্য শরীর তখন ঠান্ডা।

বনকর্মীরা উচ্চপদস্থ কর্তাদের ফোন করে খবর দেন। আশপাশে পশু চিকিসালয় না থাকায় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন কর্তারা। গাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টার রাস্তা। ফোনে পশুচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দুই শাবককে গাড়িতে তুলে বনকর্মীরা রওনা দেন। মাঝপথে এক শাবকের জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। জীবস্মৃত অন্যটিকে বাঁচাতে মরণপণ লড়াইয়ে নামেন বেঙ্গল সাফারির চিকিৎসকরা। তার নাম রাখা হয় সুইটি।

অনাথ লেপার্ড শাবক দীর্ঘ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ছুটি পাওয়ার পরে তার ঠিকানা হয়েছে বেঙ্গল সাফারির খাঁচা, সেখানে সে পাঁচ সঙ্গীও পেয়েছে। দু'বছরের সুইটি এখন শিকার করতে পারে। বেঙ্গল সাফারির অধিকর্তা ই বিজয় কুমারের কথায়, অনেক বাঘ ও চিতাবাঘের বাচ্চা মা ছাড়া সাফারিতে বড় হয়েছে। বনকর্মীরা তাদের লালনপালন করেছেন। কিন্তু সুইটির লড়াই ছিল ভীষণ কঠিন। ওর প্রাণ বাঁচানো আমাদের সকলের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। বেঙ্গল সাফারির পশুচিকিৎসক নিক দোলে, কিপার-সহ সকল কর্মী ও আধিকারিকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মৃত্যুকে জয় করা গিয়েছে। অধিকর্তার মতে, এই সাফল্য বন্যপ্রাণ গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুইটি এখন বেঙ্গল সাফারির নয়নমণি। কেউ তাকে চোখে হারাতে চায় না।

ইরানের প্রত্যাঘাতে বারবার কেঁপে ওঠে তেল আভিভ-সহ গোটা ইজরায়েল

২৪ আগস্ট ঃ তেল আভিভকে ফের চোখরাঙানি ইরানের। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর বিশ্বের একাধিক দেশে অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছে তেহরান। কিন্তু আপাতত সেই জায়গাগুলির নাম প্রকাশ করা হবে না। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ।ইরানের সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র বানানো ইরানের সামরিক বাহিনীর কাছে এখন প্রধান লক্ষ্য। অদূর ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই অস্ত্র কারখানাগুলির নাম ঘোষণা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ইজরায়েলের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাতে আমরা অত্যাধুনিক কাসেম বসির ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার করিনি। যুদ্ধ যদি আরও দীর্ঘস্থায়ী হত, তাহলে আমরা তার প্রয়োগ করতাম। ইজরায়েল কোনওভাবেই সেগুলিকে ধ্বংস করতে পারত না। উল্লেখ্য, গত ২১ আগস্ট ইরানি সেনা ওমান উপসাগর এবং উত্তর ভারত মহাসাগরের কাছে একাধিক ক্রুজ মিসাইলের সফল পরীক্ষা করে। বস্তুত, ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের পর এটাই ছিল ইরানের প্রথম সামরিক মহড়া।১৩ জুন ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পালটা হামলা চালায় ইরান। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। মৃত্যু হয় ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার এবং দুই শীর্ষ সেনা আধিকারিকের। প্রাণ হারান ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৯ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়ছে বলে জানিয়েছে ইরান। ইরানের প্রত্যাঘাতে বারবার কেঁপে ওঠে তেল আভিভ-সহ গোটা ইজরায়েল। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় ২২ জুন। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। ইরানের তিন পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালায় মার্কিন বায়ুসেনা। জবাবে মিসাইল ছুড়ে ইজরায়েলকে ঝাঁজরা করে দেয় তেহরান। আমেরিকাকে শিক্ষা দিতে সিরিয়া-কাতার-ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতেও হামলা চালায় ইরান। তারপরই আচমকা ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

৮ মাসে ৩১ বার লাভা-বমি আগ্নেয়গিরির! ' সমুদ্রের গর্জন', বলছে হাওয়াইবাসী

২৪ আগস্ট ঃ আমেরিকার হাওয়াইয়ে এক স্বরূপ দেখাচ্ছে প্রকৃতি। তবে এ রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমনই এতটাই আকর্ষণীয় যে ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে যেতে যেতেও মনে হয়, 'কি রূপ

দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' এই মুহূর্তে গলগল করে অনর্গল লাভা-বমি করে চলেছে হাওয়াইয়ের কিলাউই আগ্নেয়গিরি। সেই ভয়ংকর রূপ দেখে আশপাশের লোকজন ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। তার মাঝেও চেটেপুটে উপভোগ করে নিচ্ছেন প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্তি। পরিসংখ্যান বলছে, গত ৮ মাসে মোট ৩১ বার জেগে উঠেছে কিলাউই আগ্নেয়গিরি।

বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এই কিলাউই। সেই গত ডিসেম্বরে ঘুম থেকে যে জেগে উঠেছে, সক্রিয়তা থামছে না কিছুতেই। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, জ্বালামুখ থেকে যখন গলিত লাভা প্রায় ৩০ মিটার পরিধিজুড়ে বেরিয়ে আসছে, তখন মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের ঢেউগুলো গর্জন করে তটভূমিতে আছড়ে পড়ছে। মাটি ফুঁড়ে প্রায় ৩০০ মিটার উঁচুতে উঠে কখনও আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে সেই লাভাস্রোত। কেউ কেউ বলছেন, বিমান ওড়ার সময় ইঞ্জিনের যে কানফাটানো শব্দ হয়, তেমন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না। আর সেই শব্দেই হুঁশ ফিরছে, বিপদ তো সামনেই!

তবে কিলাউইয়ের এই তাণ্ডব রূপে শুধু ভয় পেলে তো চলবে না। এবিষয়ে অবশ্য হাওয়াই ভলক্যানো ন্যাশনাল পার্ক অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ করেছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের চারপাশে নিরাপদ দূরত্বে তিনদিক থেকে তিনটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যাতে কিলাউইয়ের প্রতি মুহূর্তের সক্রিয়তা ধরা পড়ে। ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করা পার্কের স্বেচ্ছাসেবক জেনিস ওয়ের কথায়, প্রত্যেকবার লাভা উদগীরণের সময়ে আমার মনে হচ্ছে, অসাধারণ একটা ছবি দেখছি আমি। ভয় নয়, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে!

হাওয়াইয়ের আগ্নেয়গিরিগুলি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানী কেন হন জানাচ্ছেন, অগ্ন্যুপাতের জেরে গ্যাসভর্তি হাওয়া যেভাবে আকাশের দিকে উঠছে, তা একটা রঙিন বেলুন মতো লাগছে। কখনও কখনও মনে হচ্ছে, একটা পাইপলাইন যেন উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। ডিসেম্বর মাস থেকে কিলাউইয়ের এই লাভ উদগীরণ দেখে বিজ্ঞানীরা আরও বিশদে তা পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হয়তো এর মাঝেই হাওয়াইয়ের এই আগ্নেয়গিরির নতুন কোনও বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।

দুর্ভিক্ষের কবলে গাজা! ঘোষণা রাষ্ট্রসংঘের, মানছে না ইজরায়েল

২৪ আগস্ট ঃ আশঙ্কা ছিলই। দু'মুঠো খাবারই যেন স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাজার অসংখ্য মানুষের। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে খাদ্য ও পুষ্টির মানের নিরিখে সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ের সম্মুখীন হয়েছিল গাজা। অবশেষে রাষ্ট্রসংঘ সরকারি ভাবে ঘোষণা করল মৃত্যুপুরী গাজা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। যদিও এই দাবি মানতে নারাজ ইজরায়েল।

শুক্রবার গাজার এই ঘোষণার পরই পশ্চিম এশিয়া প্রথমবার দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে বাস করছেন সেখানে। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান টম ফ্লেচারের দাবি, এই দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণ ভাবেই আটকে দেওয়া যেত। কিন্তু ইজরায়েল ইচ্ছাকৃত ভাবে সেখানে ত্রাণ পৌঁছনো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে খাবারের জোগান একেবারে শূন্যে নিয়ে যায়। আর তাতেই এই পরিস্থিতি। এদিকে এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েল। সেদেশের বিদেশ মন্ত্রকের পরিস্কার দাবি, গাজায় কোনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। যে বিবৃতি পেশ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে হামাসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যের উপর নির্ভর করে এই দাবি করা করা হচ্ছে। ২০২৩ সাল থেকে ইজরায়েল ও হামাসের নয়া সংঘাতের শুরুয়া। এরপর থেকে অন্তত ৬০ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি। পাশাপাশি আগেই জানা গিয়েছিল, গাজায় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ ক্ষুধার্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৭১ হাজার! গত ২ মার্চ থেকে খাবার, ওষুধ, জ্বালানি-সহ মানবিক সাহায্য গাজা ভূখণ্ডে পৌঁছনো বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে ত্রাণে সম্মতি দেওয়া হলেও ইজরায়েলি সেনার গুলিতে ত্রাণ নিতে আসা অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে গাজার পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এই পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে গাজা মৃত্যু এবং ধ্বংসের এমন এক স্তরে রয়েছে, যার তুলনা নেই। এবার জানা গেল, আর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নয়, এবার একেবারে দুর্ভিক্ষের গ্রাসে গাজা।

ওয়াশিংটনের পর চিকাগো, এমার্জেন্সি জারির চেষ্টা ট্রাম্পের!

২৪ আগস্ট ঃ ওয়াশিংটনের পর চিকাগো। এবার আমেরিকার এই শহরটিতেও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রশাসন। শনিবার এমনটাই দাবি করা হয়েছে প্রথম সারির এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওয়াশিংটনের মতো চিকাগোও হল ডেমোক্রাট শাসিত রাজ্য। তাহলে কি ফের বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প? এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে আইনশৃঙ্খলার যে অবনতি হয়েছে এবং যেভাবে অপরাধের হার বাড়ছে, তাতে লাগাম টানতে বদ্ধপরিকর ট্রাম্প। সেই মতো এবার চিকাগোতেও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রশাসন। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, গোটা চিকাগো সমস্যায় ভরা। শহরের মেয়র যে অরাজগতা তৈরি করে রেখেছে, তা কল্পনাতীত। আমরা তা ঠিক করে দেব। শনিবার পেন্টাগন একটি বিবৃতিতে জানায়, ' পরবর্তী কার্যক্রম এখনই প্রকাশ্যে আনছি না। তবে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং কর্মীদের সুরক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই মতো আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ট্রাম্পের নির্দেশে ওয়াশিংটনে মোতায়েন করা হয়েছে ন্যাশনাল গার্ড। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ডেমোক্রাটদের দখলে থাকা এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাধারণ মানুষ। এর জেরেই স্থানীয় পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে রাজধানীতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও ট্রাম্পের এই দাবিকে নস্যাৎ করেছেন ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার।

উৎসবের বিশেষ ট্রেন চালু

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮৬১১ / ০৮৬১২ সাঁতরাগাছি-আজমের-সাঁতরাগাছি স্পেশাল০৮৬১১ সাঁতরাগাছি-আজমের স্পেশাল ২২.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার সাঁতরাগাছি থেকে বিকাল ৫টায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন বিকাল ৩টায় আজমিরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৬১২ আজমির-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ২৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৭.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার আজমিরে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন বিকাল ৪টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে।এই স্পেশাল ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর, টাটানগর, চান্ডিল, পুরুলিয়া, মুরি, রাঁচি এবং লোহারদাগা স্টেশনে স্টপেজ করবে।০৬০৭৭০৬০৭৮ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-সাঁতরাগাছি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল স্পেশাল০৬০৭৭ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-সাঁতরাগাছি স্পেশাল প্রতি শনিবার ০৬.০৯.২০২৫ থেকে ২৭.০৯.২০২৫ পর্যন্ত রাত ১১.৪৫ মিনিটে এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিন সকাল ৭.১৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৬০৭৮ সাঁতরাগাছি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল স্পেশাল প্রতি সোমবার ০৮.০৯.২০২৫ থেকে ২৯.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সাঁতরাগাছি থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল ৪,৩০ মিনিটে এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছাবে।স্পেশাল ট্রেনটি SER অধিক্ষেত্রের বালেশ্বর এবং খড়গপুরে স্টপেজ করবে।০৬০৫৫/০৬০৫৬ পোদানুর-বারাউনি-পোদানুর স্পেশাল ০৬০৫৫ পোদানুর-বারাউনি স্পেশাল ০৬.০৯.২০২৫ থেকে ২৯.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার পোদানুর থেকে ১১,৫০ টায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ২,৩০ টায় বারাউনি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৬০৫৬ বারাউনি-পোদানুর স্পেশাল ০৯.০৯.২০২৫ থেকে ০২.১২.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ২৩৪৫ টায় বারাউনি ছেড়ে যাবে এবং চতুর্থ দিন ০৩,৪৫ টায় পোদানুর পৌঁছাবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের ঝারসুগুড়া, রাউরকেলা, নুয়াগাঁও, হাতিয়া, রাঁচি, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটিতে স্পেজ থাকবে।০৬০৬৩০৬০৬৪ কোয়েম্বাটোর-ধানবাদ-কোয়েম্বাটোর স্পেশাল,০৬০৬৩ কোয়েম্বাটোর-ধানবাদ স্পেশাল ৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৮.১১.২০২৫ পর্যন্ত ।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের

গোরখপুর, ২৪ আগস্ট ঃ রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে। ভারতীয় রেলওয়েতে ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযানের নবম দিনে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগের স্টেশন, ট্রেন, আবাসিক কলোনী, ডিপো এবং কারখানাগুলিতে অনেক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে।একই ধারাবাহিকতায়, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, লখনউ ডিভিশনের গোরখপুর, খলিলাবাদ, বস্তি, গোন্ডা, লখনউ জংশন এবং আইশবাগ স্টেশনগুলিতে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এবং রেল কর্মচারী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বচ্ছতা শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং একটি স্বচ্ছতা সচেতনতা প্রভাত ফেরি বের করা হয়েছিল। এই অভিযানের সময়, গোরখপুর, লখনউ জংশন, গোন্ডা স্টেশনের সার্কুলেশন এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং যাত্রীদের ট্রেনের জানালা থেকে ট্র্যাকে আবর্জনা না ফেলার জন্য সচেতন করা হয়েছিল।

Name Change

I, Sinarul Sk S/O-Late Khalek resident of Vill-Sishapara, Po-Lochanpur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 do here by Declared, That my name written Sinarul Sk in my daughter pan card & her birth certificate. And also my name Sentu Haque written in my deed. I Sinarul Sk , Senarul and Sentu Haque am the same and identical person.

Name Change

I, Mosaraf Hossain (Old Name) S/O–Ashgar Sk residing at Vill-Sibpur , PO-Rainda , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Mosaraf Hossain to Musaraf Hossain and henceforth I shall be known as Musaraf Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2025. My name Musaraf Hossain & Mosaraf Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Sirina Bibi (Old Name) W/O–Anarul Haque Biswas resident of Vill- Barbakpur uttarpara , Po-Barbakpur , Ps- Karimpur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Sirina Bibi to Sirina Biswas and henceforth I shall be known as Sirina Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Sirina Biswas & Sirina Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, GAUR GAIN (OLD NAME) , S/O DUKHIRAM GAIN, RESIDING AT VILL - 20, NAMASHUDRA PARA, DUTTA PARA , DIST - N .24Pgs. PIN -743286 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN GOUR CHANDRA GAIN (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/08/2025 (SL. No - 16) GOUR CHANDRA GAIN (NEW NAME) AND GAUR GAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Afazul Hoque (Old Name) S/O–Abdul Wahab resident of Vill- Masjidpara , Po-Harishchandraspur , Ps- Harishchandraspur , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732125 do hereby declared that I have changed my name from Afazul Hoque to Afazul Haque and henceforth I shall be known as Afazul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025.My name Afazul Haque & Afazul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Ayesha Begum (Old Name) W/O–Afazul Haque resident of Vill-Masjidpara , Po-Harishchandrapur , Ps- Harishchandrapur , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732125 do hereby decrared that I have changed my name from Ayesha Begum to Ayesha Begam and henceforth I shall be known as Ayesha Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025.My name Ayesha Begam & Ayesha Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, Rulekha Khatun (Old Name) W/O–Abdul Wahab resident of Vill-Masjidpara, Po-Harishchandrapur, Ps-Harishchandrapu, Malda , West Bengal, Pin- 732125 do hereby decrared that I have changed my name from Rulekha Khatun to Mst Rulekha Khatun and henceforth I shall be known as Mst Rulekha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025.My name Mst Rulekha Khatun & Rulekha Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Sarkar Rafika Bewa (Old Name) W/O–Lalmohammad Sarkar resident of Vill- Joyrampur , Po-Chhatai , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Sarkar Rafika Bewa to Rafika Bibi and henceforth I shall be known as Rafika Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Rafika Bibi & Sarkar Rafika Bewa both are same and one identical person.

Name Change

I, Tofazzol Hoque, my father's (Old Name) Late Effatulla Sk & Md Effatulla Sk resident of Vill- Salepur , Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , Pin- 742140 do hereby declared that I have changed my father's name from Effatulla Sk & Md Effatulla Sk to Efatulla Seikh and henceforth my father's name shall be known as Efatulla Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2025. My father's name Efatulla Seikh (new name) & (old name) Effatulla Sk & Md Effatulla Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUCH CHATTAR MANDAL (OLD NAME) , S/O LATE MOSLEM MONDAL , RESIDING AT VILL - SUBIDPUR P. O. - KATHUR P. S - BASIRHAT , DIST - N .24Pgs. PIN -743422 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL CHATTAR MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/08/2025 (SL. No - 47) ABDUL CHATTAR MONDAL (NEW NAME) AND ABDUCH CHATTAR MANDAL(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, GOLAM SOROAR MONDAL (OLD NAME) , S/O AH RAHIM MONDAL , RESIDING AT PURBA POLITA , p. O - SARAPUL,P.S - SWARUPNAGAR ,DIST - N .24Pgs. PIN -743286 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE GOLAM SAROWAR MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/08/2025 (SL. No - 17) GOLAM SAROWAR MONDAL (NEW NAME) AND GOLAM SOROAR MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SABERA BEGUM wife of Late SABUR ALI MOLLAH ,residing at village Chak Srikriahna,Chakpara,P.O – Hirapur,P.S – Sankrail, District – Howrah,West Bengal- 711310.My original and correct name is SABERA BEGUM as per Aadhaar Card,Ration Card,Voter Card and my Husband's P.P.O Book. My name is wrongly recorded in voter list 2002 as SABERA MOLLAH and my husband name has been recorded as SABUR MOLLAH. That SABUR ALI MOLLAH and SABUR MOLLAH is the same and one identical person and SABERA BEGUM and SABERA MOLLAH is the same and one identical person vide Affidavit in the court of LD.1st Class Executive Magistrate at Howrah, date- 12/08/2025.

নাম পরিবর্তন

আমি সালমা কুমারি মালিক স্বামীর নাম মারুফ হোসেন মল্লিক, গ্রাম-পোষ্ট বনহরিশপুর থানা পাঁচলা জেলা হাওড়া পিন ৭১১৩২২ পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিক ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হাওড়া এর Affidavit দ্বারা মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল নামে পরিচিত হলাম Affidavit নং 6678 Date 22.8..2025 সালমা কুমারি মালিক ও মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল একই ব্যক্তি।

যাত্রী তোলা নিয়ে দুই গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

বালুরঘাট, ২৪ আগস্ট ঃ যাত্রী তোলা নিয়ে দুই গাড়ির রেষারেষি। যার জেরে প্রাণ গেল একটি গাড়ির কনডাক্টরের। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে। দুর্ঘটনায় দুই গাড়ির অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকালে কুমারগঞ্জ থেকে বালুরঘাটের দিকে সাফারি গাড়ি দু'টি আসছিল। উভয় গাড়িতেই যাত্রী ছিলেন। কুমারগঞ্জের বড়ম মোড়ে ঘটে দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যাত্রী তোলা নিয়ে দুই গাড়ির মধ্যে রেষারেষি চলছিল। কে, কার আগে যেতে পারে, তা নিয়ে চলছিল লড়াই। তার জেরেই একটি গাড়ির সঙ্গে অন্যটির ধাক্কা লাগে। যার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি খেয়ে পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে যেটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা কনডাক্টরের। তাঁর নাম সুবির বসাক। বাড়ি কুমারগঞ্জের আঙিনা এলাকায়। বেশ কয়েকজন আহত যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

নেপালে সুটকেসে মিলল ভারতীয় মহিলার মৃতদেহ

কাঠমান্ডু, ২৪ আগস্ট ঃ নেপালের রাউতাহাট জেলায় রাস্তার ধারে সুটকেসে মিলল ভারতীয় এক মহিলার মৃতদেহ। জানা গেছে , গৌর এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকা একটি সুটকেস থেকে উদ্ধার হয় ভারতীয় ওই মহিলার দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম রুবি সাহ (২৬) তিনি বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা। রবিবার সকালে ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে একটি সুটকেস পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। খবর পেয়ে পুলিশ প্রথমে সন্দেহ করে ওতে বিস্ফোরক থাকতে পারে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুটকেস খুলে দেখেন ভিতরে রয়েছে ওই মহিলার দেহ। এক আধিকারিক জানান , মৃতা রুবি বিগত দুই মাস আগে তাঁর চার বছরের ছেলেকে নিয়ে নেপালে মায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। দুই দিন আগে তিনি বিউটি পার্লারে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে আর ফেরেননি। শনিবারই তাঁর মা থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। জানা গেছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রেন থেকে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট ঃ প্রায় দেড় দিন পর উদ্ধার হল ট্রেন থেকে পড়ে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ। রবিবার ভোরে নদীতে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন উদ্ধারকারীরা। দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম কামাল হোসেন। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের নওদা থানার গঙ্গাধারী গ্রামে। তিনি হায়দরাবাদ থেকে ফিরছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় লালগোলাগামী ট্রেনে চড়ে ফেরার পথে কৃষ্ণনগর ও বাহাদুরপুর স্টেশনের মাঝে রেলসেতু থেকে নদীতে পড়ে যান বলে জানা যায়। শনিবার দিনভর তল্লাশি চলে। রবিবার ভোরে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন উদ্ধারকারীরা।

রায়দীঘির নিখোঁজ মৎস্যজীবি পরিবারের সাথে দেখা করলেন সাংসদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,রায়দীঘি,২৪ আগস্ট ঃ রায়দীঘির নিখোঁজ মস্যজীবির বাড়িতে গেলেন সাংসদ বাপি হালদার। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় রায়দিঘির এক মৎস্যজীবী।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেঁদো দ্বীপের কাছে রানী ট্রলার থেকে পড়ে যায় এক মৎসজীবীর,নাম সইদুল মোল্লা।তিনি রায়দিঘির বৈদ্য পাড়ার বাসিন্দা।শনিবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।এদিন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা ও মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন,জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদারকে সঙ্গে নিয়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ।পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি,পাশাপাশি তিনি বলেন,প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি চলছে। বিগত কয়েক দিনে একাধিকবার এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে মৎস্যজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এর আগে সাগরে দু'জন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গিয়ে পড়ে যান। শুক্রবার তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ট্রলার থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন রায়দিঘির এই মৎস্যজীবী।এদিন সাংসদ বাপি হালদার বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে সইদুলের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।আমরা এই পরিবারের পাশে আছি সব রকমের সাহায্য দিতে।

হাঁস-মুরগি মারার জন্য রাগে আসানসোলে পথকুকুর 'খুন'

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ আগস্ট ঃ হাঁস-মুরগি মেরে ফেলেছে। সেই রাগে ৬ টি পথকুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই মৃত তিনটি কুকুর উদ্ধার হয়েছে। তিনটিকে খুনের পর মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে বলে অনুমান। বাকি ২ টি কুকুর অসুস্থ। ঘটনাকে কেঃদ্র করে প্রবল শোরগোল আসানসোলের হীরাপুরে। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে হীরাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত মানিক চাঁদ গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিকাশ মণ্ডল। অভিযোগ, তাঁর হাঁস-মুরগি খেয়ে নিয়েছে এলাকারই কয়েকটি চারপেয়ে। তাতেই রেগে আগুন হয়ে যায় বিকাশ। এরপরই এলাকার ৮টি সারমেয়কে বিষ খাইয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এলাকা থেকে তিনটি কুকুর মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে পশুপ্রেমীরা। তাঁদের দাবি, এলাকার আরও তিনটি সারমেয় বেপাত্তা। অনুমান, ওই তিনটি কুকুরকে খুনের পর মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই পশুপ্রেমীরা হীরাপুর থানায .অভিযোগ দায়ের করতে যায়। প্রথমে তদন্তে পুলিশ অসহযোগিতা করে বলে অভিযোগ। পরে জিডি করে। স্থানীয় সমাজসেবী শংকর নাগ বলেন, মানিক চাঁদ এলাকায় ছটি কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। যে কুকুরগুলির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলিকে ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন পশুপ্রেমী সংগঠনগুলো।

দামোদর নদ থেকে উদ্ধার যুবতীর দেহ

পশ্চিম বর্ধমান, ২৪ আগস্টঃ দামোদর নদ থেকে উদ্ধার হল যুবতীর দেহ। রবিবার সকালে তিরাট পঞ্চায়েত এলাকায় দামোদর নদ থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, মৃতা সুস্মিতা মালাকারের শ্বশুরবাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের চাপুই গ্রামে।জানা গেছে, সুস্মিতার স্বামী শনিবার রাতে নিমচা ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। সেখানে জানানো হয়েছিল, শনিবার সকাল থেকে সুস্মিতাকে দেখা যায়নি। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল মহিলার দেহ

মিঠুন হালদার ঃ এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে মৃত্যুর চার মাস পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের একবার তার দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশে রবিবার ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী- হাজীপাড়া এলাকায় একটি কবর থেকে ফতেমা বিবি (২০) নামে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ তোলা হয়। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তা কল্যাণীর এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের করার জন্য। বছর খানেক আগে তেঘরী এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা খাতুন নামে ওই মহিলার সঙ্গে পেশায় মুহুরী ইজাজ আহমেদ নামে এক যুবকের বিয়ে হয়েছিল।

মৃতার পরিবারের লোকেদের দাবি ,বিয়ের সময় পণ হিসেবে ইজাজকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ,সোনার গয়না সহ নানা উপহার দেওয়া হয়েছিল। যদিও তারপর থেকে কোনওদিনই ইজাজের টাকার দাবি কমেনি। অভিযোগ, ফতেমাকে সে নিয়মিত বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত। টাকা আনতে না পারলেই তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। এবছরের প্রথম থেকে একটি জমি কেনার জন্য ইজাজ, ফতেমার বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দাবি করেছিল বলে অভিযোগ। সেই টাকা দিতে না পারায় গত ২৯ এপ্রিল ফতেমাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ সেই সময় দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করেছিল। এরপর দেহ কবর দেওয়া হয়। ফতেমার ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট পেশ হয়েছিল তাতে মৃতার পরিবারের লোকেরা তাদের সন্তুষ্ট হয়নি। এরপরই তারা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের আদালতে মামলা দায়ের করে। শনিবার দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশনামা জারি

করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর আদেশনামায় লিখেছেন, মৃতার পরিবারের আইনজীবী ফতেমার প্রথম ময়নাতদন্তের 'ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট' এবং 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টের' মধ্যে বেশ কিছু অসামঞ্জস্য চিহ্নিত করেছেন। যদিও পুলিশ সূত্রের খবর ফতেমার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে 'অটোপসি সার্জন' পরিষ্কার লিখেছেন ,'দেহে কোনও বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন নেই।' মৃত্যুর দুটি ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সামনে আসায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি গতকাল নির্দেশ দেন ফতেমার দেহ কবর থেকে তুলে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার জন্য। মৃতার পরিবারের দাবি মেনে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত কল্যাণীর এইমসে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ২৯ আগস্ট আদালতে ওই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফতেমা বিবির মা পলি বিবি অভিযোগ করেন,' বিয়ের পর থেকেই আমার মেয়েকে ,জামাই ইজাজ ছাড়াও মেয়ের শাশুড়ি ,জা , দেওর, শ্বশুর চরম অত্যাচার করত। মেয়ের বিয়েতে আমরা ইজাজকে দু'লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিলাম। তারপরও বারে বারে তাকে ছ'লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে । নতুন নতুন জমি কেনার জন্য মাঝেমধ্যেই ইজাজ আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত। সেই টাকা মেয়ে দিতে না পারায় গত ২৯ এপ্রিল মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেয়। এরপর ইজাজ ফুটবল খেলতে চলে যায়। মেয়ের মৃত্যুর খবর আমাদেরকে জানানোই হয়নি।' মৃতার দিদি হাসিনা খাতুন বলেন,' শ্বশুরবাড়িতে আমার বোন খেতে বসলে তাকে লাথি মেরে তুলে দেওয়া হতো। এর পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিনই তাকে বাবার বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস আনার জন্য চাপ দেওয়া হতো। শ্বশুরবাড়ির অর্থের দাবি মেটাতে না পারায় আমার বোনকে বিয়ের এক বছরের মধ্যে খুন করা হয়।'

মুম্বাইয়ে হেনস্তার শিকার হয়ে পালিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন বিষ্ণুপুরের সাইফুল শেখ নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিনের চেনা জায়গায় হেনস্থার শিকার, তিন দিন মন্দিরে লুকিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরলেন পরিযায়ী শ্রমিক সাইফুল শেখ।চোদ্দ বছর ধরে

কাজ করছিলেন মুম্বইয়ের একটি কারখানায়। কিন্তু ক্রমাগত হেনস্থার জেরে ছাড়তে হয় সেই চেনা জায়গা। পরিবার নিয়ে পালিয়ে একটি মন্দিরে ঠাঁই নেন দক্ষিন ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের শ্রমিক সাইফুল শেখ। সেখানেই লুকিয়ে কাটে দিন তিনেক।বৃহস্পতিবার কোনও রকমে এলাকায় ফিরেছেন তিনি। দঃ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের কুলেরহাটি পঞ্চায়েতের সর্দার পাড়ার বাসিন্দা বছর চল্লিশের সাইফুল প্রায় চোদ্দ বছর আগে মুম্বইয়ের দাদরে এলাকার একটি কারখানায় কাজে যোগ দেন। ভাড়া বাড়িতে স্ত্রী ও বছর তেরোর ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় সম্প্রতি। শনিবার সাইফুল শেখ বলেন, বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি বলে স্থানীয় বাসিন্দরা, এমনকী পুলিশের তরফেও নানা ভাবে হেনস্থা শুরু হয়। বাইরে বেরোলে মারধরও করা হয়। কার্যত বেরোনো বন্ধ হয়ে যায় সাইফুলদের। ওখানে থাকার জন্য পুলিশ মাথা পিছু ৫০ হাজার করে টাকা চায় বলে তাঁর দাবি। এসবের জেরে কারখানা বন্ধ করে দেন মালিক। কাজ বন্ধ, সঞ্চিত অর্থও প্রায় শেষ হয়ে যায় সাইফুলদের। বাড়িওয়ালাও ঘর ছেড়ে দিতে বলেন। বাংলার বেশ কিছু শ্রমিক ছিলেন সেখানে। বেশিরভাগই একা থাকতেন। সকলেই যে যার মত লুকিয়ে ফেরার রাস্তা ধরেন। কিন্তু পরিবার থাকায় আটকে যান সাইফুল।শেষ পর্যন্ত সপ্তাহ খানেক আগে পরিবার নিয়ে লুকিয়ে লোকাল ট্রেনে চেপে বসেন। দাদর থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে কল্যাণে সাইফুলের চেনা দু একজন ছিল। সেখানেই এসে নামেন। তবে সেখানেও থাকার জায়গা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত একটি মন্দিরে ঠাঁই নেন তাঁরা। পুরোহিত মন্দির চত্বরে থাকতে দেন সাইফুলদের।গত সোমবার এলাকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' ডাকে অভিষেক' প্রকল্পের নম্বর জোগাড় করে সমস্যার কথা জানান সাইফুল।এরপরই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য বাবান গাজি। তিনি কিছু টাকা পাঠান।ট্রেনে উঠে ফিরে আসতে বলেন। পরিবার নিয়ে মঙ্গলবারই ট্রেনে উঠে পড়েন সাইফুল। টিকিট কাটার সুযোগও পাননি। কোনওরকমে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটেই ট্রেনে চাপেন। বৃহস্পতিবার এলাকায় ফেরেন তিনি।সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এখনও আতঙ্কিত সাইফুলের গলা। তিনি বলেন,চোদ্দো বছর দাদরে আছি। চেনা লোকজন এভাবে বদলে যাবেন ভাবতে পারিনি। শেষপর্যন্ত পালাতে হল। কল্যাণে মন্দিরের ঠাকুরমশাই খুবই সাহায্য করে ছিলেন। আমাদের লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু ওই ভাবে আর কতদিন। শেষ পর্যন্ত এক ডাকে অভিষেককে ফোন করি। ওরাই সাহায্য করেন। ফেরার পরে স্থানীয় নেতৃত্ব দেখা করেছেন। কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আর কতদিন চলবে? আবার ফিরবেন ভিন্ রাজ্যে? সাইফুল বলেন,এলাকায় কাজ নেই। কিন্তু বাইরে যাওয়ারও আর ইচ্ছা নেই। বাইরে গিয়ে মার খাওয়ার থেকে এলাকায় ভিক্ষা করে খাব।এ ব্যাপারে বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের রাস্ট্র মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন,আগেও এলাকার একাধিক শ্রমিককে ফেরানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও খবর পেয়েই ওই শ্রমিককে ফেরানোর ব্যবস্থা করি। বাংলা বলায় এভাবে হেনস্থা কাম্য নয়। পরিবারটির পাশে আছি। মুখ্যমন্ত্রীও পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আশাকরি সমস্যা মিটে যাবে।

শান্তিপুরের দিব্য ডাঙ্গায় এক গৃহস্থের ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ

শান্তিপুর,২৪ আগস্ট ঃ শান্তিপুরের দিব্য ডাঙ্গায় এক গৃহস্থ পরিবারে সরকারি আবাস যোজনা ঘর থেকে ৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশের এসডিপিও সবিতা গোটেয়াল , সার্কেল ইন্সপেক্টর কাজল ব্যানার্জি শান্তিপুর থানার ওসি অনুপম ঢালী সহ শান্তিপুর থানার বিভিন্ন আধিকারিকরা আজ হানা দেয় বেলঘড়িয়া দু'নম্বর পঞ্চাযেতের দিব্যডাঙ্গা গ্রামের বিশ্বনাথ দাসের বাড়িতে।

আর সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় আশি কেজি গাঁজা। পরিবারের গৃহিণী ঝর্ণাদাস অবশ্য জানাচ্ছেন তারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নয় এমনকি এর মধ্যে কি আছে তাও জানা নেই তবে তাদের ভগ্নিপতি হারাধন সরকার কুচবিহার থেকে কালীপুরে এসে বসবাস শুরু করে। তিনি মাঝেমধ্যেই বস্তায় করে কিছু একটা রেখে যান তার বদলে সামান্য কিছু ভাড়াও দেন আর এই লোভেই আজ তাদের বিপদ! তবে আজকের বাজেয়াপ্ত হওয়া এই গাঁজার বস্তা গতকাল রাতে এসে রেখে গেছে হারাধন সরকার। ঝরনা দেবী জানাচ্ছেন দুই ছেলে সহ স্বামী তাঁত শ্রমিক লোভের জন্যই আজ এই সর্বনাশ!যদিও এই মুহূর্তে পরিবার প্রধান বিশ্বনাথ দাস এবং তাদের ভগ্নিপতি হারাধন সরকার কাউকেই পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত তবে সে ব্যাপারে পুলিশ খোঁজ তল্লাশি চালাচ্ছে অন্যদিকে বাজেযাপ্ত করা এই গাঁজা মাপার কাজ চলছে।

তবে সরকারি আবাস যোজনার বসবাসের এই ঘরের মধ্যে এতকিছু আছে তা জানেন না প্রতিবেশীরাও তাই ঘটনা শুনতেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকা জুড়ে উসাহী মানুষের ভিড় রয়েছে সেখানে।

কোচবিহারে পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে খুনে গ্রেপ্তার আরও ২, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ

দুরন্তত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ আগস্ট ঃ কোচবিহারে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে অমর রায় খুনে গ্রেপ্তার আরও দুই। আলিপুরদুয়ারের তপসীখাতা এলাকা থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, চার রাউন্ড কার্তুজ ও একটি বাইক। পুলিশের অনুমান, এই অস্ত্র খুনে ব্যবহৃত হয়েছে। বাইকটিও ব্যবহার করা হয়েছে। অস্ত্রটি ফরেনসিকে পাঠানো হয়েছে। অমর রায় খুনে এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, যে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সুপারি কিলার। খুনের জন্য তাদের ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চাইবেন তদন্তকারীরা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার কিনারা করতে চাইছে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাখির দিন কোচবিহারের ২ নম্বর ব্লকের ডোডেয়ার হাট এলাকায় দুপুরে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অমরের। পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দ্রুত ঘটনার তদন্ত

চলে। বন্ধুর সঙ্গে মাংস কিনতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ভরা বাজারে খুন হয়েছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল নেত্রী কুন্তলা রায়ের ছেলে অমর রায়। তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। মাথা ও পিঠে গুলি শুরু করে কোচবিহার জেলা পুলিশ। ঘটনার দিনই একটি চারচাকা গাড়ি উদ্ধার হয়েছিল। তারপর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবার আরও দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে উত্তাল বাঁশবেড়িয়া

দুরন্ত বার্তা, বাংশবেড়িয়া, ২৪ আগস্ট ঃ বাঁশবেড়িয়ার মহাকালীতলা এলাকায .নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে উত্তাল পরিস্থিতি। রবিবার দুপুরে ঝুলুনিয়া মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা ও নিখোঁজ যুবকের পরিবার। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় মগরা থানার পুলিশকে।নিখোঁজ যুবকের নাম লক্ষ্মণ চৌধুরী। পরিবারের অভিযোগ, গত ১৮ আগস্ট রাতে শিবনাথ সাউ ওরফে শিবু নামে এক স্থানীয় ব্যক্তি লক্ষ্মণকে এলাকার একটি ক্লাবে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই লক্ষ্মণের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাযনি। তাঁর মোবাইল ফোনও তখন থেকেই বন্ধ। পরিবারের পক্ষ থেকে মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযুক্ত শিবুকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করার পর বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। শিবুর সঙ্গে ওই রাতে ক্লাবে আর কারা উপস্থিত ছিল, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।এদিকে ছেলের হদিস না মেলায় ভেঙে পড়েছে লক্ষ্মণের পরিবার। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনকে ছেলের সন্ধান দিতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একদিকে তদন্ত এগোচ্ছে পুলিশের হাতে, অন্যদিকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা। নিখোঁজ যুবকের পরিবারের আর্তি- যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্মণকে ফেরাতে হবে

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা,হাবরা, ২৪ আগস্ট ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিরা অত্যাচারিত হচ্ছে, এই দাবিকে সামনে রেখে আগেই সরব হযেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তার নির্দেশমতো রাজ্যজুড়ে চলছে বিভিন্ন কর্মসূচি সেই মতো রবিবার হাবরা পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডে বাঙ্গালীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে তারই প্রতিবাদে কর্মসূচি নেওয়া হয়। হাবরা পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে লাগানো হবে মনীষীদের বাণী.

ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি, ফরাক্কা ব্যারাজের উপর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ট্রেন

বহরমপুর, ২৪ আগস্ট ঃওভারহেড বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিপত্তি। যার জেরে রবিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ফারাক্কা ব্যারেজের উপরে আটকে প৷ল মালদা থেকে নিউ ফরাক্কা হয়ে.আজিমগঞ্জগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন। উদ্বেগ ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেনটি ফের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা নাগাদ আটকে পড়ে যাত্রীবাহী ট্রেনটি। এর ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরে ট্রেন চালু না হওয়ায় কয়েকজন যাত্রীকে নেমে লাইন ধরে হাঁটা দিতে দেখা যায়। মাঝ পথে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ার প্রভাব পড়ে ওই লাইনে সামগ্রিক পরিষেবায়। কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রেলের পদস্থ কর্মকর্তারা। দৌড়ে আসেন আরপিএফ আধিকারিকরাও। ছিঁড়ে পড়া তার দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘক্ষণ পরে ফের গড়ায় রেলের চাকা।

আইসিডিএস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির ভারত সরকারের পৌশন ভি অর পডাই ভি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হরিপাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবনের ঘরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আইসিডিএস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ শিবির হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রীবেচারাম মান্না মহাশয়। এছাড়াও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রধান, সুপারভাইজার, বিওএমএইচ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসডিপিও শ্রী সায়ন বেরা। ছবি ও তথ্য বিনয় সিংহ রায়।

সাঁকরাইল ব্লকের যুগিশোল জঙ্গলে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৪ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের যুগিশোল জঙ্গলে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার স্ত্রী-স্বামী দু'জন গরু ও ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন। পরে স্ত্রী বাড়ি ফিরে এলেও স্বামী আর ফেরেননি। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো হদিস মেলেনি। রবিবার সকালে ফের পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করলে জঙ্গলের ভিতর গাছে গামছা দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

OFFICE OF THE
CHAMRAIL GRAM PANCHAYAT
CHAMRAIL, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE
NIT NO.: WB/HZP/BJ/CGP/NIT-8/25-26
Cover No: 2025_ZPHD_894176
Notice inviting competitive E-tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for execution of the 11 (eleven) nos of work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

এনএসএফের উদ্যোগে নামখানা ব্লকে ছাত্র-ছাত্রীদের চারাগাছ ও পড়াশোনা সামগ্রিক বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, নামখানা,২৪ আগস্ট ঃ রবিবার দিন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের কিশোর সংঘ অনাথ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ছাড়াও আশ্রমের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পড়াশোনা সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রানী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সহ অধিকর্তা ডা সুকান্ত রায়। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাণী সম্পদ দপ্তরের চিকিৎসক ড.সঞ্জীব দত্ত, শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুলক রঞ্জন দাস, কিশোর সংঘ অনাথ আবাসের ইনচার্জ গণপতি সামন্ত, অঙ্কন শিক্ষক শান্তনু দাস, এনএসএফের জয়েন্ট ট্রেজারার অমিত মান্না, এনএসএফের নামখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক তাপস পাল, এক্সিকিউটিভ মেম্বার সমীর সাহা, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সাংবাদিক শুভজিৎ শাসমল,

অমলেন্দু দাস প্রমুখ। এ দিনের প্রোগ্রামে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সম্পাদনায় উদ্বোধন হয় প্রান্তিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকার সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ-সম্পাদক শিক্ষক পার্থসারথী মন্ডল।জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বাবু বলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন সারা বছর যেমন ছাত্র-ছাত্রী দের সাথে থাকে তেমনি রক্তদান শিবির ও অন্যান্য ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তার সাথে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা নিয়ে তারা বৃহ পরিসরে কাজ করে। সংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা মহাশয় বলেন আস্তে আস্তে এই সংগঠন এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে ত্রিপুরাতেও কাজ করবে। আগামী ৩০ ও ৩১ তারিখ পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপের সাথে সাথে ত্রিপুরার আগরতলাতেও এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে বার্তা থাকবে মানুষের জীবন জীবিকা করতে হবে সুরক্ষিত।এদিন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার এর উদ্যোগে সৌমিতা দিন্দার বাবার হাতে মাসিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

৩ দেশে ৫৪টি ম্যাচ, ঘোষিত ২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভেন্যু

২৪ আগস্ট ঃ ২০২৭-এর পুরুষদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়। আরও দুটি দেশে বসবে বিশ্বকাপের আসর। মোট ম্যাচ সংখ্যা ও সে দেশের ৮টি ভেন্যু জানিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট সংস্থা। ২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপে হবে মোট ৫৪টি ম্যাচ। তার মধ্যে ৪৪টি ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি শহরে। কোন কোন শহরে ম্যাচগুলি হবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপটাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লোয়েমফোনটেন, ইস্ট লন্ডন ও পার্লে ম্যাচগুলি হবে। অন্যদিকে জিম্বাবোয়ে ৫টি ম্যাচ ও নামিবিয়াতে ৫টি ম্যাচ হবে। ফাইনাল হতে পারে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সংস্থার প্রধান রিহান রিচার্ডস বলছেন, ২৪ বছর পর আইসিসির ক্রিকেট বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট আফ্রিকার মাটিতে ফিরছে। ২০২৭-র বিশ্বকাপকে আমরা ভক্তদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে রাখতে চাই। যা আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি গোটা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে যাবে। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য তিন দেশের মিলিত একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। যার চেয়ারম্যান করা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন মন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা রয়েছে, বিশ্বকাপকে আমাদের দেশের মুখ করে তোলা। দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে তুলে ধরা। প্লেয়ার ও সমর্থকদের আমরা এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী করতে চাই, যা তারা কোনও দিন ভুলবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা আফ্রিকা মহাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বকাপের মাধ্যমে তুলে ধরা।

ডিসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২৪ আগস্ট ঃ রবিবার অডি স্টেডিয়ামে ডিসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। ফলে ২৫ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেনস লিগ টেবিলের পাঁচ নম্বরে তারা। ডিসি ২৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আছে একেবারে নিচে। ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া। দলে ছিলেন না মেসি-আলবা। ছিলেন না দলের অন্য তিন বড় তারকা লুইস সুয়ারেজ, সার্জিও বুসকেটস ও রদ্রিগো ডি পল। এই তিনজনকে বেঞ্চে রেখে খেলতে নেমে ১৩ মিনিটেই গোল খায় মায়ামি। জ্যাকসন হপকিন্স গোল করেন। তবে ৫৫ মিনিটে বদলি হিসেবে নামেন বুসকেটস, ৫৬ মিনিটে ডি পল আর সুয়ারেজ নামেন। এরপর গোলও পেয়ে যায় মায়ামি। ৬৪ মিনিটে কর্নার থেকে গোল করেন বাল্টাসার রদ্রিগেজ।বাল্টাসারের শট কিছুটা বাঁক খেয়ে প্রবেশ করে জালে। এরপর দু'পক্ষই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও গোল পায়নি। এর ফলে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুটি দলকে।

২২ গজে আর দেখা যাবে না চেতেশ্বর পূজারাকে

২৪ ভারতীয় ক্রিকেটে যুগাবসান। ২২ গজে আর দেখা যাবে না চেতেশ্বর পূজারাকে। খানিক চমকপ্রদভাবেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন সনাতনী ঘরানার টেস্ট ব্যাটার। দেশের হয়ে ১০৩টি টেস্ট ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। আসলে অপেক্ষার টেস্টে ব্যর্থ হলেন চেতেশ্বর পূজারা। দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ব্রাত্য থাকার পর শেষমেশ অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন টেস্টের অন্যতম সেরা ব্যাটার। ৩৭ বছর বয়সি পূজারা ভারতের হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২৩-র জুন মাসে। যেটা ছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ভারত হেরে গিয়েছিল সেই ম্যাচে। তারপর থেকে আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। সদ্য বাদ পড়েছেন দলীপ ট্রফির দল থেকেও। সেই হতাশাতেই সম্ভবত অবসরের সিদ্ধান্ত। সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তায় তিনি লিখলেন, দেশের জার্সি পরা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, দেশের জন্য নিজের সেরাটা উজার করে দেওয়া, সব অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে সব ভালো জিনিস একটা সময় শেষ হয়। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভালোবাসা এবং সম্মানের জন্য ধন্যবাদ। রাহুল দ্রাবিড়ের পর সনাতনী টেস্ট ব্যাটিংয়ের ধারা যিনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি হলেন চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর অসীম ধৈর্য, চাপের মুখে অটুট থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা প্রায় এক দশক ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হিসাবে কাজ করেছে। দেশে-বিদেশে সমানভাবে সাফল্য পেয়েছেন তিনি। জাতীয় দলের জার্সিতে ১০৩ টেস্ট খেলে ৪৩.৬০ গড়ে ৭১৯৫ রান করেছেন। লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২০৬। ১৯টা শতরান এবং ৩৫টা অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। সাদা বলের ক্রিকেটে তেমন সাফল্য না পেলেও সনাতনী টেস্ট ব্যাটার হিসাবে পূজারা ভারতীয় ক্রিকেটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিএসএস'কে গোলের মালা পরিয়ে কলকাতা লিগে জয়ের সরণিতে মোহনবাগান

মোহনবাগানঃ ৫ (শিবম হ্যাটট্রিক, আদিত্য, করণ)
বেহালা এসএসঃ ২ (রোমিন, তুহিন)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান। গত ম্যাচে সুরুচি সংঘের সঙ্গে ড্র করেছিল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। রবিবার নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্চলি স্টেডিয়ামে বিএসএস'কে ৫-২ গোলে হারাল মোহনবাগান। হ্যাটট্রিক করেন শিবম মুণ্ডা। তবে একটা সময় যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলেন লেওয়ানরা। সেখান থেকে জয়ের রাস্তা পরিষ্কার করেন শিবম।বেহালা এসএস'কে প্রথমার্ধে যথেষ্ট চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। যার সুবাদে ২৯ মিনিটে প্রথম গোল করে যান শিবম। ৪১ মিনিটে ফের তাঁর গোল। তবে এবারের গোলটি এল সোজা কর্নার

থেকে। এই ধরনের গোল ' নামে পরিচিত। কলকাতা লিগে সেই অবিশ্বাস্য গোল করলেন শিবম। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে পালটা লড়াই করে বিএসএস। ৪৯ মিনিটে রোমিন গোলদার ও ঠিক তার পরের মিনিটেই তুহিন গোল করে সমতা ফেরান। কিন্তু শিবমের হ্যাটট্রিকে জয়ের রাস্তা খুলে যায় সবুজ-মেরুনের জন্য। ৫৪ মিনিটে গোল করেন তিনি। মোহনবাগানের হয়ে ৬৩ মিনিটে আদিত্য অধিকারী ও ৮৯ মিনিটে করণ রাই গোল করে যান। সব মিলিয়ে ৫-২ ব্যবধানে জেতে মোহনবাগান।

এশিয়া কাপের আগে ভারতকে নিয়ে 'স্বস্তির নিঃশ্বাস' পিসিবি'র!

২৪ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট সম্পর্ক কেমন হবে? ইতিমধ্যেই সেই নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা এসেছে মোদি সরকারের থেকে। বহুদেশীয় টুর্নামেন্ট গুলিতে ভারত-পাক ম্যাচ হবে, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হবে না। আর তাতে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাকিস্তানের বার্তা, ' ভিক্ষা করতে হবে না'।সামনেই এশিয়া কাপ। ১৪ সেপ্টেম্বর ক্রিকেটের এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান। সেই ম্যাচ বয়কট করুক মেন ইন ব্লু, এমন দাবিতে সুর চড়িয়েছেন আমজনতা থেকে সেলেব্রিটি সকলেই। বিশেষ করে পহেলগাঁও হামলার পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ খেলার তীব্র বিরোধিতা রয়েছে বহু মহলে। অবশ্য এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারতের চাপে হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে হয় পাকিস্তানকে। তবে মোদি সরকারের নির্দেশের পর ছবিটা অনেকটাই পরিষ্কার। সেটাকে সামনে রেখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির বক্তব্য, আমার মনে হয়, আমরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পেরেছি। এরপরই যখন ভারতের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে কথা হবে, তখন আমরা সমান-সমান জায়গায় থাকব। সমঝোতা নিয়ে আর কোনও ভিক্ষাবৃত্তি করব না। সেই সময় চলে গিয়েছে। এবার যা হবে, সমান-সমান জায়গা থেকে হবে।আসলে এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান নকভি। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও একই কথা বলা যায়। ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়ায় দু'দেশের সিরিজ বন্ধই হয়ে গেল। কিন্তু বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্টে খেলা হবে। আর এই টুর্নামেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা গিয়েছে, ভারতের মতামতই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া, মাঝে দ্বিপাক্ষিক সিরিজেরও হাওয়া উঠেছিল। এখন ভারত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করায় পাকিস্তানকে সত্যিই আর 'ভিক্ষা করতে হবে না।

এশিয়া কাপে সুযোগ না পাওয়ার কারণে কি ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিতে নারাজ শ্রেয়স

২৪ আগস্ট ঃ এশিয়া কাপের ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি শ্রেয়স আইয়ারের। অথচ গত আইপিএলে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন। ১৭ ম্যাচে করেছিলেন ৬০৪ রান। ১৭৫ স্ট্রাইক রেট, ৫০.৩৩ ব্যাটিং গড় ছিল তাঁর। শ্রেয়স নিজেও আশা করেছিলেন ডাক পাবেন, তাই দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েও প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

দলীপ ট্রফির দল ঘোষণা করেছে পশ্চিমাঞ্চল। সেখানে অধিনায়ক করা হয়েছে শার্দূল ঠাকুরকে। দলে আছেন শ্রেয়স আইয়ার, সরফরাজ খানরা। যেখানে পশ্চিমাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল শ্রেয়সের। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন এশিয়া কাপে সুযোগ পাবেন। যে কারণে অধিনায়ক নন, শুধুমাত্র প্লেয়ার হিসেবে খেলতে চেয়েছিলেন। এমনকী মুম্বই ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ব্যক্তিগত কোচ প্রবীণ আমরের কাছে সাদা বলে অনুশীলনও শুরু করে

দেন।

পশ্চিমাঞ্চল ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত এক কর্তা একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এটা ঠিক যে, নির্বাচক কমিটি শ্রেয়সকে অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ও সেটা ফিরিয়ে দেয়। তার নির্বাচক কমিটির প্রধান সঞ্জয় পাটিল, যিনি মুম্বইয়ের প্রধান নির্বাচকও, তিনি শার্দূলকে অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দেন। শার্দূল সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। গত মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টট এবং বিজয় হজারে ট্রফিতে মুম্বইকে নেতৃত্ব দেন শ্রেয়স। তাঁর নেতৃত্বে মুস্তাক আলি ট্রফি জেতে মুম্বই। তবে এবার মুম্বইয়ের লাল বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাননি শ্রেয়স। সেখানেও মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হয়েছে শার্দূল ঠাকুরকে। অন্যদিকে যে এশিয়া কাপের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃত্ব দিতে শ্রেয়স রাজি হননি, সেখানেও সুযোগ পাননি তিনি। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের যুক্তি, শ্রেয়সের ক্ষেত্রে বলতে পারি, এই বাদ পড়ায় ওর কোনও দোষ নেই। কিন্তু আমরা মাত্র ১৫ জনকেই খেলাতে পারব।

ব্যাট হাতে নিজস্ব ভঙ্গিতেই চ্যাপেলকে যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন শেহওয়াগ

তিনি ব্যাট করতেন ডাকাবুকো ভঙ্গিতে। ড্রেসিংরুমেও সেরকমই ছিলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। এমনকী ভারতের প্রাক্তন কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে পিছপা হননি তিনি। আর নিজের স্বাভাবিক খেলার উপর ভরসা রেখেই চ্যাপেলকে যোগ্য জবাব দেন ' নবাব'। ভারতীয় ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেলের অধ্যায় যথেষ্ট বিতর্কিত। অনেকেই মনে করেন, টিম ইন্ডিয়ায় ফাটল তৈরি করেছিলেন অজি কোচ। নিজেদের মধ্যে বিবাদও বাঁধে। পরে এই নিয়ে অনেক ক্রিকেটারই মতামত রাখেন। সেরকমই এক অধ্যায় তুলে ধরলেন শেহওয়াগ। তখন রাহুল দ্রাবিড় ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। চ্যাপেল শেহওয়াগকে রীতিমতো সাবধান করে বলেছিলেন, পা নাড়াতে শেখো, নাহলে রান পাবে না। নিজের প্রতিভার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ভারতের প্রাক্তন ওপেনারের। তিনি চ্যাপেলকে মনে করিয়ে দেন, এই ফুটওয়ার্ক নিয়েই ৫০-র উপর গড় নিয়ে টেস্টে ৬০০০ রান করেছেন। তাতে চ্যাপেল বলেন, সেসবে কিছু যায়ে আসে না। ঘটনা সেখানেই থামেনি। দুপক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষে চ্যাপেল রীতিমতো হুমকি দেন, রান করো, নাহলে বাদ দিয়ে দেব। জবাবে শেহওয়াগ কী করলেন? পরের টেস্টেই ১৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তারপর এসে দ্রাবিড়কে বলেন, তোমার কোচকে গিয়ে বলবে, আমার সামনে যেন না আসে। ঘটনা হচ্ছে, শেহওয়াগের ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সেভাবে খেলেই শেহওয়াগ ১০৪ টেস্টে ৮৫৮৬ রান করেছিলেন। ২৩টি সেঞ্চুরি আছে। যার মধ্যে দুটি ট্রিপল সেঞ্চুরি। যা আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় করতে পারেননি।

পুরো দল পেলে অন্যরকম ম্যাচ হত', ফাইনালে ব্রাইটদের না পাওয়ার আক্ষেপ কিবুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ডুরান্ড কাপ ফাইনালে নামার একদিন আগেই সুখবর এসেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি শিবিরে। দীর্ঘ টালবাহানার পর শুক্র-সন্ধ্যায় ভিসা পেয়েছেন তাদের দুই বিদেশি ব্রাইট এনোবাখারে এবং সানডে আফোলাবি। যে খবর শোনার পর ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্ষেপ ছিল, যদি আর সাতদিন আগে সমস্যা মিটত! শনিবার ফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে হারের পর সেই আক্ষেপ ফিরে এল ডায়মন্ডহারবার কোচ কিবু ভিকুনার মুখে। সানডে ও ব্রাইটের পাশাপাশি চোটের জন্য ক্লেটন সিলভেইরাকেও ফাইনালে পাননি তিনি। পুরো দল পেলে কী ফলাফল ভিন্ন হত? স্প্যানিশ কোচের জবাব, ফুটবলে সেভাবে তো কিছু বলা যায় না। তবে একটা কথা বলব, পুরো দল হাত পেলে ম্যাচটা অন্যরকম হত। দলের পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে কিবু বলছিলেন, স্কোরলাইন দেখে আমার ছেলেদের পারফরম্যান্সের বিচার করলে হবে না। আমরা লড়াই করেছি। অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। সেগুলো কাজে লাগাতে হত। তবে দলের

জন্য গর্বিত। এই দল নিয়ে ডুরান্ডে তিনটে আইএসএল দলকে হারিয়েছি। সেটা একেবারেই খারাপ নয়। আপাতত কয়েকদিন ফুটবলারদের বিশ্রাম দেবেন কিবু। তারপর ফের দল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি।

তবে দলের যে উন্নতি করতে হবে, অস্বীকার করছেন না কিবু। ডায়মন্ডহারবার কোচ বলছিলেন, দু'টো দলের মধ্যে তেমন তফাত নেই। আমাদের রক্ষণ একেবারেই ভালো খেলেনি আজ। প্রতিপক্ষ সহজেই কাউন্টার অ্যাটাকে উঠেছে, সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। রক্ষণকে আরও আগ্রাসী হতে হবে। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে আমরা আরও ভালো খেলেছি। এই ম্যাচেও সমানে-সমানে লড়েছি। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে না পারাটাই তফাত গড়ে দিল। সঙ্গে প্রতিপক্ষের সেরা অস্ত্র আলাদিন আজারাইকেও কুর্নিশ করছেন কিবু। ডুরান্ডের সোনালি বল, সোনালি বুট সবই একজন ফুটবলার জিতেছে। দুর্দান্ত প্লেয়ার। ম্যাচে তফাত গড়ে দেয়। এই মুহূর্তে এদেশে অন্যতম সেরা প্লেয়ার। মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দারুণ। কোনটা নিজে শট করবে, কোনটা পাস দেবে- তা নিয়ে একেবারে নির্ভুল পরিকল্পনা থাকে ওর।

হিতে বিপরীত হতে পারে', গম্ভীর জমানার নতুন ফিটনেস পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ অশ্বিনের

২৪ আগস্ট ঃ ইয়ো ইয়ো টেস্টের বদলে ব্রঙ্কো টেস্ট। কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানায় নতুন ফিটনেস ট্রেনিং চালু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলে। তাতে রীতিমতো অসন্তুষ্ট প্রাক্তন ভারতীয় তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি সাফ বলছেন, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ক্রিকেটারদের কাছে যদি ধারাবাহিকতা প্রত্যাশা করা হয়, তাহলে ফিটনেস ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা থাকা উচিত। ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেসে কার্যত বিপ্লব এনেছিল ইয়ো ইয়ো টেস্ট। বিরাট কোহলির আমলে শুরু হওয়া এই পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে জাতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক ক্রিকেটারের জন্য। এবার সেটার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ব্রঙ্কো টেস্টে। ভারতীয় দলের নতুন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রো'র সুপারিশেই শুরু হচ্ছে এই নতুন টেস্ট। মূলত রাগবি খেলায় এই টেস্ট বেশ জনপ্রিয়। খেলোয়াড়দের অ্যারোবিক ক্ষমতা পরীক্ষা করা এবং কার্ডিওভ্যাসকুলার প্রক্রিয়া বাড়াতে খুবই উপযোগী এই ব্রঙ্কো টেস্ট। একটানা ১২০০ মিটার দৌ।তে হবে এই টেস্টে মাত্র ৬ মিনিটের মধ্যে এই পুরো দৌড় সম্পন্ন করে

ফেলতে হবে। সূত্রের খবর, বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন প্রথমসারির ক্রিকেটার এই টেস্ট দিয়েছেন। অশ্বিন বলছেন, ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিংয়ের পদ্ধতি বদলায়। কিন্তু তাতে সমস্যায় পড়তে হয় ক্রিকেটারদের। একজন ক্রিকেটার দীর্ঘদিন একটা ট্রেনিং পদ্ধতিতে থাকতে থাকতে নতুন পদ্ধতিতে চলে এলে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এতে চোটের সম্ভাবনা বাড়ে। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের প্রশ্ন, একটা পদ্ধতিতে যখন সাফল্য আসছিল, সেটা পুরোপুরি বদলে ফেলার কি খুব দরকার ছিল? কিছুটা বদল করা যেত, পুরো বদলে ফেলার কী মানে? ক্ষুব্ধ অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলে গিয়েছেন, ক্রিকেটারদের কাছ থেকে ধারাবাহিকতা প্রত্যাশা করা হয়, তাহলে ট্রেনিংয়ে ধারাবাহিকতা থাকবে না কেন? জুন মাস থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আদ্রিয়ান। তারপরেই ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে একাধিক চোটসমস্যা দেখা দেয় ভারতীয় দলে। মূলত পেসাররাই কাহিল হয়ে পড়েন। ফলে প্রশ্ন ওঠে পেসারদের শক্তি বাড়ানো এবং ওয়ার্কলোড নিয়ে। কেবল জিম ভিত্তিক ট্রেনিং না করে এই ব্রঙ্কো টেস্টের মাধ্যমেও ক্রিকেটারদের ফিটনেস বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশ্লেষকদের মতে, ইয়ো ইয়ো টেস্টের চেয়েও ব্রঙ্কো টেস্ট বেশি কঠিন।

পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটার

২৪ আগস্ট ঃ পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটার ফারিদ হুসেন। গত ২০ আগস্ট পুঞ্চ জেলায় পথ দুর্ঘটনা ঘটে জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেটের যথেষ্ট পরিচিত মুখ ফারিদের। সেই দুর্ঘটনার হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ্যে এসেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বাইকে করে যাচ্ছিলেন ফারিদ। সামনেই ছিল একটা চার চাকা গাড়ি। ফারিদ যখন বাইক নিয়ে ওই গা।টার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আচমকাই গা।রি দরজা খুলে দেওয়া হয়। দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে প।নে ফারিদ। আশেপাশের মানুষরা দ্রুত ছুটে আসেন। হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ফারিদকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি।ফারিদের প্রয়াণে গোটা পুঞ্চ শোকস্তব্ধ। জানা যাচ্ছে, বহু তরুণ প্লেয়ারের অনুপ্রেরণা ছিলেন ফারিদ। পুঞ্চ-সহ গোটা জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেটমহলে যথেষ্ট পরিচিত ক্রিকেটার ছিলেন ফারিদ। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আচমকাই ওই গাড়ির দরজা কেন খুলে দেওয়া হল, সেটা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা কি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা?ফারিদের দুর্ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই পথ দুর্ঘটনা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ২০২২-এ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। ওই বছরের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। ওই বছরের ৩০ ডিসেম্বর ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পড়েন ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ।

ওয়াংখেড়েতে অভিনব উদ্যোগে 'লিটিল মাস্টার'কে শ্রদ্ধা জানাল মুম্বই

২৪ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি এবং প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্করের প্রতি সম্মান জানাতে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) গতকাল, ২৩ আগস্ট, ২০২৫, মুম্বইয়ের আইকনিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাঁর জীবন্ত মূর্তি উন্মোচন করেছে। এই মূর্তি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে এমসিএ শরদ পাওয়ার ক্রিকেট মিউজিয়ামেরও উদ্বোধন করা হয়েছে। এই মূর্তি মুম্বইয়ের সমৃদ্ধ ক্রিকেট ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি প্রচেষ্টা। মূর্তি উন্মোচনের সময় সুনীল গাভাস্কর নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই সম্মানে অভিভূত হয়ে বলেন, আমি সত্যিই ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, কারণ এই অনন্য সম্মানে আমি অভিভূত। এমন সম্মান সবার জীবনে আসে না।এই মূর্তিটি গাভাস্করের ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ টেস্টে টেস্ট ক্রিকেটে ১০,০০০ রানের মাইলফলক অর্জনের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখে। তিনি প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। গাভাস্কর বলেন, এই মূর্তি আমাকে সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন আমি আমার ১০,০০০তম রান করেছিলাম। এটি আমার জন্য খুবই স্মরণীয় মুহূর্ত। এই মূর্তি মিউজিয়ামের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শকের সমাগম হবে। এই মূর্তি শুধুমাত্র গাভাস্করের ক্রিকেটীয় কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্যও একটি প্রেরণার প্রতীক। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অজিঙ্ক্য নায়েক জানিয়েছেন, গাভাস্করের মূর্তি শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিষ্ঠার প্রতীক। এটি তরুণ ক্রিকেটারদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেরণা দেবে। মিউজিয়ামটি ৮,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এবং এতে মুম্বইয়ের ক্রিকেট ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে বাপু নাডকার্নির ব্লেজার থেকে শুরু করে রোহিত শর্মার ২০২৩ বিশ্বকাপের ব্যাট

এবং জার্সি পর্যন্ত বিভিন্ন স্মারক সামগ্রী প্রদর্শিত হবে। গাভাস্কর নিজে তাঁর দাদর ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাবের ক্যাপ এবং মুম্বইয়ের ক্যাপ মিউজিয়ামে দান করেছেন। তিনি বলেন, দাদর ইউনিয়ন আমাকে শিখিয়েছে যে খেলা ব্যক্তির চেয়ে বড়। এই ক্যাপটি আমি ১৯৮১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টে পরেছিলাম, যেখানে ভারত জয়ী হয়েছিল। গাভাস্কর, যিনি ১২৫ টেস্টে ১০,১২২ রান করেছেন এবং ৩৪টি শতরানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ শতরানের রেকর্ড গড়েছিলেন, তিনি মুম্বই ক্রিকেটের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আমার মায়ের মতো। এটি আমার হাত ধরে আমাকে ক্রিকেটের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি তাঁর স্কুল, ক্লাব, রঞ্জি ট্রফি এবং টেস্ট ক্রিকেটে সতীর্থদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যাদের সমর্থন ছাড়া তিনি এই সাফল্য অর্জন করতে পারতেন না। শরদ পাওয়ার ক্রিকেট মিউজিয়ামটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হবে। এটি মুম্বইয়ের ক্রিকেট ইতিহাসের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবময় মুহূর্তগুলো তুলে ধরবে। মিউজিয়ামে ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রদর্শনী, ঐতিহাসিক স্মারক এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা কেন্দ্র থাকবে, যা দর্শকদের ক্রিকেটের ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি অভিনব উপায় প্রদান করবে। এমসিএ সেক্রেটারি অভয় হাডাপ জানিয়েছেন, ২৮ জন ক্রিকেটারের স্মারক সামগ্রী ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা সচিন তেন্ডুলকরের কাছ থেকেও কিছু পাওয়ার আশা করছি। গাভাস্করের মূর্তি উন্মোচনের এই ঘটনা ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা এই মুহূর্তকে ক্রিকেট ইতিহাসের একটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একটি পোস্টে বলা হয়, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুনীল গাভাস্করের মূর্তি উন্মোচন একটি নস্টালজিক মুহূর্ত।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com